



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2021

মিষ্টি বাচ্চারা — ক্রোধও অনেক বড় কাঁটা, এরজন্য অনেকেই দুঃখ পেয়ে থাকে সেইজন্য এই কাঁটাকে বহিষ্কার করে প্রকৃত ফুল হয়ে ওঠে"

*প্রশ্নঃ - কাঁটা থেকে ফুল হতে চাওয়া বাচ্চাদের জন্য বাবা কোন্ ধৈর্য্য প্রদান করেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, কাঁটা থেকে ফুল হওয়ার জন্য মায়া এতদিন যে বিঘ্ন ঘটিয়েছে- এই বিঘ্ন একদিন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা সবাই স্বর্গে চলে যাবে। এই কলিযুগের কাঁটা শেষ হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের শুধু সঙ্গম যুগের পাত্র বসিয়েছেন। যদিও মায়া বিমর্ষ করে তুলবে কিন্তু জ্ঞানের বীজ হল অবিনাশী - এই বীজ বিনাশ হতে পারে না।

*গীতঃ- আমাদের সাথে তার কখনোই বিচ্ছেদ হবে না

ওম্ শান্তি । শিববাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের জন্য অতি গুহ্য জ্ঞান বা রহস্য বুঝিয়ে বলছেন। বাচ্চারা তো গান শুনেছে যে বাবা আমরা তোমার প্রতি সমর্পিত হব, যতই যন্ত্রণা সহন করতে হোক না কেন। কেন অত্যাচার করা হয়? কেননা মানুষ বিষ(বিকার) পায়না। বাচ্চারা তো জানে, না আমরা আত্মাকে জানতাম, না পরমাত্মাকে জানতাম। না নিজেকে, না বাবাকে জানতাম। সেইজন্যই বুদ্ধিও জানোয়ারের মতো হয়ে গেছিল। লৌকিক সম্বন্ধে তো নিজেকে জানতাম। বাবাকেও জানতাম। এই সময় মানুষ নিজেকে এবং পারলৌকিক বাবাকে বিন্দুমাত্র জানেনা। বলে থাকে পরমাত্মার নাম-রূপ দেশ কাল নেই-ই। সুতরাং আত্মাও থাকা উচিত নয়। আত্মাকেও ওরা জানে না। বলে থাকে আত্মাই পরমাত্মা। এখন তোমরা জেনেছ। ওরা তো শুধুই নামমাত্র বলে থাকে আত্মা আর জীব আছে। আত্মা অবিনাশী, জীব বিনাশী। আত্মা আত্মা জিনিসটা কি ,তার রূপ রঙ-ই বা কি ! নাম তো জানে যে আত্মা আছে কিন্তু সেটা কেমন, কি করে ? কিভাবে ভূমিকা পালন করে চলেছে ? কত সময় ধরে ভূমিকা পালন করে? এই আত্মা সম্পর্কে নলেজ কেউ বর্ণনা করতে পারে না। এখন তোমরা জেনেছ আত্মা ছোট নক্ষত্রের মতো। আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের অবিনাশী পাট পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। শঙ্করাচার্যের আত্মাও নিজের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এটাও কেউ জানেনা যে আত্মা কিভাবে সতোপ্রধান তারপর সতো, রজো তমোর মধ্যে আসে। শুধুমাত্র বলে থাকে ব্রুকুটির মাঝখানে ঝলমলে নক্ষত্র আলো বিকিরণ করছে। আর কিছুই জানে না। আত্মাকে জানেনা, সুতরাং পরমাত্মা সম্পর্কেও কিছু জানা নেই। এই সময় এই দুনিয়া হলো কাঁটার জঙ্গল। সবাই কাঁটার পরিণত হয়েছে। না রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মাকে জানে, না রচনার আদি মধ্য অন্তকে জানে। বাচ্চারা তোমরা আত্মা আর পরমাত্মাকে জানো কিন্তু নন্দরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী। অনেক বাচ্চারাই আছে যারা যথার্থ রীতিতে জানে না। দেহ-অভিমাণে থাকার কারণে সম্পূর্ণ ধারণা হয়না। নন্দরানুসারে তো আছে তাইনা। জিজ্ঞাসা করে - বাবা এ এইরকম কেন ? উত্তরে বাবা বলেন বাচ্চারা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এখানে সব রকমের থাকা চাই। পাথর বুদ্ধির হবে তবেই তো কম পদ প্রাপ্ত করবে। যদি নিজে বুঝে থাকে তবে অন্যদেরও বোঝাতে পারবে। তোমরা বলে থাকো আরও এগিয়ে যেতে- যেতে বোঝানোর জন্য লেগে পড়ব, কিন্তু এমনও কিছু থাকা চাই তবেই তো কম পদ পাবে ! কোথায় রাজা আর কোথায় প্রজা, কত পার্থক্য। এখানে তো রাজা প্রজা সবাই দুঃখী। সত্যযুগে না রাজার কোনো দুঃখ, না প্রজাদের কোনো দুঃখ থাকে, কিন্তু পদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সম্পূর্ণ ধারণা না হওয়ার কারণে কাউকে বোঝাতে পারে না। কোনো না কোনো কাঁটা লাগতেই থাকবে(বিকারের কাঁটা)। কখনও লোভের কাঁটা, কখনও মোহের কাঁটা.... ভূতের প্রবেশ হতেই থাকবে। এটাও হওয়ার প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার কুমারী। প্রজাপিতার পিতা কে ? শিববাবা। শিবের কোনো পিতা হয়না। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর শিববাবার রচনা। সুতরাং সবাই আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মা একজনই। ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদি কোনো মনুষ্য আত্মার দ্বারা কখনও গতি সঙ্গতির উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। মানুষ না আত্মাকে যথার্থ রীতিতে জানে, না পরমাত্মাকে জানে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই আত্মার রিয়েলাইজেশন করতে পারেন। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্তি হয়। একমাত্র বাবাই জ্ঞান প্রদান করে থাকেন। কোনো-কোনো বাচ্চা যন্ত্রের স্থূল সেবাও অনেক করে থাকে। এই বিষয়েও মার্কস পাওয়া যায়। এখন বাবা বাচ্চারা তোমাদের অমরকথা, তিজরীর কথা শুনিয়ে থাকেন। বাস্তবে এ কোনো কথা (কাহিনী) নয়। এ'হলো আত্মিক জ্ঞান। নিজেকে এবং বাবাকে জানা। ওরা যেমন বলে থাকে জলের মধ্যে বুদ্ধবুদ্ধ নির্গত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। আমরা ব্রহ্ম থেকে জন্ম গ্রহণ করে ভূমিকা পালন করে

ব্রহ্মতেই লীন হয়ে যাই নাকি ব্রহ্ম হয় যাই। রচনা এবং রচয়িতার কোনো জ্ঞানই নেই। জ্ঞান তো বাবাই এসে বুম্বিয়ে থাকেন। এঁনার নাম হলো শিব। ওঁনাকে কেউ-কেউ রুদ্রও বলে থাকে, কেউবা পাপ কাটেশ্বরও বলে থাকে।

অনেক নাম রেখে পূজার সামগ্রী বৃদ্ধি করেছে। যা-যা কর্তব্য পরমাত্মা করেছেন তাকে ভিত্তি করেই ভিন্ন-ভিন্ন নামকরণ করে অনেক মন্দির নির্মাণ করেছে। এখন বাবা বলছেন কাঁটার দুনিয়ার এই বিষয়(বিষময়) সাগর। সবাইকে দিয়ে লেখানোও হয় যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। বাবা এসে ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন। সুতরাং সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বর্গ হয়ে যায়। এটাও কারো বুদ্ধিতেই আসেনা। সমস্ত শাস্ত্রই ভক্তি মার্গের। প্রত্যেকের মধ্যেই নিজ-নিজ কর্মের জ্ঞান আছে। কার্পেন্টারের কাঠ সম্পর্কে জ্ঞান আছে, ডাক্তারদের বিভিন্ন রোগ নিরাময় সম্পর্কে জ্ঞান আছে। আর এখানে এ'হলো আত্মিক জ্ঞান, যা একমাত্র পরমাত্মাই এসে দিয়ে থাকেন। মানুষের তো জানাই নেই পরমাত্মা কাকে বলে। গীতায় শ্রী কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। মা বাবাকে খন্ডন করে দেওয়ার জন্য বাকি সব শাস্ত্র মিথ্যা হয়ে গেছে। নকল পাথরেরও খনি আছে। এ'ও ঠিক তেমনই নকল পাথর হয়ে গেছে। পরশবুদ্ধি সম্পন্নরা থাকে সত্যযুগে। এ'হলো নরক। আহ্বান করে বলে থাকে হে পতিত-পাবন এসো, নিশ্চয়ই তারা পতিত। নরক এবং স্বর্গ দুই-ই ভারতে আছে। কেউ শরীর ত্যাগ করলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। এটাও বুদ্ধিতে আসেনা যে স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়। পরমাত্মা এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন, নাকি নরক স্থাপন করেন। রাবণ রাজ্য কবে থেকে শুরু হয় এটাও কারো জানা নেই। যদিও অনেক শাস্ত্র পড়ে, ব্রহ্মচর্য পালন করে কিন্তু জন্ম তো বিকারের দ্বারাই হয়েছে না ! সাধু-সন্ন্যাসীরাও সাধনা করে থাকে। বাবার কাছে মুক্তি প্রার্থনা করে, কেননা ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে থাকতে চায়না। এখন বাবা বলছেন প্রথমে আত্মাকে জানো যে কীভাবে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসে। কীভাবে খাঁটি সোনার (আত্মার কথা বলা হয়েছে) মধ্যে খাদ পড়ে, কীভাবে ৮৪ জন্মের ভূমিকা আত্মা পালন করে থাকে। সবচেয়ে বেশি ভূমিকা তোমাদের যারা দেবী-দেবতা ছিলে তারাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করেছিল তারপর সেই রাজ্য কোথায় ? ওদের আত্মা তো নিশ্চয়ই জন্ম গ্রহণ করেছে তাইনা। ওরা এখন কোথায়? কেউ-ই জানে না। ক্রিস্চানরা জানে ক্রাইস্ট এই সময়ে ভিক্ষুর ভূমিকা পালন করছে। তোমরা তো যথার্থ রীতিতে জানো যে লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিল, ওদেরই পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করতে হবে। সব আত্মারাই ৮৪ জন্ম নেবে না। এই বিষয়ে জ্ঞানও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। যোগযুক্ত হওয়া ছাড়া কাঁটা থেকে ফুল হতে পারবে না। যোগের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে আর সতোপ্রধান ফুল হতে পারবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে আছে ততক্ষণ কিছু না কিছু কাঁটার অংশ থাকবে। ফুলে পরিণত হয়ে গেলে তোমরা এখানে থাকতে পারবে না। ফুলের বাগিচা সত্যযুগকেই বলা হয়। এখন তোমরা কাঁটার জঙ্গলে বা রাবণ রাজ্যে বাস করছ। চারদিকে শুধুই কাঁটা আর কাঁটা। যে অনেক কাঁটাকে ফুল পরিণত করতে পারে তাকেই প্রকৃত সুগন্ধি ফুল বলা হয়। একরকম ফুল হয় কিং অফ ক্লাওয়ার, সাদা রঙের হয়। টেবিলে রাখা হয়, সবাইকে মুগ্ধ করে। গন্ধও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন ফুল কেউ হয়না। কিং ফুল আছে যখন সুতরাং কুইনও প্রয়োজন। গোলাপ, জুই ইত্যাদি খুব সুন্দর-সুন্দর ফুল আছে। ফুলের প্রদর্শনীও হয়ে থাকে। ওখানে সব সুন্দর-সুন্দর ফুল নিয়ে আসে। যে সুন্দর-সুন্দর ফুল নিয়ে আসে তাকে পুরস্কৃত করা হয়। তোমরাও ফুলের বাগিচা তৈরি করছ তাইনা। শিবের ওপরে ফুল চড়ায়, তার মধ্যে রতন জ্যোতি, আকন্দ ইত্যাদি ফুলও থাকে। বাবা তোমাদের বুম্বিয়ে বলেছেন বাচ্চারা আমি এখানে তোমাদের ফুল করে তোলার পার্ট বাজিয়ে থাকি। আমি জানি কে গোলাপ ফুল, কে জুই ফুল, কে রতন জ্যোতি ফুল। আর কে আকন্দ ফুল। সবচেয়ে ছিঃ ছিঃ হচ্ছে আকন্দ ফুল। তাদের চাল-চলনই কাঁটার মতো হয়। কেউ-কেউ তো তীক্ষ্ণ কাঁটা যুক্ত হয়। ক্রোধও একরকম কাঁটা। অনেককেই দুঃখ দিয়ে থাকে। এখন তোমরা কাঁটার দুনিয়ার থেকে সরে দাঁড়িয়েছ। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো। কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। যেমন মালি ফুল থেকে কাঁটা বের করে ফুলকে আলাদা পাত্রে রাখে। বাবাও তেমনই তোমাদের আলাদা করে রেখেছেন। তোমরা সঙ্গম যুগে আছ। তোমাদের মেরামতি হতেই থাকে। তবুও মায়া এসে কাঁটা বানিয়ে দেয়। কিন্তু একবার যখন আমার হয়ে গেছ না.... সুতরাং এই মায়ার বিঘ্নও একদিন শেষ হয়ে যাবে। তারপর এই পাত্রে রাখা ফুল যারা আছে সবাই স্বর্গে চলে যাবে। কলিযুগের কাঁটা সব ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমরা খুব অল্প কিছু ফুল, যাদের সঙ্গম যুগের পাত্রে রাখা হয়েছে। বীজ রোপণ করা হয়েছে। মায়ার ঝড় তুফান এসে বিমর্ষ করে তোলে। তবুও অবিনাশী জ্ঞানের বীজ একবার রোপন করা হয়ে গেলে তা কখনোই বিনাশ হয়না।

বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারা তোমাদের নির্ভর্য হতে হবে। বাবা বলেন এটা লেখো যে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে এই মেলা, প্রদর্শনী আমরা এই সঙ্গম যুগে দেখাতে এসেছি। এটা তো লেখা উচিত যে এই লড়াই ৫ হাজার বছর পরে পরে লাগে পুরানো দুনিয়াকে নতুন করে নির্মাণ করতে বা নরকবাসীদের স্বর্গবাসী করে তুলতে। বাবা অনেক ডায়রেকশন দিয়ে থাকেন। যুক্তিও খুব সহজভাবে বুম্বিয়ে বলেন। বাবাকে স্মরণ করো আর স্বর্গের বাদশাহী গ্রহণ করো। মানুষ তো

জলের মধ্যে ডুব দিতে থাকে। সেটার জন্য তো সাগরে যেতে পারে তাইনা। নদী তো সাগর থেকেই নির্গত হয়েছে, নদীদের পিতা হল সাগর। ওখানে গিয়ে স্নান করো। কিন্তু সাগরের জল লবণাক্ত সেইজন্যই মিষ্টি নদীর জলে স্নান করে।

এখন তোমরা হলে জ্ঞানের সাগরের সন্তান, জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন হলেন বাবা। তোমরা ঔঁনার সন্তান, যে যত বেশি সার্ভিস করবে বোঝা যাবে যে - এই আত্মা খুব সুন্দর ফুল। প্রদর্শনীতেও প্রতি মুহূর্তে ভালো ফুলদের ডাকা হয়। মনে করে অমুকে আমার থেকেও হুঁশিয়ার। কিন্তু যে হুঁশিয়ার তার প্রতি রিগার্ডও থাকা উচিত। বাবা সবসময় বুঝিয়ে থাকেন - কখনোই ক্রোধ করবে না। ভালোবাসার সাথে বোঝাও। কেউ ক্রোধ করলে বাবা বোঝেন যে এর মধ্যে কড়া ভূত আছে। মা বাবার উপরেও ক্রোধ দেখাতে দেবী করে না সেইজন্য আরও দুর্গতিতে পড়ে। গরিবের বন্ধু কখনও গরিবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করবেন কি ! দীনবন্ধু বাবা এসেছেন গরিবদের বিত্তবান করে তুলতে। এখানে যে পদ্মপতি, দ্বিতীয় জন্মে সে চাকর হবে। গরিব যে যথার্থ রীতিতে পড়াশোনা করবে সে-ই পরবর্তী সময়ে রাজা রানী হবে। সেন্টারে এমনও অনেকেই আসে যারা ঈশ্বরীয় সেবায় কিছুই দেয়না। ওদের জানাই নেই যে সামান্য বীজ বপন করলেও আমাদের ভবিষ্যত কত উষ্ণ মানের হবে। সুদামার দৃষ্টান্ত আছে না ? ঈশ্বর-সেবায় দান করে। মনে করে পরবর্তী জন্মে ফল পাব। বাবা লিখে দেন বাচ্চারা একটা ইটের পরিবর্তেও তোমরা মহল প্রাপ্ত করবে। এখানে কড়ি দাও আর ওখানে হীরে তুল্য হয়ে যাও। সেইজন্যই এক মুঠো চালের গায়ন আছে। মানুষ গুরুদ্বারায় গিয়ে কিছু না কিছু অবশ্যই রেখে আসে। কিন্তু এখানে বাবা তো দাতা তাইনা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অত্যন্ত নির্ভীক হয়ে কাঁটা থেকে ফুল তৈরি করার সেবা করতে হবে। সবার মধ্যেই অবিনাশী বীজ রোপণ করতে হবে।

২) ক্রোধের কাঁটা খুব বড়, তাকে ত্যাগ করে অতীব মধুর হতে হবে। ভালোবাসার সাথে সার্ভিস করতে হবে। সার্ভিসেবলদের প্রতি রিগার্ড রাখতে হবে।

বরদানঃ:- সবার মধ্যে গুণ দেখা বা সন্তুষ্ট করার অতীব আগ্রহের দ্বারা সর্বদা একরস উৎসাহে থাকা গুণমূর্তি ভব সবসময় একরস উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকার জন্য যারাই সম্বন্ধে আসবে তাদের সন্তুষ্ট প্রদান করার জন্য উৎসাহ থাকতে হবে। যাকেই দেখো সর্বদা তার গুণগ্রাহী হও। সবার মধ্যে থাকা গুণের শক্তি প্রাপ্ত করলে সবসময়ের জন্য উৎসাহ থাকবে। উৎসাহ তখনই কমে আসে যখন অন্যদের ভিন্ন-ভিন্ন স্বরূপ, ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় দেখো এবং শোনো। কিন্তু গুণ দেখার অতীব আগ্রহ থাকলে একরস উৎসাহ থাকবে আর সবার মধ্যেই গুণ দেখলে স্বয়ং গুণমূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তির ফাউন্ডেশন মজবুত হলে সেকেন্ডে অশরীরী হওয়া সহজ হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্ম-অভিমानी হওয়ার প্র্যাক্টিস করো, যত আত্ম-অভিমानी হবে তত বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকবে"

*প্রশ্নঃ - দেহী-অভিমानी বাচ্চাদের মধ্যে কোন্ জ্ঞান সহজেই এসে যায় ?

*উত্তরঃ - নিজের থেকে বড়দের কীভাবে রিগার্ড রাখতে হয়, এই জ্ঞান দেহী-অভিমानी বাচ্চাদের মধ্যে এসে যায়। অভিমান তো একেবারে মৃত বানিয়ে দেয়। বাবাকে স্মরণই করতে পারবে না। যদি দেহী-অভিমानी হয়ে থাকো তাহলে অনেক খুশিতে থাকবে, ভালোভাবে ধারণা করতে পারবে। বিকর্মও বিনাশ হবে এবং বড়দের রিগার্ড রাখতে পারবে। যারা সৎ হৃদয়বান তারা বোঝে যে, আমরা কতক্ষণ দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করি।

*গীতঃ- হবেন না তিনি কখনোই আমার মন থেকে দূর, আছেন যে হৃদয়েরই গভীরে....

ওম্ শান্তি । এটা কে বলেছে ? আত্মা এটা বলেছে কারণ, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে তোমরা বাচ্চারা এখন আত্ম-অভিমानी হয়ে উঠছো। অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমानी হয়েছো, অর্ধেক কল্প তোমরা আবার আত্ম-অভিমानी হও। এখন তোমাদের আত্ম-অভিমानी হওয়ার প্র্যাক্টিস করতে হবে। বাবা ক্ষণে ক্ষণে বলেন, বাচ্চারা অশরীরী হও, আত্ম-অভিমानी হও। তোমরা বাচ্চারা সামনে বসে আছো আর অন্যরা দূরে বসে আছে। এটা জানো যে, আমাদের আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। কেবল বাবার শ্রীমং অনুসারেই চলতে হবে। এ'কে বলা হয় সর্বশ্রেষ্ঠ মত। বাবার প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। এখন বাবা বলছেন, দেহ সহ দেহের সমস্ত সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। আত্ম-অভিমानी হওয়ার খুব প্র্যাক্টিস করতে হবে। শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মা হলো অবিনাশী। বিনাশী শরীরকে স্মরণ করার কারণে আত্মাকে ভুলে বসে আছো। এটাও বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, আত্মা কী ? বলা হয় আত্মা ছোট নক্ষত্রের মতো। এই চোখ দ্বারা দেখা যায় না, দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যেতে পারে না। মানুষ আত্মাকে দেখার অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু দেখতে পায় না। কেউ দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখতে পেলেও বুঝতে পারে না যে এটা কী। বড় তো নয়। আত্মা অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মতো। ছোট বিন্দুর মতো। এ'সব কারও বুদ্ধিতে বসা খুব কঠিন কারণ অর্ধেক কল্প ধরে দেহ-অভিমানে রয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, আমরা আত্মারা ওখানের (শান্তিধাম) নিবাসী। এখানে তো শরীর ধারণ করতে হয়। এই শরীর পাঁচ তত্ত্বের দ্বারা তৈরি। যখন পিন্ড (শরীর) তৈরি হয় তখন ক্ষুদ্র আত্মা এর মধ্যে প্রবেশ করে। চেতনা আসে। আত্মাও হলো সত্য, চৈতন্য। সুতরাং পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন সত্য, চৈতন্য। তিনি হলেন পরম আত্মা, বড় কিছু নয়। যেমন এঁনার আত্মার মধ্যে জ্ঞান রয়েছে তেমনই তোমাদের আত্মাদের মধ্যেও জ্ঞান আছে। এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু বাচ্চারা ক্ষণে ক্ষণে এ'কথা ভুলে যায়। দেহ-অভিমানে এসে যায়। এখন তোমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও, গড-গডেজ হও। বাবা তো হলেন গড ফাদার। কিন্তু ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড-গডেজ বলা হয় কারণ বাবা এনাদের এত উচ্চ বানান। এই নলেজের দ্বারা দেখো কী তৈরি হয়ে যায় ! যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে পরীক্ষায় পাশ করে, তারা ভালো উপার্জনও করে। যেমন দুনিয়াতে কেউ খুব সুন্দরী হলে অনেক পুরস্কার পায়। তাদের বলা হয় - মিস ইন্ডিয়া, মিস আমেরিকা.... ওরা শরীরের প্রতি কত পরিশ্রম করে ! সত্যযুগে তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে, যা আকর্ষণ করে। সতোপ্রধান প্রকৃতির দ্বারা শরীর তৈরি হয় তাই না ! তারা এত আকর্ষণ করে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণের চিত্র সবাইকে খুব আকর্ষণ করে। ওই চিত্রগুলোও সঠিক নয়। ওখানে তাঁরা সতোপ্রধান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থাকে। বাবা এইসব বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার লোকেরা গায়ন করে, হে পতিত-পাবন.... কিন্তু কিছুই বোঝে না। তারা নির্বোধের মতো আহ্বান করে। হে ভগবান দয়া করো, করুণা করো। কিন্তু ভগবান কী, তারা কিছুই জানে না। বাবাকে জানলে সৃষ্টিকেও জানত, এইজন্য ঋষি-মুনি আদি সবাই 'এটাও না - ওটাও না' বলে গেছে। এটা তো সম্পূর্ণ ঠিক, রচয়িতা এবং রচনাকে (সৃষ্টি) কেউ জানে না। যদি জানে তাহলে তো বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এখন তোমরা জানো - লক্ষ্মী-নারায়ণকে বাবা-ই এরকম বানিয়েছিলেন। এখন তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছো, কিন্তু অর্ধেক কল্প ধরে দেহ-অভিমানে থাকার কারণে ততটা রিগার্ড রাখতে পারো না। আত্ম-অভিমानी হও না। দেহী-অভিমानी হলে দিনে দিনে তোমাদের রিগার্ড বৃদ্ধি পাবে। যখন সম্পূর্ণ দেহী-অভিমानी হয়ে যাবে তখন রিগার্ড রাখবে। তোমাদের অবস্থা শুধরে যাবে, খুশিও থাকবে। বাচ্চাদের মধ্যে ক্রম তো থাকেই। যেমন বাবা তোমাদেরকে যুক্তি বলে দিচ্ছেন যে কীভাবে নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করবে, সেইরকম তোমরাও অন্যদেরকে বলো। এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এবার ঘরে ফিরতে হবে। আমরা আত্মারা এখানে এসে শরীর ধারণ করে

অভিনয় করছি। এখানে আমরা কতগুলো জন্ম নিয়েছি ? সেটাও আমাদের বুদ্ধিতে আছে। দেহী অভিমানী হওয়াটাই পরিশ্রমের কাজ। প্রতি মুহূর্তে মায়া দেহের অভিমান নিয়ে আসে। এখন তোমাদেরকে মায়াকে পরাজিত করে দেহী অভিমানী হতে হবে। একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করো যে আমি আসলে এক আত্মা। বাবা বলেছেন, মামেকম্ (কেবল আমাকে) স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হয়ে যাবে। এই দেহের প্রতি কোনো মোহ রেখো না। আমরা আত্মারা হলাম অবিনাশী। আমাদের বুদ্ধি ভাইদের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। ভাইদের থেকে কি ভাই উত্তরাধিকার পায় ? কোনো আত্মাকে অথবা কোনো শরীরকে কখনোই স্মরণ করা উচিত নয়। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আমরা আত্মারা এখন নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছি, এরপর সত্য যুগে এসে রাজত্ব করব। ওখানে সবাই আত্ম অভিমানী হবে। এখানে মায়া রূপী রাবণ দেহ অভিমানী বানিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা আবার আত্ম অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করছ। নিজের কল্যাণ করতে থাকো। এখানে ছবির সামনে এসে বসো। মিলিটারি ফিল্ডে যেভাবে প্র্যাকটিস করানো হয়। এখন তোমাদেরকে আত্ম অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করা প্র্যাকটিস করতে হবে। বাবা বলছেন, তোমরা তো আমারই সন্তান, তাই না ? দেহের অভিমান এসে যাওয়ার জন্য তোমরা মায়ার হয়ে গেছিলে। পতিত পাবন, স্ত্রানের সাগর ইত্যাদি নাম ধরে তোমরা আত্মান করতে। বাকি সবাই এখন ভক্তির পথে আছে। ভক্তিমার্গের অনেক বিস্তার। বাবা এই মিথ্যার জগতে আসেন, তাও আবার এক সাধারণ শরীরের মধ্যে। এটাই ড্রামাতে আছে। পতিত শরীরের মধ্যেই বাবা আসেন। লক্ষ্মী নারায়নের শরীরে তো আসবেন না। ওরা তো রাজত্ব পেয়ে গেছে। তাই ওদের শরীরে আমি কিভাবে আসব ? এই সাধারণ রূপের কারণে আমাকে কেউ চিনতেই পারে না। যদিও ওরা আত্মান করে, কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে তিনি কোনো না কোনো শরীরের মধ্যে তো অবশ্যই আসবেন। আমার রূপ হলো নিরাকার, বিন্দুর মতো। তাহলে নিশ্চয়ই প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরেই আসব। প্রজাপিতা তো নিশ্চয়ই এখানেই থাকবে এবং পুরাতন শরীর হবে। ইনি হলেন ব্রহ্মা অর্থাৎ পুরাতন এবং এনার পাশেই বিষ্ণু অর্থাৎ নতুন দাঁড়িয়ে আছে। এই ত্রিমূর্তির ছবিতে অনেক স্ত্তান আছে। তোমরা বাচ্চারা আগে এই দেবতাদের আত্মান করতে। শ্রী নারায়ণের কত খাতির করতে। কত আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না ? আমি নিজেই নারায়ণকে কত ভালবাসতাম, শ্রী নারায়ণ এসেছেন, এনাকে খাওয়ানো দাওয়ানো... এখন আন্তরিক ভাবে বুঝতে পেরেছি আমি এখন ওইরকম হচ্ছি। যিনি তৈরি হয়ে গেছিলেন, তাকে অবশ্যই সবাই খাতির করবে। অর্থাৎ আমরা নিজেই নিজের খাতির করতাম। বাবাও বলতেন যে তিনি নিজেই নিজের খাতির করতেন। তোমরা বাচ্চারা তো দেখেছ। কত আশ্চর্যের ব্যাপার, তাই না ? এগুলো অন্য কেউ বোঝাতে পারবে না। তোমরাই বোঝাতে পারবে। এগুলো সব একেবারে নতুন স্ত্তান। বাবা বলছেন, আমি পুনরায় দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করছি। আদিকালে দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। মধ্যতে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল। এখন অন্তিম সময়। অন্তিমে বাবা স্বয়ং আসেন। তোমরা বাচ্চারা এখন আদি, মধ্য এবং অন্তিমকে জেনে গেছ। যে সামান্য আমি অবশিষ্ট আছে, সেই সময়ে কত কিছুই না হবে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। বলা হয়, মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। এখন পুনরায় হবে। এগুলো এখন কেউই জানে না। কেবল বাবা হলেন পতিত পাবন। তিনি এখন এসে গেছেন। তাহলে আর কত সময় বাকি আছে ? শ্রীকৃষ্ণ তো হতেই পারেন না। তিনি সত্য যুগে একটাই জন্ম নিয়েছিলেন। তারপর তার নাম এবং রূপ কৃষ্ণের মতো ছিল না, বদলে গেছিল। শরীরের গঠন বদলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরাই পূজনীয় ছিলে, এখন আবার পূজারী হয়েছো। কীভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছ, এটাও বাবা বুঝিয়েছেন এবং তিনি বলেন তোমরা অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমাণে থেকেছ, এখন দেহী-অভিমানী হও। তোমরা হলে আত্মা। আমি হলাম তোমাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা। আমি অশরীরী এবং বাচ্চাদের বসে নিজের পরিচয় দিই। এই যে গায়ন রয়েছে - অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপ-গোপীদের জিজ্ঞাসা করো, এটা অন্তিমের কথা যখন পরীক্ষার ফলাফল কাছাকাছি আসে। যে বাচ্চারা খুব সার্ভিস করে, তারা অবশ্যই সকলের প্রিয় হবে। প্রদর্শনী ইত্যাদিতেও প্রথমে তাকে মনে করে। লেখে যে, অমুককে পাঠাও। অর্থাৎ নিজেও বুঝতে পারে যে, এ আমার থেকে হুঁশিয়ার। কিন্তু অনেক দেহ-অভিমান রয়েছে। যদি আমাদের বড় ভাই অথবা বোন হয় তাহলে তাকে রিগার্ড দেওয়া উচিত। কখনো এরকম বলবে না - অমুক আমার থেকে ১০০ গুণ ভালো। কারোর রিগার্ড রাখারও স্ত্তান নেই। বাবা যা বোঝান সেই অনুসারে না চললে তাদের কী অবস্থা হবে ! দেহ-অভিমান মৃত বানিয়ে দেয়। বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। ভোরে উঠে শিববাবাকে স্মরণ করো। এটাও করে না। ভালো ভালো মহারথীরা যোগে খুব কম থাকে। স্ত্তান তো ছোট বাচ্চাও বোঝাতে পারবে। কিন্তু তোতাপাখির মতো হয়ে যায়। যোগে থাকলে ধারণাও হবে এবং তখন খুশি চড়ে যায়। যোগ ছাড়া বিকর্ম বিনাশ হতে পারে না। পবিত্র কাউকে স্মরণ করা হয়, সূতরাং ওঁনার প্রতি অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। ঋণে ঋণে বোঝানো হয় - মন্থনাত্তব । অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমানী থেকেছ, তাই দেহী-অভিমানী থাকা কঠিন মনে হয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কত বছর সময় লেগে যায় দেহী-অভিমানী অবস্থা তৈরি করতে। নিজেকে ক্ষুদ্র আত্মা মনে করে এবং বাবাকেও বিন্দু মনে করে স্মরণ করো, এতে পরিশ্রম রয়েছে। যারা সং হয় তারা অন্তরে অনুভব করে যে, আমরা কতক্ষণ স্মরণ করি। এই প্র্যাকটিস খুব কঠিন। ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা কি

আর কম কথা ! তোমরা জানো আমরা ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পাট নিহিত রয়েছে। আত্মাই মুখ্য পাটধারী হয়। আত্মাই সবকিছু হয়। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে আত্ম-অভিমান লুপ্ত হয়ে গেছে। এটাই সবথেকে মুখ্য প্র্যাকটিস করতে হবে। এই ভারতের প্রাচীন যোগও খুব বিখ্যাত। এই গীতাই রয়েছে। কেবল তাতে নিরাকারের নাম পরিবর্তন করে দেহধারী দেবতার নাম লিখে দিয়েছে। বাবা বলেন - যারা শুরু থেকে অন্তিম পর্যন্ত প্রচুর ভক্তি করেছে, তারা'ই আগে উপরে যাবে। তোমরাও অনেক ভক্তি করেছো। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের কত খুশিতে থাকা উচিত যে আমরা বাবাকে পেয়েছি ! বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, আমরা এই অধ্যয়নের দ্বারা বিশ্বের মালিক হই। সুতরাং অবশ্যই বাবার মত অনুসারে চলা উচিত। বাবা যে ডাইরেকশন দেন, যদি কিছু ভুলও হয়ে যায় তিনি ঠিক করে দেবেন। তিনি রায় দেন তাই দায়িত্বও রয়েছে। সবসময় শিববাবা স্মরণে আসবে এইজন্য এই বাবাও সর্বদা বলেন যে, তোমাদের শিববাবা শোনাচ্ছেন। আমিও শুনছি সুতরাং শিববাবা এই ডাইরেকশন দেন। আমরা তাঁর ডাইরেকশন অনুসারে চলি। তোমরাও তাঁকে স্মরণ করো। ইনিও তাঁকে স্মরণ করেন। দেহের অভিমান ত্যাগ করো। তোমরা কোনো জহরী দাদার কাছে আসোনি। তোমরা তো শিববাবার কাছে এসেছো। তিনিই জ্ঞানের সাগর তাই না ! তোমরা এসেছো শিববাবার থেকে জ্ঞান অমৃত পান করার জন্য। এখনও জ্ঞান অমৃত পান করছো। প্রতিদিন জ্ঞান সাগর বাবা শোনান। ওঁনাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা এমনটা বলেন না যে, ভক্তি ছেড়ে দাও। যখন জ্ঞানের আলো আসবে তখন নিজেই বুঝতে পারবে যে, এটা হলো ভক্তি এবং এটা হলো জ্ঞান। অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করেছো। কেউ তো ফিরে যায়নি। একমাত্র বাবা-ই নিয়ে যান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা যে রায় দেন শিববাবার শ্রীমং মনে করে তাতে চলতে হবে। জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে এবং অন্যদেরও পান করাতে হবে।

২) সবাইকে রিগার্ড দিয়ে সার্ভিসে তৎপর থাকো। দেহ-অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी থাকার প্র্যাকটিস করতে হবে।

বরদানঃ:- বালক এবং মালিক ভাবের ভারসাম্যের দ্বারা যুক্তিযুক্ত উপায়ে চলে সফলতামূর্তি ভব যতটা সম্ভব সার্ভিসের সম্বন্ধে বালক ভাব, নিজের পুরুষার্থের স্থিতিতে মালিক ভাব, সম্পর্ক এবং সেবা করার সময় বালক ভাব, স্মরণের যাত্রা এবং মন্থন করার সময় মালিক ভাব, সাথীদের সঙ্গে এবং সংগঠনে বালক ভাব এবং নিজের ক্ষেত্রে মালিক ভাব - এই ভারসাম্যের দ্বারা চলাই হলো যুক্তিযুক্ত উপায়ে চলা। এর দ্বারা সহজেই প্রতিটি কাজে সফলতা প্রাপ্ত হয়, স্থিতি একরকম থাকবে এবং সহজেই সবার প্রিয় হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যখন চিন্তাভাবনা আর কাজ সমান হবে, তখনই বলা হবে ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন শক্তিশালী আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সকালে উঠে শিববাবাকে গুডমর্নিং অবশ্যই করো, উঠেই যেন শিববাবা স্মরণে আসেন, কোনো দেহধারী নয়”

*প্রশ্নঃ - কোন্ কন্ড্রাক্ট এক বাবা ব্যতীত অন্য কেউ হাতে নেয় না ?

*উত্তরঃ - পবিত্র দুনিয়া বানানোর কন্ড্রাক্ট একমাত্র বাবার। এই কন্ড্রাক্ট অন্য কারোর দ্বারা পরিচালিত হয় না। সন্ন্যাসী পবিত্র হয়ে এই দুনিয়াকে যদিও পতনের দিকে এগিয়ে চলা থেকে থামিয়ে রাখে কিন্তু তারা পবিত্র দুনিয়া বানানোর কন্ড্রাক্ট নিজের হাতে নেয় না। বাবা বাচ্চাদেরকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। বাচ্চারা, ব্যবসা ইত্যাদি করাকালীন এক পিতাকে স্মরণ করো। এক বাবার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও।

*গীতঃ- কে এলো আজ সকাল বেলায়....

ওম্ শান্তি । রুহানী বাচ্চাদেরকে বসে বাবা বোঝাচ্ছেন। যদি শিব ভগবানুবাচ বলা হয় তবুও শিব নামের অনেক মানুষ থাকে তাই বলতে হয় রুহানী পিতা অর্থাৎ আত্মাদের পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে সর্ব প্রথমে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। সকালে সর্বপ্রথমে গুডমর্নিং করা হয়। তোমরাও গুডমর্নিং শুনলে। সকাল সকাল কে এসে গুডমর্নিং করে। একমাত্র বাবা আসেন সকালবেলায়। এটা হল অসীমের সকাল ও রাত, যা কোনো মানুষ জানে না। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জানে। যদিও নিজেকে সন্তান রূপে পিতাকে স্বীকার করেছে তবুও সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করে না। সকালে উঠে সর্ব প্রথমে শিববাবাকে গুডমর্নিং করলে অর্থাৎ স্মরণ করলে অনেক খুশীতে থাকবে, কিন্তু অনেক বাচ্চারা আছে যারা সকালে উঠে বাবাকে একেবারেই স্মরণ করে না। ভক্তিমার্গেও মানুষ সকালে উঠে ভক্তি করে, পূজা করে, মালা জপ করে, মন্ত্র জপ করে। তারা সাকার রূপের ভক্তি করে। মূর্তি সামনে এসে যায়। শিবের পূজারী যারা হয় তাদেরও বিশাল শিবলিপ্তের মূর্তি স্মরণে আসবে। সেটা হল ভুল। এখন তো বাচ্চারা তোমাদের নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে এবং সকালে উঠে বাবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাবা গুডমর্নিং ! কিন্তু বাবা জানেন - এই অভ্যাস এখনও কারো পাকা হয় নি। বাবা বলেন - বাচ্চারা তোমাদের মাথার উপরে অর্ধেক কল্পের বোঝা আছে, সেসব নামেও না। কারণ স্মরণই করে না। কারো তো আরও পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন ইঁদুর ফুঁ দিয়ে অবশ করে দেয় তারপরে কামড় দেয়। মায়াও ইঁদুরের মতন কামড় দেয়। মাথার চুল কেটে দেয়, জানতেও পারে না। কেউ যতই নিজেকে জ্ঞানী ভাবুক না কেন তবু বাবা ভালো ভাবেই জানেন যে স্মরণে খুবই কাঁচা। নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে আমরা সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করি ? অসীম জগতের বাবা তোমাদের সঙ্গে অসীমের সকাল বেলায় এসে মিলিত হয়েছেন। সন্ন্যাসীরাও উঠে ব্রহ্মকে স্মরণ করে থাকে । মানুষ উঠেই আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবদের স্মরণ করে। কোনো ভক্ত তার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করবে। পাপ আত্মারা, পাপ আত্মাদেরকে গুডমর্নিং করবে বা স্মরণ করবে। স্মরণ করতে হয় সকালে। ভক্তিও সকালেই করে, কিন্তু ভগবানের ভক্তি কেউ করে না। কারণ ভগবানকে কেউ জানে না। অথচ বলে যে, ভক্তির ফল দেন ভগবান। ও গড ফাদারও বলে। এই কথা আত্মা বলে কিন্তু পরমাত্মাকে কেউ যথার্থ ভাবে জানেনা। যখন ভগবান স্বয়ং এসে নিজের পরিচয় দেন তখন এই কথা জানবে। নাহলে সবাই নেতি-নেতি বলে আমরা জানেনা। অতএব পরমাত্মা এই সময়েই এসে বলেন - আমি কে ? কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যেও অনেকে আছে, বড় বড় মহারথী যারা সেন্টারের রক্ষণাবেক্ষণ করে তারাও বাবাকে সম্পূর্ণ রূপে জানেনা। সেই ভালবাসা সহকারে স্মরণ করে না। সকালে উঠে ভালোবেসে গুডমর্নিং করা, জ্ঞানের চিন্তনে থাকা, সেসবও করে না। স্মরণ করলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে, কিন্তু মায়া তা হতে দেয় না। যদি কখনও বাবার সঙ্গে অমর্যাদা সূচক ব্যবহার করো, তবে মায়া একদম বুদ্ধিযোগ ব্রেক করে দেবে। তখন ব্যর্থ কথায় বুদ্ধি যুক্ত হয়ে থাকবে। স্বর্গের মালিক হওয়া কোনো মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ নয়। প্রজা হওয়া তো খুব সহজ। তোমরা ভবিষ্যতে দেখবে - ৩০-৪০ বছরের পুরানো আত্মারাও ভেঙে পড়ছে। মায়া একেবারে উড়িয়ে দেবে। রাজস্ব পদের অধিকারী হতে পারবে না। প্রথমেই মারা গেলে রাজস্ব পদ পাবে কীভাবে। এই রহস্যটি বাবা খুলে বলেন না। মায়াও দেখে আমি অর্ধেক কল্প রাজস্ব করি, এরা আমাকে পরাজিত করবে। তখন শিববাবাকে একদম ভুলে যায়। কোথাও আবার ব্রহ্মা বাবার নাম-রূপে আটকে যায়। শিববাবাকে স্মরণ করে না। যাদের মধ্যে ক্রোধ, লোভ, মোহের ভূত থাকবে তারা কীভাবে বাবাকে স্মরণ করবে। নাম-রূপে অনেকে আটকে যায় সে কথা আর বলবার নয়। দেহ-অভিমাণে ঝুলে থাকে। শিববাবা বলেন ঘরে গৃহস্থ থেকে প্রিয়তমকে স্মরণ করতে থাকো, তবে কর্মাতীত অবস্থা হবে। মুখ্য কথা হল স্মরণের, এতেই পরিশ্রম আছে। স্মরণ ব্যতীত সতোপ্রধান হতে পারবে না, উঁচু পদও প্রাপ্ত হবে না। বুদ্ধি অন্য দিকে যুক্ত থাকবে।

অনেক বাচ্চারা অন্তর থেকে স্নেহ ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করে। বাবাকে গুডমর্নিং করে বলা উচিত - বাবা, আমরা তোমার স্মরণে থাকি কারণ মাথায় পাপের অনেক বোঝা আছে। যদি বাবার স্মরণে না থাকবে তাহলে পাপের বোঝা নামবে কীভাবে। অর্ধেক কল্প দেহ-অভিমান ছিল তাই নষ্ট হতে চায় না। দেবতারা সেখানে আস্তে অভিমানী থাকে। যদিও পরমাত্মাকে জানে না। দেবতারা জানে আমরা আস্তা, আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য দেহ গ্রহণ করি। রচয়িতাকে যদি জানবে তাহলে রচনা, বাবার সম্পত্তির কথাও জানবে। সেখানে এই নলেজ থাকে না। বাবা বলেন এই নলেজ আমি তোমাদের প্রদান করি। তারপরে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এই জ্ঞান পরম্পরা অনুযায়ী চলবে এমন জ্ঞান নয়। না আস্তাকে জানে, না পরমাত্মাকে। এখন তোমরা জানো সব আস্তাদের কীভাবে নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়ে আছে। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পার্টধারী হলে তোমরা। এই সময় তোমরা এই বিশ্ব মাঝে নিজের রাজস্ব কায়ম কর। হিরো এন্ড হিরোইনের পার্ট তোমাদেরই। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করার। বাবা জানেন প্রদর্শনীতে অনেকে খুব ভালো সার্ভিস করে, কিন্তু স্মরণে দুর্বল থাকে। বুদ্ধি নেই যে কীভাবে সকালে উঠে বাবাকে গুড মর্নিং করা উচিত। যদিও বিষয় গুলোতে চিন্তন করে। সে তো কমন কথা। টপিক্স তো রোজ নতুন বের করে বোঝানো যায়, কিন্তু মুখ্য কথা হল বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করা, তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে।

বাবা জানেন বাচ্চাদের এমন অবস্থা এখন হয়নি। বাবা নাম বলেন না। বাবা যদি নাম বলেন তাহলে পাই পয়সার যেটুকু অবস্থা আছে সেটিও কমে এক পাই হয়ে যাবে। এই জ্ঞানে বোধ শক্তি চাই। এমন নয় কেউ যদি বলে যে তোমাকে হলুদ দেখাচ্ছে, অসুখ করেছে, এই কথা শুনেই যেন স্বর না আসে। এমন কাঁচা হবে না। সাহস থাকা উচিত। সার্ভিসেবল বাচ্চারা কি আর ভেঙে পড়তে পারে। তারা তো নিশ্চিত থাকে। ব্যবসা ইত্যাদি করে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবাকে গুড মর্নিং করতে থাকা উচিত। খুব উঁচু এই লক্ষ্য। রাজ্য পদ পাওয়ার জন্য পরিশ্রমও করতে হবে। যারা কল্প পূর্বে পদ প্রাপ্ত করেছিল ভবিষ্যতে তারা জানতে পারবে। কেউ লুকিয়ে থাকবে না। স্কুলে টিচার স্টুডেন্টকে জানে এবং রেজিস্টারও রাখে। তাতেই জানা যায়। তাতে মুখ্য বিষয় থাকে ভাষার। এখানে মুখ্য বিষয় হল স্মরণের। নলেজ তো সহজ। বাচ্চারাও বোঝাতে পারে। ছোট বয়সে বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকে - ধারণা করার জন্য। বৃদ্ধারা এত বোঝাতে পারে না। এখানেও কুমারীদের বাবা বেশি সম্মান দেন। শুধু নাম-রূপে আটকে উল্টো পথে চলে বুদ্ধি হীন না হয়। এই সময় সব মানুষ ই হল বোধ হীন উল্টো পথে চলছে। তাওপরে সোজা পথে চালিত হয়ে আল্লাহ-র সন্তান হয়ে যাবে। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে সব মানুষ পরমাত্মার প্রতি বিমুখ হয়ে পড়েছে। সন্ন্যাসীরা নিজেরা নিজেদের পূজা করায়। নাহলে বলা উচিত যে তোমরা আমাদের কাছে ফুল ইত্যাদি অর্পণ কেন করো। সব সন্ন্যাসীদের গুরু বলে মেনে নেয়। তারা সন্ন্যাসী, ওরা গৃহস্থ তাহলে ফলোয়ার কীভাবে হয়। যখন সন্ন্যাসী হবে তখন ফলোয়ার্স বলা হবে। তাদেরকে কেউ বোঝাতেও পারবে না যে তোমরা নিজেদেরকে ফলোয়ার বলতে পারো না। বাবা কাউকে বলেন না তোমরা ফলোয়ার। যখন গ্যারান্টি করবে পবিত্র হওয়ার, তখন হয় কোনো কথা। যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন নিজেরা লিখে পাঠায় কিন্তু যখন পতিত হয়, কুকর্ম করে তখন তো লেখে না, কারণ লজ্জা বোধ হয়। এই হল খুব ভারী আঘাত, তখন বাবার সঙ্গে আর বুদ্ধি যোগ লাগে না। পতিতদের তো ঘৃণা করি। বাবা বলেন বিষ গ্রহণ করে যারা, তারা খুব খারাপ। পবিত্র হওয়া তো ভালো তাইনা ! আমি এসে পবিত্র করার কন্ট্রাক্ট নিয়ে থাকি - যে আমরা পবিত্র দুনিয়া বানিয়ে দেখাবো। কল্প-কল্প আমাদের অর্থাৎ কন্ট্রাক্টরকে ডাকে যে, হে পতিত-পাবন এসো। দ্বিতীয় কেউ এমন কন্ট্রাক্টর হয় না। এক মাত্র আমার কাছেই এই কন্ট্রাক্ট আছে, আমিই পবিত্র দুনিয়া বানাবো। কল্প-কল্প আমি এসে এই কন্ট্রাক্ট পূর্ণ করি। সন্ন্যাসীদের এই কন্ট্রাক্ট প্রাপ্ত আছে যে, নিজেরা পবিত্র থেকে ভারতকে পতিত হওয়ার পথে পরিচালিত হওয়া থেকে থামিয়ে রাখতে হবে কারণ সবচেয়ে বেশি পবিত্র ভারত ই ছিল, যাকে স্বর্গ বলা হয়েছে। সেখানে দেবতারা ছিল সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। তাদের মহিমা বর্ণনা করে। এই গায়ন অন্য কোনো দেশে হয় না। সেখানে চিত্র তো নেই। তারা স্বর্গের মালিক ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড-গডেজ বলা হয়। খুব ভালোবেসে পুরানো চিত্র গুলি কিনে রাখে। লর্ড কৃষ্ণের চিত্রও চায়। সবচেয়ে বেশি লর্ড কৃষ্ণকে পছন্দ করে।

বাচ্চারা, তোমাদের এই চিন্তা রাখতে হবে যে আমাদের সতাপ্রধান হতে হবে। মায়া অনেক হয়রান করে। একদম নাম রূপে আটকা পড়ে যায়। শিববাবাকে স্মরণ করে না। বাবা বার-বার বোঝান সর্বদা এই কথা বোঝো যে উনি শিববাবা, তিনি আমাদের বোঝাচ্ছেন। এই ব্রহ্মাবাবা কিছু বলেন না। তবুও শিববাবাকে ভুলে নাম-রূপকে স্মরণ করে। তাহলে তারা কি পদ পাবে ! প্রথমে তো শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। শিববাবা বলেন ভূত গুলোকে তাড়িয়ে দাও। দেহ-অভিমান ভাগাও। আমরা আস্তা এবং খুব মিষ্টি হতে হবে। বাবা বলেন - দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ গুলি ভুলে যাও। আমাদের স্মরণ করো। হাতে থাকুক কর্ম, মন স্মরণে.... আমি তোমাদের প্রিয়তম, অনেক পুরানো। এমন করে কেউ বোঝাতে আসবে না। বাবা স্বয়ং এসে তোমাদেরকে আত্মিক প্রিয়তমা বানিয়ে দেন। এখন তোমাদের আস্তা জানে যে আমাদের প্রিয়তম

হলেন শিববাবা। তাঁর কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। এমন শিববাবাকে সকালে উঠে গুড মর্নিং করো, স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই পাপ বিনষ্ট হতে থাকবে। দেহ-অভিমান দূর হবে। এমন প্র্যাক্টিস করতে করতে সেই অবস্থায় স্থির হয়ে যাবে। স্মরণে বসে থাকবে, গ্রাহক এলে সেই দিকে খেয়াল থাকবে না। তখন তাদেরকেও বলতে হবে আমরা স্মরণে বসে ছিলাম। খুব আনন্দের, মজার ব্যাপার। গ্রাহকের সঙ্গে কেনা বেচা করে আবার বাবার স্মরণে থাকা। তোমাদেরকে কর্মজীত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা অনেক প্রকারের যুক্তি বলে দেন। বাবা ব্রহ্মার জন্য বলেন - এনার মাথায় অনেক দায়িত্ব (মামলা)। তোমরা তো অনেক সময় পাও - স্মরণ করার। বাবা দৃষ্টান্ত দেন - শিববাবাকে স্মরণ করে ভোজন করতে বসি যে আমরা দুইজনে খাবার খাচ্ছি তবুও ভুলে যাই। সবচেয়ে বেশি ঝগড়াট ব্রহ্মা বাবার উপরেই আছে। তোমাদের বাবার সঙ্গে অনেক ভালোবাসা থাকা উচিত। রাত্রি ১২ টার পরে এ. এম শুরু হয়। রাত্রিতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো - তারপরে শীঘ্র উঠে স্মরণ করো। উঠেই বলো - "বাবা গুড মর্নিং"। অন্য কোনো দিকে যেন বুদ্ধি না যায় বাবা তো প্রত্যেকটি বাচ্চাকে জানেন। তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য বিশাল উপার্জন আছে। কল্প-কল্পান্তর এই জমা রাশি কাজে আসবে। কোনো ভূত আসা উচিত নয়। ক্রোধও কম নয়, মোহও খুব খারাপ। যতখানি সম্ভব বাবার স্মরণে বসে পবিত্র হতে হবে। যেমন বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, বাচ্চাদেরকেও হতে হবে কিন্তু সাগর তো এক টাই আছে তাই না। বাকি সব গুলোকে নদী বলা হবে। ক্রোধ হল সেকেন্ড নম্বরের শত্রু। খুব ক্ষতি করে দেয়। একে অপরের মন কলুষিত করে। লোভী মানুষও একে অপরের মনে দুঃখ দেয়। মোহের ভূত তো সর্বনাশ করে দেয়। মোহের কারণে শিববাবার স্মরণ ভুলে নিজের সন্তানদের স্মরণ করতে থাকবে। নষ্ট মোহ রা অচল অবস্থায় থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) ভালো সার্ভিস করার সাথে মন প্রাণ দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সকালে উঠেই ভালোবেসে বলতে হবে - "বাবা গুড মর্নিং"। কর্ম করাকালীন স্মরণের প্র্যাক্টিস করতে হবে।

২) কোনো দেহধারীর নাম-রূপে আটকে পড়বে না। জ্ঞানের চিন্তনে থাকতে হবে। ব্যর্থ কথা বলবে না।

বরদানঃ:- চূড়ান্ত হতাশ ভিখারি, তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে সর্ব খাজানায় সম্পন্ন ভব উত্তাল ঢেউয়ে ডুবন্ত আত্মা যেমন একটি ছোট্ট খরকুটো খোঁজে, ঠিক তেমনই দুঃখের একখানি ঢেউ আসতে দাও তখন দেখবে অনেক সুখ-শান্তির ভিখারি আত্মারা কষ্ট ভোগ করতে করতে তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। এমন তৃষ্ণার্ত আত্মাদের তৃষ্ণা মেটাতে নিজেকে অতীন্দ্রিয় সুখ বা শক্তির দ্বারা, সর্ব খাজানায় ভরপুর করো। সর্ব খাজানা এতখানি জমা থাকা উচিত যাতে নিজের স্থিতিও যেন স্থির থাকে আর অন্য আত্মাদেরও যেন সম্পন্ন করতে পারো।

স্নোগানঃ:- কল্যাণের ভাবনাসহ শিক্ষা প্রদান করলে তা হৃদয়ে বসে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ-অভিমান তোমাদেরকে দুঃখী বানিয়ে দেয় এইজন্য দেহী-অভিমानी হও, দেহী-অভিমानी হয়ে থাকলেই পাপের বোঝা সমাপ্ত হবে”

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে ধনীর পদ কিসের আধারে প্রাপ্ত হয় ?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের ধারণার অাধারে ধনী (সাহকার) হয়। যে যত বেশী জ্ঞান ধন ধারণ করে আর দান করে, সে তত বেশী ধনবানের পদ প্রাপ্ত করবে, চির সম্পত্তিবান হবে। এই পড়া পড়তেও হবে আর পড়াতেও হবে। এছাড়া বিশ্ব মহারাজন হওয়ার জন্য অত্যন্ত রাজকীয় সেবা করতে হবে। সমস্ত প্রকারের দুর্বলতাগুলি পরিত্যাগ করতে হবে। সম্পূর্ণ দেহী-অভিমानी হতে হবে। অত্যন্ত ধৈর্য আর গম্ভীরতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

*গীতঃ- ধৈর্য ধরো হে মানব...

ওম্ শান্তি । এটা কে বলেছেন? বাবা বাচ্চাদেরকে বলেছেন, ধৈর্য ধরো। সমগ্র দুনিয়াকে বলেননি। যদিও সবাই হল তাঁর সন্তান কিন্তু সবাই তো এখানে বসে নেই। বাচ্চারা জানে যে বরাবর এই দুঃখ ধাম পরিবর্তন হতে চলেছে। সুখধামের জন্য আমরা পড়াশোনা করছি বা শ্রীমং অনুসারে চলছি। বাচ্চাদেরকে ধৈর্যও দিচ্ছেন। বাস্তবে সমগ্র দুনিয়ারই গুপ্ত ভাবে ধৈর্য প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো যে আমরা এখন সম্মুখে শুনছি। সবাই তো সম্মুখে বসে শুনতে পাচ্ছে না। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, অসীম জগতের দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। দুঃখ হরণ করে সুখের রাস্তা বলে দেন। তোমরা যখন সুখ ভোগ করবে, তখন দুঃখের নাম থাকবে না। সুখের দুনিয়াকে সত্যযুগ আর দুঃখের দুনিয়াকে কলিযুগ বলা যায়। এটাও বাচ্চারা জানে। সত্যযুগে সম্পূর্ণ সুখ আছে, সেটাও শোল কলা সম্পূর্ণ। যেরকম চাঁদেরও শোলোকলা সম্পন্ন হয়, পুনরায় কলা কম হতে হতে অমাবস্যাতে কত ছোট এক ফালি চাঁদ হয়ে থেকে যায়। প্রায় অন্ধকার হয়ে যায়। ১৬ কলা সম্পূর্ণ, তো সম্পূর্ণ সুখও হবে। কলিযুগে হলো শোল কলা অপূর্ণ, তাই পুনরায় দুঃখও হয়ে থাকে। এই সমগ্র দুনিয়াতে মায়ার গ্রহণ লেগে যায় এই জন্য এখন বাবা বলছেন যে তোমাদের মধ্যে যে দেহ-অভিমান আছে, সর্ব প্রথমে তাকে পরিত্যাগ করো। এই দেহ অভিমান তোমাদেরকে অনেক দুঃখ দেয়। আত্ম-অভিমानी হয়ে থাকো তাহলে বাবাকেও স্মরণ করতে পারবে। দেহ-অভিমানে থাকার কারণে বাবাকে স্মরণও করতে পারবে না। এ হল অর্ধেক কল্পের দেহ-অভিমান। এই অস্তিম জন্মে দেহী-অভিমानी হয়ে থাকলে এক তো পাপের বোঝা সমাপ্ত হবে আর দ্বিতীয় হল শোলো কলা সম্পূর্ণ সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। অনেকে দেহ অভিমানের কথাকেও বুঝতে পারে না। মানুষকে দুঃখী করে এই দেহ-অভিমান। তারপরে হলো অন্যান্য বিকার। দেহী-অভিমानी হলে এইসব বিকার নষ্ট হয়ে যাবে। না হলে ত্যাগ করা মুশকিল হয়ে যাবে। দেহ-অভিমানের অভ্যাস পাকা হয়ে যায় তাহলে নিজেকে দেহী-অভিমानी (আত্মা) মনেই করতে পারে না। এর জন্য সকল বিকারের দান দিতে হয়। সর্বপ্রথমে দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করতে হবে। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সব পিছনে পিছনে আসতে থাকে। তোমাদের বাবা হলেন তিনি। দেহ-অভিমানের কারণে লৌকিক বাবাকেই বাবা মনে করে আসছে। এখন মুখ্য কথা হল যে আমরা পবিত্র কিভাবে হব। পতিত দুনিয়াতে সবাই হল পতিত ; পবিত্র কেউই হতে পারে না। এক বাবাই আছেন যিনি সবাইকে পবিত্র বানিয়ে খুশি-খুশিতে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

এখন বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে তো যোগের চিন্তন লেগে আছে। তোমাদেরকে জীবিত থেকেও মৃতবৎ জীবন যাপন করতে হবে। দেহ অভিমান ভেঙে ফেলা মানে মরে যাওয়া। আমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাব। এই পবিত্র হওয়ার যুক্তি বাবা-ই এসে বুঝিয়েছিলেন। এখন পুনরায় বোঝাচ্ছেন। কল্প-কল্প পুনরায় বোঝাবেন। দুনিয়াতে আর কেউই এই কথা বোঝাতে পারে না। মূল কথা হলো শিবকে স্মরণ করার। সেটাও যখন এখানে এসে ব্রহ্মাকুমারীদের দ্বারা শুনবে, কেননা দাদা ঠাকুরের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। তাই বাবাও অবশ্যই চাই, যার দ্বারা প্রাপ্ত হবে। সাকার দ্বারা নির্দেশ তো নিতেই হয়। অনেক বাচ্চা আছে যারা মনে করে যে আমরা শিব বাবার সাথে যোগ লাগাবো, ব্রহ্মা বাবাকে ছেড়ে দেবো। কিন্তু শিববাবার থেকে শুনবে কিভাবে? বলে যে, ব্রহ্মা বাবার সাথে আমাদের কোনও কানেকশন নেই। আচ্ছা তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে শিব বাবাকে স্মরণ করো। ঘরে গিয়ে বসে থাকো। কিন্তু এই যে জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে সৃষ্টির চক্রের, সেটা কি করে শুনবে? এটা না বুঝে কেবল স্মরণ কিভাবে করতে পারো? জ্ঞান তো এঁনার দ্বারাই নিতে হবে তাইনা। পুনরায় এই জ্ঞান তো আর কোথাও তো প্রাপ্ত হবে না। প্রতিদিনই নতুন নতুন কথা বাবার

দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা বাবা আর ব্রহ্মাকুমারীদের ছাড়া কিভাবে বুঝতে পারবে। এই সব শিখতে হবে। বাবা বলেন, যারা ঘরে বসে কর্মজীবিত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করে, তারা হতে পারে মুক্তিতে যাবে। জীবনমুক্তিতে যেতে পারবেন। জ্ঞান ধন ধারণ করে আবার পুনরায় দান করলে তবেই ধনবান হতে পারবে। না হলে তো চির সম্পত্তিবান কিভাবে হবে। মুরলীরও আধার অবশ্যই নিতে হয়। পড়াশোনা তো করতেই হবে। এমন অনেকেই আসবে যারা শুধু মুক্তির লক্ষ্যে আসবে। তোমরা সবাই মানুষ মাত্রদের বোঝাও যে, তোমরা কেবল বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই সত্যপ্রধান পবিত্র হয়ে যাবে। পুনরায় যখন জ্ঞান ধন নেবে তখন সত্যযুগে ধনবান হবে। না হলে তো মুক্তিতে গিয়ে পুনরায় ভক্তি মার্গের সময় এসে ভক্তি করবে। কারোরই কল্যাণ করতে পারবে না, কেননা মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য জ্ঞান অবশ্যই চাই। জ্ঞান শুনে পুনরায় শোনাতেও হবে। প্রদর্শনীতে তো কতইনা বুদ্ধি খাটাতে থাকে। তবুও কারোর বুদ্ধিতে বসেনা। আত্মা হল কত ছোট বিন্দু। প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের পার্ট প্রাপ্ত হয়েছে। এটা তোমরা এখন জেনে গেছ। সকল মানুষ মাত্রই হলো পাটধারী। এটাই হলো পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতেই হবে। গাওয়া হয় যে রাম গেল... রাবণ গেল... যে কেউ যায় কিন্তু বাচ্চাদের দুঃখ হতে পারে না। তোমরা জানো যে এটা হল পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, সকলের বিনাশ তো হতেই হবে। রাজা-রানী, সাধু-সন্ত সবাই মরবে পুনরায় কে বসে তাঁদের উপর মাটি দেবে। এটাতো কারোর সুনাম অর্জনের জন্য করে থাকে, এতে কোনো লাভ-ই নেই। না সেই আত্মার সুখ প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো ভক্তি মার্গে যা কিছু করে, সেসব তো না বুঝে করে। এখন তোমাদেরকে বাবা কতইনা সেন্সিবেল (বুঝদার) বানাচ্ছেন। প্রতি মুহূর্তে এই চিত্রকে এসে দেখতে হবে। বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে কী বানাচ্ছেন কিন্তু কারোর ভাগ্যে না থাকলে তো ধারণ করতে পারবে না। বাবা অনেক কিছু বোঝাচ্ছেন, যেগুলিকে ধারণ করতে হবে। বাবার বাচ্চা হয়েও সেবা করতে পারে না। বাবা তো হলেনই কল্যাণকারী। কয়েকজন বাচ্চা তো অনেকের আরোই অকল্যাণ করতে থাকে। এখানকার জন্য কারো মনে যদি কিছু ভাবনা উৎপন্ন হয়, বাচ্চার ডিস-সার্ভিস করে তার ভাবনাও উড়িয়ে দেয়। এরকম-এরকম বিকর্মও করতে থাকে। ভুতের প্রবেশ তো হয়ে যায় তাই না, এইজন্য গায়ন আছে সঙ্গুর নিন্দক কোনও পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে বাপ-দাদা দুজনেই এসে যায়। নিরাকারকে তো কেউ কিছু করতে পারে না। তাকে কি বলবে! এখানে তো ভক্তি মার্গে বলে দেয় ভগবানই দুঃখ দেয়... সেটাও অজ্ঞানের কারণে এইরকম মনে করতো। এখন তো বাচ্চার জেনে গেছে যে অজ্ঞানের বশে বাবাকে কতই না তিরস্কার করে এসেছি। এরকম কেউ নেই যে তমোপ্রধানকে সত্যপ্রধান বানাবে। আরোই উল্টো-পাল্টা মত দিতে থাকে যে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী। সাধারণ মানুষ কতইনা মূর্খিত হয়ে যায়। তখন বলে যে ব্রহ্মার শরীরে পরমাত্মা কিভাবে আসতে পারেন! তাহলে কার শরীরে আসবে? কৃষ্ণের শরীরে আসবে? তাহলে তো ব্রহ্মাকুমার-কুমারী কিভাবে তৈরি হবে? তারা তো দৈবী কুমার-কুমারী হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই হবে। ব্রাহ্মণদের ছাড়া তো বাবা কিছুই করতে পারেন না এইজন্য এঁনার চিত্র তো অবশ্যই দিতে হয়। এই ব্রহ্মাও হলেন ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো ভারতেই চাই। দিন-প্রতিদিন ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার তো ঘরে বসেই অনেকেরই হতে থাকে। বুদ্ধি হতে থাকবে। যার পার্ট থাকবে পালিয়ে যাওয়ার, তারা পালিয়ে যাবে। অনেক লোক মনে করে যে ভগবান কোনো না কোনো রূপে অবশ্যই আসবেন। সাক্ষাৎকারও পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া কেউ করতে পারে না। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারাই স্থাপন করে থাকেন। জ্ঞান দিয়ে থাকেন আর ব্রাহ্মণ ধর্মও রচনা করেন। ব্রাহ্মণদের ধর্ম অবশ্যই চাই। সেই ধর্ম হল উচ্চ থেকেও উচ্চতর। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো অনেক উঁচুতে থাকেন তাই না। তাঁকে বলা হয় নেত্রট গড় (পরবর্তী ভগবান)। সূক্ষ্মবতনে দ্বিতীয় কেউ থাকে না। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা হয়, ব্যাস। ব্রহ্মা পুনরায় দেবতা হয়ে যান। ৮৪ জন্মের পর পুনরায় ব্রহ্মা হয়ে যান। ব্রহ্মা সরস্বতী, তাঁরই পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরি হন। জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী পুনরায় রাজ-রাজেশ্বরী হন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কিভাবে হন - এটাই হল বড় ফার্স্ট ক্লাস পয়েন্ট। এর উপর ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। এই জ্ঞান এক বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। প্রদর্শনীতে ভালো করে বোঝাও যে তোমরা ব্রহ্মার প্রতি মূর্খিত কেন হও? এত সকল ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা আছেন - প্রথমে যদি কেউ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই বিষ্ণুপুরীর মালিক দেবতা হবে। ব্রহ্মার দিন ব্রহ্মার রাত প্রখ্যাত আছে তাই না। এখন হল রাত। এইরকম-এইরকম ভাবে চিত্রের সামনে বসে অভ্যাস করো। যার সেবা করার ইচ্ছা হবে তার মনে সেবা ছাড়া অন্য কোনো বিচার আসবেই না। সেবার জন্য একদম ছুটে থাকবে। বুদ্ধিতে জ্ঞান টপ-টপ করে পড়তে থাকবে, ভালো ভাবে ঝুলি ভরপুর থাকলে তবেই তো উছলে পরবে। সেবার জন্য একদম ছুটে থাকবে। জ্ঞান আছে অথচ বোঝাবে না, এটা তো হতেই পারে না। তাহলে জ্ঞান কিসের জন্য নিয়েছে? নিতে হবে আবার দানও করতে হবে। দান করে না, নিজের সমান বানাতে পারে না, তাহলে সেই ব্রাহ্মণকে কি বলা হবে? থার্ড গ্রেড ব্রাহ্মণ। ফার্স্ট গ্রেড ব্রাহ্মণের ধান্দাই হলো এটা। বাবা প্রতিদিন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। সার্ভিস আর ডিস-সার্ভিস, এটা বাচ্চাদের দ্বারাই হয়ে থাকে। যদি সার্ভিস না করতে পারে তাহলে অবশ্যই ডিস-সার্ভিস করবে। ভালো-ভালো বাচ্চারা কোথাও গেলে তো অবশ্যই সেবাই করবে। যখন জ্ঞান কমপ্লিট হয়ে যাবে তো কোনো অনন্য বাচ্চার দ্বারা ভুল হবেনা তবেই মালার দানা হতে পারবে। মুখ্য হলো ৮ দানা। পরীক্ষাও অনেক বড় এবং

কঠিন হয় তাই না। বড় পরীক্ষাতে প্রায়শই অল্প জন পাশ করে কেননা গভর্মেন্টকেও পুনরায় চাকরি দিতে হয়। বাবাকেও বিশ্বের মালিক বানাতে হয়, এই জন্য অল্প কয়েকজনই পাস হয়। প্রজা তো লক্ষ্য হয়ে যায় এইজন্য বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে মহারাজা হবে নাকি প্রজাতে ধনবান হবে? নাকি গরিব হবে? বলা কি হবে? মহারাজাদের কাছে দাস-দাসীরা তো অনেক হয়, যাদেরকে আবার যৌতুকেও অনেক কিছু দেওয়া হয়। পুরুষার্থ করে ভালো পদ পেতে হবে। এইরকম হুশিয়ার হতে হবে যে সবাই তাকে সেবার জন্য আহ্বান করবে। হাতে গোনা কয়েকজনকে আহ্বান করে। এটা তো জানো তাই না। বাকি যাদের মধ্যে লক্ষণ ঠিক নেই তাদেরকে তো কেউ কখনো আহ্বানই করে না। কিন্তু নিজে খোড়াই জানে যে আমি হলাম থার্ড ক্লাস। কেউ তো খুব ভাল সেবাদারী, যেখানে সেখানে সেবার জন্য ছুটে থাকে। চাকরির জন্য চিন্তা না করে সেবার জন্য ছুটে থাকে। কেউ কেউ তো আবার চাকরি না থাকা সত্ত্বেও সেবা করে না, শখ নেই। ভাগ্যে নেই অথবা গ্রহচারী বসে আছে। সেবা তো অনেক আছে। পরিশ্রমও হয়। ক্লান্তও হয়ে যায়। বোঝাতে-বোঝাতে গলা ধরে যায়। এরকম তো থার্ডক্লাস আত্মাদেরও গলা ধরে যায়। এর মানে এটা নয় যে তারা খুব ভালো সেবা করেছে। বাবা জানেন যে ভালো রাজকীয় সার্ভিস কারা কারা করতে পারে। কিন্তু অনেকের মধ্যে দুর্বলতাও অনেক থাকে। নাম-রূপে ফেসে যায়। পুনরায় শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে শোধরানো হয়। নাম-রূপে কখনো ফেসে যেও না। দেহী-অভিমাত্রী হতে হবে। আত্মা হলো ছোট বিন্দু। বাবাও হলেন বিন্দু। নিজেকে ছোট বিন্দু মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে অনেক পরিশ্রম আছে। স্থূল রূপে তো বলে দেয় যে, শিব বাবা আমি আপনাকে অনেক স্মরণ করি কিন্তু এক্যুরেট বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা চাই। অত্যন্ত ধৈর্য এবং গম্ভীরতার সাথে স্মরণ করতে হবে। এইরকম ভাবে খুব কমই কেউ স্মরণ করে থাকে। এতে অনেক পরিশ্রম আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের বুদ্ধি রূপী ঝুলি জ্ঞান রত্ন দিয়ে ভরপুর করে দান করতে হবে। এই কাজে ব্যস্ত থেকে প্রথম শ্রেণীর (ফার্স্ট ক্লাস) ব্রাহ্মণ হতে হবে।

২) তোমরা হলে কল্যাণকারী বাবার সন্তান এইজন্য সকলের কল্যাণ করতে হবে। কারো ভাবনাতে আঘাত করা, ভুল মতামত পেশ করা, এইরূপ অকল্যাণের কর্তব্য কখনও করো না।

বরদান:- আত্মিক উন্নতির সাধনের দ্বারা সকল পরিস্থিতির উপর বিজয় লাভ করে অকালমূর্তি ভব যেরকম শরীর নির্বাহ করার জন্য অনেক সাধন কাজে লাগাও এইরকম আত্মিক উন্নতির জন্যও সাধন ব্যবহার করো, এর জন্য সর্বদা অকালমূর্তি স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো। যে নিজেকে অকালমূর্তি (আত্মা) মনে করে চলে সে অকালে মৃত্যুর থেকে, অকাল থেকে, সকল সমস্যার থেকে বেঁচে যায়। মানসিক দুশ্চিন্তা, মানসিক পরিস্থিতিগুলিকে দূর করার জন্য কেবল নিজের পুরানো শরীরের ভাবকে ভুলে যাও।

স্লোগান:- কেউ যদি কোনও কথায় বার বার ফিল করে, তাহলে সে ফাইনালে ফেল হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সদা প্রসন্ন কীভাবে থাকবে ?"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। কী দেখলেন? প্রতিটি বাচ্চা নিজে সব সময় কতখানি প্রসন্ন থাকে, তার সাথে সাথে অন্যদেরকেও নিজের দ্বারা কতখানি প্রসন্ন করে থাকে। কেননা পরমাত্মা সর্ব প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ স্বরূপ রূপে প্রসন্নতাই চেহারাতে ফুটে ওঠে। 'প্রসন্নতা' হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষ আধার। স্বল্পকালীন প্রসন্নতা আর সদাকালের সম্পন্নতার প্রসন্নতা - এর মধ্যে রাত দিনের প্রভেদ রয়েছে। স্বল্পকালীন প্রসন্নতা, অল্প কালের প্রাপ্তি যাদের হয়, তাদের চেহারা অল্প সময়ের জন্য দেখতে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু রুহানী প্রসন্নতা নিজেকে তো প্রসন্ন করেই উপরন্তু রুহানী প্রসন্নতার ভাইব্রেশন অন্য আত্মাদের কাছে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অন্য আত্মারাও শান্তি আর শক্তির অনুভূতি করে থাকে। যেমন ফলদায়ক বৃক্ষ নিজের শীতলতার ছায়াতে অল্প সময়ের জন্য মানবকে শীতলতার অনুভব করিয়ে থাকে আর মানুষ প্রসন্নও হয়ে যায়। এইরকম পরমাত্ম-প্রাপ্তি গুলির ফল সম্পন্ন রুহানী প্রসন্নতার অধিকারী আত্মা অন্যদেরকেও নিজের প্রাপ্তি গুলির ছায়াতে তন-মনের শান্তি আর শক্তির অনুভূতি করিয়ে থাকে। প্রসন্নতার ভাইব্রেশন সূর্যের কিরণের মতো বায়ুমন্ডলকে, ব্যক্তিকে অন্য সমস্ত কথা বা বিষয়কে ভুলিয়ে দিয়ে সত্যিকারের রুহানী শান্তির, খুশীর অনুভূতিতে বদলে দেয়। বর্তমান সময়ের অগুণী আত্মারা নিজেদের জীবনে অনেক অর্থ খরচ করে প্রসন্নতায় থাকতে চায়। তোমরা কী খরচ করেছো? বিনা কানাকড়ি খরচ করেই সদা প্রসন্ন থাকো তোমরা তাই না? নাকি অন্যদের সহায়তার কারণে প্রসন্ন থাকো? বাপদাদা বাচ্চাদের চার্ট চেক করছিলেন। কী দেখলেন? এক হল সদা প্রসন্ন যারা থাকে আর দ্বিতীয় হল প্রসন্ন থাকে যারা। 'সদা' শব্দটি নেই। প্রসন্নতাও তিন প্রকারের দেখলেন - (১) স্বয়ং প্রসন্ন, (২) অন্যদের দ্বারা প্রসন্ন, (৩) সেবার দ্বারা প্রসন্ন। এই তিনটিতেই যদি প্রসন্ন থাকে তবে তো বাপদাদাকে স্বভাবতই প্রসন্ন করেছে আর যে আত্মাদের উপরে বাবা প্রসন্ন থাকেন, সেই আত্মা তো সদা সফলতা মূর্তি হলই হল।

বাপদাদা দেখলেন অনেক বাচ্চারা নিজের প্রতিও অপ্রসন্ন থাকে। ছোট ছোট বিষয়ের কারণে অপ্রসন্ন থাকে। সর্বপ্রথম পার্ট 'আমি কে' একে জেনেও ভুলে যায়। বাবা যেমন বানিয়ে দিয়েছেন, বাবা যা কিছু দিয়েছেন - তাকে ভুলে যায়। বাবা প্রত্যেক বাচ্চাকে ফুল বর্ষার অধিকারী বানিয়েছেন। কাউকে সম্পূর্ণ, কাউকে আধা বর্ষা দেননি। কেউ আধা বা চারভাগ এই রকম পেয়েছো কী? আধা পেয়েছো নাকি আধা নিয়েছো? বাবা তো সকলকে মাস্টার সর্বশক্তিমানের বরদান বা বর্ষা দিয়েছেন। এমন নয় যে কোনো কোনো শক্তি বাচ্চাদেরকে দিয়েছেন কোনো কোনোটা দেননি। নিজের জন্য রাখেননি। সর্বগুণ সম্পন্ন বানিয়েছেন। কিন্তু বাবার থেকে যা কিছু প্রাপ্তি হয়েছে সেগুলিকে বাচ্চারা নিজের মধ্যে আত্মীকরণ করতে পারে না। স্থূল ধন বা সুযোগ সুবিধার উপকরণ রয়েছে অথচ সেই ধনকে খরচ করতে বা উপকরণ গুলিকে ব্যবহার করতে না জানলে যেমন প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তার থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সেই রকমই সর্ব প্রাপ্তি বা খাজানা সকলের কাছে রয়েছে কিন্তু কার্যে ব্যবহৃত করবার বিধি জানা না থাকে এবং সময় মতো ইউজ করতে না জানে। তারপরে বলবে - আমি ভাবছিলাম এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়, কিন্তু সেই সময় ভুলে গেছি। এখন মনে হচ্ছে এই রকম হওয়া নয়। সেই সময় যদি এক সেকেন্ডও অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে সফলতার লক্ষ্যে পৌঁছাতেই পারবে না। কেননা তখন সময়ের গাড়ি বেরিয়ে গেছে। এক সেকেন্ড যদি লেট করো কিম্বা এক ঘন্টা - সময় তো চলে গেল না! আর যখন সময়ের গাড়ি চলে যায়, তখন নিজের প্রতিই হতাশ হয়ে যায় আর তখন অপ্রসন্নতার সংস্কার ইমার্জ হয়ে যায় যে - আমার ভাগ্যই এই রকম, ড্রামাতে আমার পার্ট এই রকম। আগেও বলেছি যে - নিজের প্রতি অপ্রসন্ন থাকার কারণ হল মুখ্যতঃ দুটি - হতাশ হওয়া আর দ্বিতীয় কারণ হল - অন্যদের বিশেষত্বকে বা ভাগ্যকে বা পার্টকে দেখে ঈর্ষা উৎপন্ন হওয়া। সাহস কম থাকে, ঈর্ষা বেশী থাকে। হতাশ মানুষ কখনোই প্রসন্ন থাকতে পারে না আর যে ঈর্ষা করে সেও কখনো প্রসন্ন থাকতে পারে না। কেননা দুটি দিক থেকেই এই ধরনের আত্মাদের ইচ্ছা কখনোই পূর্ণ হতে পারে না। আর ইচ্ছা - কখনোই আচ্ছা অর্থাৎ 'ভালো হতে' দেয় না। সেইজন্য তারা প্রসন্ন থাকে না। প্রসন্ন থাকার জন্য সদা একটি কথাকে বুদ্ধিকে রাখো যে, ড্রামার নিয়ম অনুসারে সঙ্গমযুগে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার কোনো না কোনো বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তা সে মালার লাস্ট ১৬,০০০ তম দানাটিই হোক না কেন - তার অবশ্যই কোনো না কোনো বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তার মধ্যেও আরো এগিয়ে এসো - নয় লাখ এর বিষয়ে যে প্রসিদ্ধি আছে, তার মধ্যেও কোনো না কোনো বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। নিজের বিশেষত্বকে আগে চেনো। এখন তো নয় লাখ পর্যন্তই পৌঁছাতে পারোনি। সুতরাং ব্রাহ্মণ জন্মের ভাগ্যের বিশেষত্বকে চেনো। তাকে চেনো আর কাজে লাগাও। কেবলমাত্র অন্যের বিশেষত্বকে দেখে হতাশাগ্রস্ত হওয়া বা ঈর্ষান্বিত হওয়া না। বরং নিজের বিশেষত্বকে

কাজে লাগালে একটি বিশেষত্ব আরও অনেক অনেক বিশেষত্বের জন্ম দেবে। এক এর পরে একটি বিন্দু (শূন্য) লাগতে থাকবে, তাহলে কত হয়ে যাবে ? এক এর পিছনে একটি শূন্য বসালে ১০ হয়ে যায়, আরও দুটো শূন্য হলে তখন ২০০ হয়ে যায়। তৃতীয় শূন্যটি বসালে... এই হিসাব তো করতে পারো তোমরা তাই না ? কাজে লাগানো অর্থাৎ বাড়ানো। অন্যকে দেখো না। নিজের বিশেষত্বকে কাজে লাগাও। যেমন দেখো, বাপদাদা সদা 'ভোলী-ভান্ডারী'র (ভোলী দাদী) উদাহরণ দেন। মহারথীদের নাম তো কখনো সখনো আসে, কিন্তু এনার নাম তো আসবেই। যে বিশেষত্ব ওনার ছিল তাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। হয়ত কেবল ভান্ডারাকেই সামলিয়েছেন, কিন্তু বিশেষত্বকে কাজে লাগানোর ফলে বিশেষ আত্মা রূপে উদাহরণ স্বরূপ হয়ে গেছেন। সবাই মধুবনের বর্ণনা করার সময় দাদীদের কথা তো বলবেনই, তার সাথে সাথে 'ভোলী' দাদীর কথাও তারা অবশ্যই বলে থাকেন। ভাষণ হয়ত তিনি করেন না, কিন্তু বিশেষত্ব গুলিকে কাজে লাগানোর ফলে নিজেও বিশেষ হয়ে গেছেন। অন্যরাও তখন বিশেষ নজরে দেখেন। সুতরাং প্রসন্ন থাকার জন্য কী করবে ? - বিশেষত্ব গুলিকে কাজে লাগাও। তাহলে বৃদ্ধি হতে থাকবে আর যখন সব বিশেষত্ব গুলি এসে যাবে তখন সম্পন্ন হয়ে যাবে আর প্রসন্নতার আধার হল - 'সম্পন্নতা'। যে নিজের প্রতি প্রসন্ন থাকে সে অন্যদের প্রতিও প্রসন্ন থাকবে, সেবার প্রতিও প্রসন্ন থাকবে। যে সেবাই প্রাপ্ত হবে তাতে অন্যদেরকেও প্রসন্ন করে সেবাতে অনেক বেশী নম্বর নিয়ে নেবে। সবথেকে বড়র চেয়েও বড় সেবা তোমাদেরকে প্রসন্ন মূর্তি করে তুলবে। তাহলে শুনলে, কী চাট দেখলে ? আচ্ছা !

টিচারদের সামনে বসার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়েছে। কেননা তারা পান্ডা হয়ে আসে, তাই অনেক পরিশ্রম করে। একজনকে সুখধামে ডাকতে হচ্ছে তো আরেকজনকে বিশাল ভবনে, ভালোই এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে। সেন্টারে তো এত হাটাচলা হয় না। শুরুর সময়ে যখন সেবা আরম্ভ হল তখন তোমরা সব জায়গায় হেটেই তো যেতে, তাই না ? তোমাদের বড় দাদীরাও পায়ে হেটেই যেতেন। জিনিসপত্রের খলে হাতে নিতেন আর হাটেই চলে যেতেন। আজকাল তো তোমরা সবাই তৈরী হওয়া সব পাচ্ছে। নিজেদের বাড়ি হয়ে গেছে এখন। আগে তো যমুনাঘাটে ছিল। একটাই রুমে রাতে ঘুমানো, দিনে সেটাতেই সেবা হত। কিন্তু সানন্দে যে ত্যাগ করা হয় তারই ভাগ্যের ফল তোমরা এখন পাচ্ছে। তোমরা ফল খাওয়ার সময়ে এসেছো। বপন করেছিলেন তারা, খাচ্ছে এখন তোমরা। ফল খাওয়া তো খুব সহজ হয়ে থাকে, তাই না ? এখন এই রূপ ফল স্বরূপ কোয়ালিটি বের করো। বৃদ্ধিতে পেরেছো ? কোয়ালিটি (সংখ্যা) তো আছেই, সেটা আরও চাই। নয় লাখ পর্যন্ত যেতে হলে কোয়ালিটি আর কোয়ালিটি - দুটোই প্রয়োজন। কিন্তু ১৬ হাজারের পাক্ষা মালা তো তৈরী করো। এখন কোয়ালিটির সেবার উপরে বিশেষ আন্ডারলাইন করো।

প্রত্যেক গ্রুপে টিচারসও আসে, কুমারীরাও আসে। কিন্তু তার থেকে স্থায়ী কেউ বেরিয়ে আসে না। মধুবন ভালো লাগে, বাবার প্রতি ভালোবাসাও আছে। কিন্তু সমর্পণ হওয়ার প্রশ্ন এলে ভাবতে থাকে। যে নিজে থেকে অফার করে, সে নির্বিল্ল ভাবে চলে আর যে বলার পরে তখন চলে, সে থামে আর চলে। তখন সে বারোবারে বলতে থাকবে - আমি তো আগেই বলেছিলাম যে যে আমি স্যারেন্ডার হতে চাই না। কেউ কেউ ভাবে - এর চেয়ে তো বাইরে থেকে গিয়ে সেবা করাই ভালো। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে সেবা করা আর ত্যাগ করে সেবা করা দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। যে সমর্পণের মহত্বকে জানে সে সর্বদা নিজেকে অনেক বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে অনায়াসে চলে এসেছে, অনেক পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। তো টিচারস নিজের মহত্বকে ভালো ভাবে জানো তো তাই না ? চাকরি আর সেবা - দুটো কাজ করাটা ভালো নাকি একটা কাজ করা ভালো ? তাদেরকে তাও তো ডবল পার্ট প্লে করতে হয়। হয়ত তারা নির্বন্ধন, তবুও তো ডবল পার্ট না ? তোমাদের তো একটাই পার্ট। প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে তাদেরকে তিনটি পার্ট প্লে করতে হয় - একটি হল পড়াশোনার, দুই হল সেবার, তিন হল সেবার সাথে সাথে প্রবৃত্তিকে প্রতিপালন করা। তোমরা তো এই সব কিছুর থেকে মুক্ত হয়ে গেলে। আচ্ছা।

সর্ব সদা প্রসন্নতার বিশেষত্ব সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ আত্মারা, সদা নিজের বিশেষত্বকে অবগত হয়ে তাকে কাজে লাগাতে পারা সেন্সিবল আর এসেন্সফুল আত্মাদেরকে, সদা প্রসন্ন থাকতে পারা, প্রসন্ন করবার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পন্ন মহান আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

আগরা - রাজস্থান : - সদা নিজেকে অকাল সিংহাসনাসীন শ্রেষ্ঠ আত্মা মনে করো ? আত্মা হল অকাল, তাই তার সিংহাসনও অকাল সিংহাসন হয়ে গেল না ? এই সিংহাসনে বসে আত্মা কতই না কার্য করে ! "আমি হলাম সিংহাসনাসীন আত্মা" - এই স্মৃতির দ্বারা স্বরাজ্যের স্মৃতি স্বভাবতই চলে আসে। রাজাও যখন সিংহাসনে বসে, তখন রাজত্বের নেশা, রাজত্বের খুশী স্বতঃই হতে থাকে। সিংহাসনাসীন মানেই স্বরাজ্য অধিকারী রাজা আমি - এই স্মৃতিতে সকল কর্মেন্দ্রিয় স্বতঃই অর্ডারে চলবে। যে অকাল-সিংহাসন মনে করে চলে, তার কাছে বাবারও হৃদয়-সিংহাসন রয়েছে। কেননা আত্মা মনে করলে বাবা-ই স্মরণে আসে। তখন না দেহ থাকে, না দেহের সম্বন্ধ থাকে, না পদার্থ থাকে, এক বাবা-ই হল সংসার।

সেইজন্য অকাল-সিংহাসনাসীন বাবার হৃদয়-সিংহাসনাসীনও হয়ে যায়। বাবার হৃদয়ে এইরূপ বাচ্চারাই থাকে, যাদের কাছে 'এক বাবা দ্বিতীয় নয় কেউ'। সুতরাং তাহলে ডবল সিংহাসন হয়ে গেল। হারানিধি বাচ্চা যারা হয়, প্রিয় হয় যারা, তাদেরকে সদা ক্রোড়ে বসানো হয়, উপরে বসানো হয়, নীচে নয়। তাই বাবাও বলেন সিংহাসনে বসো, নীচে এসো না। যার সিংহাসন লাভ হয়, সে কী কখনো অন্য জায়গায় বসবে? তো অকাল সিংহাসন বা সিংহাসনকে ভুলে দেহের ধরনীতে, মাটিতে এসো না। দেহকে তোমরা মাটি বলে থাকো, তাই না? মাটি, মাটিতে মিশে যাবে - এই রকমই তো বলে থাকো তোমরা, তাই না? তো দেহে আসা অর্থাৎ মাটিতে আসা। যারা রয়্যাল বাচ্চা হয়ে থাকে, তারা কখনোই মাটিতে খেলে না। পরমাত্ম-বাচ্চারা তো হল সব থেকে রয়্যাল। অতএব সিংহাসনে বসতে ভালো লাগে নাকি একটু একটু ইচ্ছা জাগে মাটিতেও দেখে নিইনা? কোনো কোনো বাচ্চার অভ্যাস থাকে মাটি খাওয়ার বা মাটি নিয়ে খেলার। তোমরা তো এমন নও তাই না? ৬৩ জন্ম মাটি দিয়ে খেলেছে। এখন বাবা সিংহাসনাসীন বানাচ্ছেন, তবে মাটি দিয়ে কীভাবে খেলতে পারো তোমরা? যে মাটি দিয়ে খেলে সে তো অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। তোমরাও তাই কতো ময়লা হয়ে গেছে। এখন বাবা তোমাদেরকে স্বচ্ছ বানিয়ে দিয়েছেন। সদা এই স্মৃতির দ্বারা সমর্থ হও। শক্তিশালী কখনো দুর্বল হয় না। দুর্বল হওয়া অর্থাৎ মায়ার রোগ আসা। এখন তো তোমরা সদা স্বাস্থ্যবান হয়ে গেছে। আত্মা শক্তিশালী হয়ে গেছে। শরীরের হিসাব-পত্র আলাদা ব্যাপার। কিন্তু মন শক্তিশালী হয়ে গেল না? শরীর দুর্বল, চলৎ শক্তিহীন, সে সব তো শেষে, সে সব তো হবেই। কিন্তু আত্মা যেন পাওয়ারফুল হয়। শরীরের সাথে সাথে আত্মা যেন দুর্বল না হয়। সুতরাং সদা স্মরণে রাখবে যে, তোমরা ডবল সিংহাসনাসীন তথা ডবল মুকুটধারী হতে চলেছো। আচ্ছা!

সকলে সন্তুষ্ট, তাই না! সন্তুষ্ট অর্থাৎ প্রসন্ন। সদা প্রসন্ন থাকো নাকি কখনো কখনো থাকো? কখনো অপ্রসন্ন, কখনো প্রসন্ন - এই রকম তো নও? কখনো কোনো কথায় অপ্রসন্ন হও না তো? আজকে এটা করে ফেলেছি, আজ এটা হয়ে গেল, কাল ওটা হয়ে গেল - এই রকম পত্র লেখো না তো? সদা প্রসন্ন যারা থাকে, তারা রুহানী ভাইরেশনের দ্বারা অন্যদেরকেও প্রসন্ন করে থাকে। এমন নয় - আমি তো প্রসন্ন থাকিই। প্রসন্ন থাকলে তার শক্তি তো অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং আরও কাউকে প্রসন্ন করতে পারো - এইরূপ নাকি নিজের মধ্যেই সীমিত থাকলেই হল মনে করছো? অন্যদেরকেও করবে, তবেই তো আর কোনো পত্র (বাপদাদার কাছে) আসবে না। যদি অপ্রসন্নতার কোনো পত্র আসে তবে তাকেই সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হবে তো? এই টাইম আর এই তারিখটা মনে রাখবে। হ্যাঁ। এই পত্র লেখো - আমি ও. কে. আর সবাই আমার কারণে ও. কে.। এই দুটি লাইন লিখবে, ব্যস। আমিও ও. কে. আর অন্যরাও আমার কারণে ও. কে.। এতো খরচ কেন করো? এ তো কার্ডে এই দুটো লাইন ধরে যাবে। আর বারেবারেও লিখো না। নাহলে রোজ কার্ড পাঠাতে থাকবে। রোজ পাঠাতে হবে না। মাসে দুই বার, কি ১৫ দিনে একবার ও. কে. র কার্ড লিখো। আর কিছু লিখবে না। নিজের প্রসন্নতার দ্বারা অন্যদেরকেও প্রসন্ন বানাবে। আচ্ছা!

বরদান:- অন্তরীণ করার আর পরিস্থিতিকে সম্মুখীন করতে পারার শক্তির দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্তকারী রুহানী সেবাধারী ভব
 রুহানী সেবাধারীর সেবা ছাড়া আর কোনো কিছুই মাথায় আসে না। তারা মন্সা-বাচা-কর্মণার সার্ভিসের থেকে এক সেকেন্ডও রেস্ট নেয় না। সেইজন্য বেস্ট হয়ে যায়। তারা সেবাতে সফলতা প্রাপ্ত করবার জন্য সর্বদা এই স্লোগান স্মরণে রাখে যে - অন্তরীণ করে নিতে হবে আর পরিস্থিতির সম্মুখীন করতে হবে - এটাই হল আমাদের লক্ষ্য। তারা নিজেদের পুরানো সংস্কার গুলিকে অন্তরীণ করে নেয় আর মোকাবিলা তাদের হল মায়ার সাথে, দৈবী পরিবারের সাথে নয়। এই রকম বাচ্চারা, যারা নলেজফুলের সাথে সাথে পাওয়ারফুলও, তাদেরকে বলা হয় রুহানী সেবাধারী।

স্লোগান:- ছোট বিষয়কে বড় ক'রো না, বাতাবরণ অর্থাৎ পরিবেশকে শক্তিশালী বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List

Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দান করে দেওয়া বস্তু কখনো ফিরিয়ে নিও না, ফিরিয়ে নিলে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ প্রাপ্ত হবে"

- *প্রশ্ন:- কোন নিশ্চয় পরিপক্ব হলে তখন যেকোনো বিরোধিতাই আসুক তার সম্মুখীন হতে পারবে ?
- *উত্তর:- যদি নিশ্চয় হয়ে যায় যে আমরা ভগবানকে পেয়েছি, ঠিকাকৈ স্মরণ করে আমাদের বিকর্ম বিনাশ করতে হবে, বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে তখন সমস্ত বিরোধ সমাপ্ত হয়ে যাবে। সম্মুখীন হওয়ার শক্তি চলে আসবে। নিশ্চয় কম হলে তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞান ছেড়ে ভক্তি করতে লেগে পড়ে।
- *গীত:- তোমায় পেয়ে আমরা জগৎ পেয়ে গেছি, জমি তো পেয়েছিই আকাশও পেয়ে গেছি....

ওম্ শান্তি । এই গীত কে শোনে ? বাচ্চারা শোনে আর তার অর্থও বুঝে থাকে। প্রজাও যদি শোনে সেও বিশ্বের মালিক হয়ে যায় । যেমন সব ভারতবাসী বলে থাকে আমাদের ভারত, ঠিক তেমনই যথা রাজা রানী, তথা প্রজা, সকলে মনে করে নিজেকে বিশ্বের মালিক । যেরকম ইউরোপীয়ানরা যখন এসেছিল তারাও বলত আমরা হলাম হিন্দুস্থানের মালিক। সেই সময় হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা বলবে না যে আমরা হিন্দুস্থানের মালিক । সেই সময় তারা হল দাস। সমস্ত রাজ্যই তো তখন ইউরোপীয়ানদের হাতে। আমাদের রাজ্য ভাগ্য রাবণ কেড়ে নিয়েছিল। এখন আমরা আমাদের রাজ্যকে ফিরে পেতে চাই। এটা হল অন্যের রাজ্য। গাওয়াও হয়ে থাকে - দূর দেশের অধিবাসী... এখন তোমরা নিজেদের রাজ্য নিষ্ছা। তোমরা কারো জন্য লড়াই করছো না, নিজের জন্যই সব কিছু করছো। ওই সেনা তো লড়াই করে নিজেদের প্রেসিডেন্ট বা প্রাইম মিনিস্টারের জন্য। তারাই তো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তার জন্য তাদের নেশাও অনেক থাকে, তবুও তো তারা এখন বলে - ভারতবর্ষ হল আমাদের। কিন্তু ভারতবাসীদের এটা জানা নেই যে, এটা আমাদের রাজ্য নয়। এটা হল রাবণের রাজ্য। রামের রাজ্য ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল, এখন নেই। তোমরা জানো যে, ৫ হাজার বছর পরে আমরা আমাদের রাজ্য নিষ্ছি। কার কাছ থেকে ? পরমাত্মা বাবার কাছ থেকে। রাম শব্দটি বললে লোকে বিভ্রান্ত হয়ে যায়, সেই কারণে অসীম জগতের পিতা বলাটাই ঠিক। বাবা শব্দটাই তো কতো মিষ্টি। বাবা বললেই বর্সার কথা মনে পড়ে যায় । একমাত্র বাবা ছাড়া আর সব কিছুই ভুলে যেতে হবে । আমরা আত্মারা বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিষ্ছি। বাবা এসে তোমাদেরকে আত্ম-অভিমानी বানাচ্ছেন । আমরা হলাম আত্মা। আত্মা কতো ছোট, সূক্ষ্ম। তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা রয়েছে । স্থূল বুদ্ধির মানুষ এসব জানবে না। আর না বোঝাতে পারবে। বাবার থেকে আমরা উত্তরাধিকার নিষ্ছি, এ কতো সহজ ব্যাপার। কিন্তু মায়া ভুলিয়ে দেয়। সেইজন্য বাচ্চাদেরকে পরিশ্রম করতে হয়। এর মধ্যে কোনো হাতিয়ার বা বারুদ ইত্যাদির ব্যাপার নেই। না কোনো ড্রিল ইত্যাদি শিখতে হবে, না কোনো শাস্ত্র তুলে নিতে হবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবা যা শোনাচ্ছেন তাকে ধারণ করতে হবে। আমরা আমাদের রাজ্য ভাগ্য নিষ্ছি। যেমন নাটকে অ্যাক্ট তার অ্যাক্ট পার্ট প্লে করে তারপর নাটকের পোশাকটি পরিবর্তন করে নিজের বাড়ি ফিরে যায়, ঠিক সেইরকমই তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, এখন এই নাটক (সৃষ্টি রূপী) শেষ হতে চলেছে। এখন অশরীরী হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমরা প্রতি ৫ হাজার বছর বাদে বাদে পার্ট প্লে করি। অর্ধ কল্প রাজ্য করি, অর্ধ কল্প মায়ার দাস হয়ে যাই। বাচ্চাদেরকে কোনো বিশেষ কষ্ট দেওয়া হয় না। বুদ্ধিতে কেবল বাবার স্মরণ থাকতে হবে। পুরুষার্থ করে যতটা সম্ভব এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এখন নাটক শেষ হতে চলেছে । বাকি আর অল্প সময়ই, আমাদেরকে এখন যেতে হবে। এই এই ভাবে নিজের সাথে নিজে কথা বলতে বলতে তোমরা পবিত্র হয়ে তারপর ফিরে চলে যাবে। প্রত্যেক বাচ্চা চাইলেই জানতে পারে যে, আমি বাবাকে কতখানি স্মরণ করি। তা সে চাট লিখুক বা লিখুক। কিন্তু বুদ্ধিতে তো থাকে তাই না ? তো সারাদিনে আমি কি কি করেছি ? যেমন ব্যবসায়ীরা নিজের সারাদিনের ব্যবসার হিসাবপত্র রাতে বসে মিলিয়ে দেখে। এও হল এক প্রকার ব্যবসায়। রাতে শুতে যাওয়ার সময় নিজেকে বিচার বিশ্লেষণ করে যে আমি বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করেছি ? কতজনকে বাবার পরিচয় দিয়েছি। যারা চালাক চতুর হয় তাদের ব্যবসা ভালো চলে। বুদ্ধি হলে ব্যবসাও তেমনই চলবে। এখানে তো নিজের জন্যই উপার্জন করতে হবে। বাবা কেবল বলেন - আমাকে স্মরণ করো, চক্রকে স্মরণ করো, তাহলে চক্রবর্তী রাজা হবে । কোনো কিছুর জন্য টু মাচ আশা রাখবে না। গ্রামের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা কম থাকে, বিত্তবানদের অনেক আশা থাকে। গ্রামের মানুষ দরিদ্র নিয়েও আনন্দেই থাকে। শুনকো রুটিতেও তারা অভ্যস্ত। বিত্তবানদের আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। বাবা মা'কেও অতিষ্ঠ করে তোলে। বাবার এ' বিষয়ে অনুভাবী। দরিদ্র মানুষ গুলির জন্য দয়াও হয়। গরীব মানুষ যদি দেখে বড় বড় মানুষরা এই জ্ঞান শুনছে, তাহলে আমরাও শুনতে যাই। বাবা তো অনেক চিত্র

তৈরী করিয়েছেন। কেউ যদি বলে আমি সার্ভিস করতে চাই, বাবা বলেন, আগে তুমি সুবুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে ওঠো, তারপর সার্ভিসে যাও। কেননা আজকাল ভক্তিরও খুব জোর রয়েছে। তোমরা একদিকে বোঝাতে থাকবে, অন্যদিকে তারা গুরুর কাছে চক্র লাগাবে। তারাও তখন ভয় পাইয়ে দেবে যে, তুমি যদি ভক্তি না করো তবে ফল পাবে কীকরে? ভক্তি করলে তবেই তো ভগবানকে পাওয়া যায়। যতক্ষণ না এই জ্ঞানে পরিপক্ব না হয়ে যাচ্ছে, সম্পূর্ণ নিশ্চয় হলে তবেই কারো মুখোমুখি হতে পারবে। তোমাদের সাথেই তো তাদের অপোজিশন। তোমরা একটা কথা বললে তারা অন্য একটা কথা বলবে। জগতে অনেক মত আর পথ রয়েছে, যেখানে গিয়ে মানুষ কিছু না কিছু শুনে আসে। গীতার নানান প্রকারের অর্থ শোনায়, তাতেই মানুষ ফেঁসে যায়। সন্ন্যাসীরা কখনো গৃহস্থী মানুষকে বলবে না যে বিকারে যেও না। তারা যদি বলেও নির্বিকারী হও, তাহলে কী হবে? এইম অক্লেট তো তাদের কিছু নেই। জগতে উল্টো রাস্তা দেখানোর লোকের অভাব নেই। সত্যিকারের রাস্তা খুব অল্প জনই দেখাতে পারে। তাদের ওপরেও মায়ার কোনো না কোনো আঘাত আসতেই থাকে। মন বলছে পবিত্র হতে, কিন্তু মায়া বুদ্ধিকে ঘুরিয়ে দিতে থাকে। মনের মধ্যে অনেক খারাপ খারাপ চিন্তা নিয়ে আসতে থাকবে। মায়ার যুদ্ধ তো অনেক। জ্ঞানে চলতে চলতে অনেক ঝড় তুফান আসতেই থাকে। কোনো প্রকারের বিকারের ভূত যদি ভিতরে থাকে, তবে অন্তর্দহন হতে থাকবে। কাউকে বললে ক্রোধের দান দিয়ে দাও, অথচ নিজেই যদি ক্রোধ করতে থাকে, তবে তো লোকে বলবে তুমি তো নিজেই ক্রোধ করো, আমাদেরকে কীকরে বলছো? সুতরাং ক্রোধকে তো ছাড়তে হবে। ক্রোধ তো কখনও লুকিয়ে করা যায় না। ক্রুদ্ধ হলে তার চিংকারের আওয়াজও অনেক হয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে থাকে। একজন আরেকজনকে গালি দিতে থাকে। বাবা দেখেন - ক্রোধের ভূত বেরোতেই চায় না। কেউ কেউ তো বাবার সামনেই রাগারাগি করতে থাকে। অনেকের মধ্যেই ক্রোধের ভূত এসে যায়। এটা খুবই খারাপ। বিরক্ত করতে থাকে। বাবা তো তাও ভালোবাসা দিয়ে বোঝাতে থাকেন। যদি নাম বদনাম করে দাও, তখন পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এটা তো বোঝানো উচিত যে, তোমরা যখন ৫ বিকারের দান দিয়ে দিয়েছো তবে তা ফিরিয়ে নাও কেন। যদি ক্রোধ করে ফেলো তাহলে গ্রহণ ছাড়বে না। আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বাবার আশীর্বাদের পরিবর্তে তখন অভিশাপ লেগে যায়। কেননা বাবার সাথে ধর্মরাজও থাকেন। এও ড্রামাতে রয়েছে। ক্রোধ করাও হল পাপ। যার মধ্যে ৫ বিকার রয়েছে তাকে পাপ আত্মা বলা হয়। সত্যযুগে সবাই হল পুণ্য আত্মা। সেখানে কেউ কোনো পাপ করে না। এখন জন্ম জন্মান্তরের অনেক পাপের বোঝা মাথার ওপরে রয়েছে। আগে যোগবলের দ্বারা তাকে কাটাতে হবে। মায়া হল খুবই খারাপ। পতি ব্রাহ্মণ, তো স্ত্রী শূদ্র। স্ত্রী ব্রাহ্মণ তো পতি শূদ্র। বাড়িতেই রয়েছে হংস আর বক, খটাখটি লেগেই থাকে। নিজেকে শান্ত রাখার যুক্তি রাখতে হয়। বাড়িঘর ছাড়তেও বাবা অ্যালাউ করেন না। এই রকম অনেক আশ্রম রয়েছে যেখানে স্ত্রী পুত্রকন্যাকে নিয়ে থাকে। তাও খটাখটি তো সব জায়গাতেই হতে পারে। শান্তি কোথাও নেই। সত্যিকারের শান্তি, সুখ, পবিত্রতা ২১ জন্মের জন্য বাচ্চারা তোমরা এখন প্রাপ্ত করছো। এইরকম মত তোমাদেরকে আর কেউই দেবে না।

বাবা বলেন আমি কতো দূর দেশ থেকে আসি সার্ভিস করতে। তোমাদেরকেও সার্ভিস করতে হবে। প্রদর্শনী, মেলাতে অনেক লোক (একসাথে) বুঝতে পারে। গভর্নরও যদি ওপেনিং করে, কিন্তু খুব অল্প জনেরই বুদ্ধিতে আসে যে, পরমাত্মা এদেরকে পড়ান ব্রহ্মার দ্বারা, যার দ্বারা বিশ্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তারা কেবল বলে খুব ভালো। মাতা-রা খুব ভালো কর্তব্য করছে, শ্রেষ্ঠাচারী বানাচ্ছে। যদিওবা তারা লিখে যায় যে, গীতা ভগবানেরই গান। লিখলেও বুদ্ধিতে সহজে বসে নাকি? নাকি পুরুষার্থ চলে বোঝার। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বলেন, আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। এই পয়গাম সকলকে শোনাতে হবে। তোমরা হলে পয়গাম্বরের সন্তান। আর যারাই আসে তারা হল ধর্ম স্থাপক। তোমরা সকলকে এই ম্যাসেজ শোনাও যে, বাবা স্বর্গের নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। বাবা বলেন, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র থাকো, তাহলে তোমরাও স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ পরে পরেই একথাটা স্মরণে আসা চাই। অবস্থা অপরিপক্ব হওয়ার কারণে কাজকর্মে গেলেই সব ভুলে যায়। তখন যে যে মহাবাক্য শুনলো, সে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। এক একটি রত্ন কম নয়। একটি রত্নও স্বর্গের মালিক বানাতে পারে। গাওয়াও হয়ে থাকে, ভারত আমাদের অনেক মহান (উচ্চ) দেশ। তোমরা জানো যে, আমাদের দেশ, যা এক সময় স্বর্গ ছিল, সেটা এখন নরকে পরিণত হয়েছে। এখন আবার বাবা বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো, তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। প্রজা তো অনেক তৈরী হতে থাকে। বৃদ্ধিও হতে। সেন্টার খুলতে থাকে। বাবাও বলেন গ্রামে গিয়ে সার্ভিস করো। এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে অনেকে মিলে ক্লাস করে। তারপর বাবাকে পত্র লেখে।

বাচ্চারা, তোমাদের কাজ হলো ব্রাহ্মণ ধর্মকে বৃদ্ধি করা, যাতে সব মানুষ দেবতা হয়ে যায়। যারা এখানকার হবে তারা অন্য কোনো সংসঙ্গে ফাঁসবে না। এখানে মুখ্য কথা হলো পবিত্রতার। এর উপরেই বাবা বাচ্চাদের, স্ত্রী-পুরুষের, পুরুষ-স্ত্রীর শত্রু হয়ে যায়। সরকারও বলে যে এরা কি করছে? এমন কেন হয়? কিন্তু ধর্মে ইন্টারফেয়ার করতে পারে না।

স্ব-রাজ্য স্থাপন তো করেই নেবে। পূর্বে যে লড়াই হয়েছিল আর এরমধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। এই বোমা ইত্যাদি পূর্বে ছিল না। তোমরা জানো যে আমাদের রাজ্যে লড়াই-এর নাম-নিশান থাকবে না। সত্যযুগ-ত্রেতাযুগে সুখ, দ্বাপর-কলিতে দুঃখ। নতুন দুনিয়া আর পুরোনো দুনিয়া। দুনিয়া একই আছে, কেবল নতুন আর পুরোনো হয়ে যায়। এখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে নতুন হতে চলেছে। এই পুরোনো দুনিয়া এখন কোনো কাজের নয়, তাই নতুন দুনিয়া চাই। দিল্লীতে কতবার নতুন মহল নির্মাণ হয়েছে। যে-ই আসে সে ভেঙ্গে-চুড়ে পুনরায় নিজের মতন নতুন করে তৈরী করে, স্মৃতিচিহ্ন রাখার জন্য। যখন বড় যুদ্ধ শুরু হবে তখন এ'সকল ভেঙ্গে-চুড়ে যাবে। পুনরায় নতুন দুনিয়ায় নতুন মহল নির্মাণ করবে। তারপর যে যতখানি পড়বে, সে ততখানিই উচ্চ পদ লাভ করবে। কেউ ভালভাবে পড়ে কেউ কম। এ তো চলতেই থাকে।

বাম্ভারা, তোমরা এ'টা পাকাপাকিভাবে স্মরণে রাখো যে আমরা এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই পুরোনো শরীর ত্যাগ করে আমরা নিজেদের ঘরে যাব, এইরকম পরিপক্ক অবস্থা হলে তবে আর কি চাই। এইরকম অবস্থায় যদি কেউ শরীরও ত্যাগ করে তবে অতি উচ্চকূলে জন্ম নেবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উপার্জন জমা করার জন্য বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করতে হবে। মায়ার চক্রে কখনো পড়বে না। অতিরিক্ত আশা রাখবে না।

২) মানুষকে দেবতা করার জন্য নিজেদের ব্রাহ্মণ ধর্মকে বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রামে-গ্রামে গিয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান:- প্রতিবার পরাজিত হওয়ার পরিবর্তে সমর্পিত হয়ে যাওয়া মাস্টার সর্বশক্তিমান বিজয়ী ভব স্বয়ং-কে সদা বিজয়ী-রত্ন মনে করে প্রতিটি সঙ্কল্প এবং কর্ম করো তাহলে কখনোই পরাজয় হতে পারে না। মাস্টার সর্বশক্তিমান কখনো পরাজিত হতে পারে না। যদি বার-বার পরাজিত হয় তাহলে ধর্মরাজের মার খেতে হবে আর পরাজয় বরণকারীদের ভবিষ্যতে হার(মালা) তৈরী করতে হবে, দ্বাপর থেকে অনেক মূর্তিদের হার পড়াতে হবে সে'জন্য পরাজিত হওয়ার বদলে সমর্পিত হয়ে যাও, নিজের সম্পূর্ণ স্বরূপকে ধারণ করার প্রতিজ্ঞা করো তবেই বিজয়ী হবে।

স্লোগান:- "কখন"- শব্দটি দুর্বলতা প্রমাণ করে, সেইজন্য "কখন" করবো নয়, এখন করতে হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - হৃদয়বান বাবা এসেছেন তোমাদের মতো বাচ্চাদের হৃদয় হরণ করতে, তাই স্বচ্ছ হৃদয়ের হও"

*প্রশ্ন:- সত্যযুগী পদ মূখ্য কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

*উত্তর:- পবিত্রতার উপর । মূখ্য হলোই এই পবিত্রতা । সেন্টারে যারা আসে তাদের বোঝাতে হবে, পবিত্র যদি না হও, তাহলে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান টিকতে পারবে না । যোগ শিখতে - শিখতে যদি পতিত হয়ে যাও, তাহলে সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে । কেউ যদি পবিত্র থাকতে না পারে, তাতে যদি ক্লাসে নাও আসে, পরোয়া করো না । যে যত পড়বে, পবিত্র হবে, ততই ধনবান হবে ।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন আজ এসে গেলো...

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চারা জানে যে, এখন আবারও সেই দিন এসেছে । কোন্ দিন ? এ তো কেবল তোমরা বাচ্চারা জানো যে, ভারতে আবার স্বর্গের আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে, অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে । বাচ্চাদের তাই কতো খুশী হওয়া উচিত । যে পতিত পাবন বাবাকে আমরা ডাকি, তিনি এখন এসেছেন । তিনিই উদ্ধারকর্তা, গাইড, বা তিনিই দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । একবার উদ্ধার করেছেন, আবার কিভাবে আটকে গেলে ! এ কেউই জানে না । এমন পাথর বুদ্ধির মানুষদের বোঝানোর জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয় । ডিউটিও দেখা কেমন রাখা হয়েছে ? পুঁতিগন্ধময় বস্ত্রকে এসে পরিস্কার করো । আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র তো কেবল দেবতাদেরই হয় । রাবণ রাজ্যে তো কারোর শরীরই পবিত্র হতে পারে না । শরীর তো পতিতই । অসীম জগতের বাবা পতিত পাবন এসে বলেন, এই পাঁচ বিকার হলো শয়তান, একে ত্যাগ করো । আমার কথা যদি না শোনো তাহলে তোমাদের ধর্মরাজ কষ্ট দেবে । তোমরা যদি এই সর্বময় কর্তার নির্দেশ পালন না করো, তাহলে ধর্মরাজ তোমাদের কঠিন সাজা দেবে । বাবা তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছেন । তোমরা জানো যে, আমরাই সেই পবিত্র দেবী - দেবতা ছিলাম, এখন আমরা পতিত হয়ে গেছি । তাই এখন চট করে তা ত্যাগ করা উচিত । দেহ বোধও হলো শয়তানের মত, এও ত্যাগ করতে হবে । এক নম্বর যে বিকার, তাকেও ত্যাগ করতে হবে সেইদিনও আসবে, যেইদিন বাবার সঙ্গে কোনো পতিত এই সভায় বসতে পারবে না, কাউকেই তিনি অনুমতি দেবেন না । আবর্জনা যুক্ত কাপড়কে বাইরে দূর করো । ইন্দ্রসভাতে আসতে দেবেন না । যে কেউ যেমনই কোটিপতি হোক না কেন, বা অন্যকিছুই হোক না কেন, সভাতে আসতে পারবে না । বাইরে তাদের যদিও বোঝানো হয় কিন্তু বাবার সভাতে আসার অনুমতি দেওয়া হয় না । এখন তাদের অনুমতি দেওয়া হয় প্রলুব্ধ করার জন্য, কিন্তু পরে আর নয় । এখনও যদি বাবা শোনে যে, কোনো পতিত এসে বসেছে, তাহলে বাবার ভালো লাগে না । এমন অনেকে আছে যারা লুকিয়ে এসে বসে । এমন যারা আসে তাদের অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । মন্দিরে, ধর্মস্থানে মানুষ স্নান করে যায় । স্নান না করে কেউই যায় না । সে হলো স্থূল স্নান । এ হলো জ্ঞান স্নান । এতেও তোমাদের শুদ্ধ হতে হবে । কোনো আমিশ ব্যক্তিও এখানে আসতে পারবে না । সময় যখন হবে তখন বাবা আরো কঠোর হয়ে যাবেন । দুনিয়াতে দেখো, ভক্তির করো জোর । যারা অধিক শাস্ত্র পাঠ করে তারা শাস্ত্রীর উপাধি ধারণ করে । তোমরা এখন সংস্কৃত ইত্যাদি শিখে কি করবে ? বাবা তো এখন বলেন, তোমরা সবকিছু ভুলে যাও । কেবল বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে যাবে । যখন এই বিষয়কে খুব ভালোভাবে বুঝে যাবে তখন এইসব শাস্ত্র ইত্যাদি সব ভুলে যাবে । এই যে সব পড়া পড়ে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, সেইসব কিছুর থেকে উচ্চ পড়া হলো এটাই, যা নলেজফুল পরমাত্মা এসে পড়ান । তাঁকে বলাই হয়, হে পতিত পাবন এসো কিন্তু একথা জানে না যে, আমরা পতিত । বাবা তো একথা বোঝাতে থাকেন - সত্যযুগকে বলা হয় রামরাজ্য, কলিযুগকে বলা হয় রাবণ রাজ্য । এই সময় সবাই হলো পতিত, পবিত্র দেবী - দেবতাদের তো মন্দিরে পূজা হয়, আর তাঁদের সামনে পতিত গিয়ে মাথা নত করে । এতে সিদ্ধ হয় যে, তাঁরা পবিত্রতাতে সবথেকে উচ্চ । সন্ন্যাসীদের থেকেও উচ্চ । সন্ন্যাসীদের তো মন্দির তৈরী হয়ই না । এখন যখন মানুষ তমোপ্রধান ভক্তিতে চলে গিয়েছে তখন তাদের চিত্র রেখে পূজা করে । একে বলা হয় তমোপ্রধান ভক্তি । মনুষ্যের পূজা, পাঁচ তন্ত্রের পূজা । ভক্তি যখন সতোপ্রধান ছিলো, তখন একের পূজা হতো । তাকে বলা হতো অব্যভিচারী ভক্তি । দেবতাদেরও এমন তিনিই বানিয়েছেন । তাই পূজাও একেরই হওয়া উচিত, কিন্তু এই নাটকও বানানো আছে । সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসতেই হবে । এখানেও এমনই । কেউ সতোপ্রধান হয়, কেউ সতো, কেউ রজঃ, কেউ আবার তমঃ ।

সত্যযুগে এক নম্বর স্বচ্ছতা থাকে । ওখানে শরীরের কোনো মূল্য থাকে না । আগুনে রাখলো আর শেষ । এমন নয় যে,

অস্থি কোনো নদীতে বিসর্জন দেবে । এমনও নয় যে, শরীরকে কোথাও উঠিয়ে নিয়ে যাবে । ওখানে এমন কষ্টের কোনো বিষয় থাকে না । আগুনে দিলো আর শেষ । এখানে এই শরীরের জন্য কতো মানুষ কাঁদতে থাকে । মনে করতে থাকে । ব্রাহ্মণদের ভোজন করায় । ওখানে এমন কোনো বিষয় হবে না । বুদ্ধির দ্বারা এসব বুঝতে হয় । ওখানে কি কি হবে । স্বর্গের পরে কি ! এখানে এ তো হলো নরক, মিথ্যা খণ্ড । তাই তো গাওয়া হয়েছে ---মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া... গভর্নমেন্ট বলে, গোরুর উপর অত্যাচার বন্ধ করো । তাদের লেখা উচিত - প্রথমে এই অত্যাচার হলো অনেক বড় । একে অপরের উপর কাম কাটারি চালানো, এই অত্যাচার বন্ধ করো । এই কাম হলো মহাশত্রু । এ আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয়, একে জয় করো । তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । ওখানে হলো দেবতাদের নতুন দুনিয়া । তিনি বলেন -- বাচ্চাদের নতুন দুনিয়া, কিন্তু এখানে নতুন দুনিয়া কোথা থেকে আসবে ? এখানে হলো পুরানো দুনিয়া । সত্যযুগে যখন নতুন শরীর পাবে তখন নতুন দুনিয়াও পাবে । এখানে শরীরও পুরানো আর দুনিয়াও পুরানো । এখন একে ত্যাগ করতে হবে আর তোমাদের পবিত্র হতে হবে । সে তো বাবা ছাড়া কেউই করতে পারবে না । সকলের ধর্ম আলাদা - আলাদা । আর প্রত্যেককেই নিজেদের ধর্মের শাস্ত্র পড়তে হবে । সংস্কৃততে মূখ্য হলো গীতা । বাবা বলেন, আমি তো সংস্কৃত শেখাই-ই না । যে ভাষা এই ব্রহ্মা জানেন, আমি তাতেই বোঝাবো । আমি যদি সংস্কৃতে বোঝাই তাহলে বাচ্চার কীভাবে বুঝবে । এ কোনো দেবতাদের ভাষা নয় । কখনো - কখনো বাচ্চারা এসে ওখানকার ভাষা বলে । এই ভাষা শিখলে শরীর নির্বাহের কারণে কেউ লাখ, কেউ কোটি উপার্জন করে । এখানে তোমরা কতো উপার্জন করছো । তোমরা জানো যে, সত্যযুগে আমরা মহারাজা - মহারানী হবো । তোমরা যত বেশী পড়বে, তত বেশী ধনবান হবে । গরীব আর বিওবানের মধ্যে তফাৎ তো থাকে, তাই না । সবকিছুই পবিত্রতার উপর নির্ভর করে । সেন্টারে যারা আসে তাদের বোঝাতে হবে যে, যদি পবিত্র না হও তাহলে এই জ্ঞান বুদ্ধিতে টিকতে পারবে না । পাঁচ - সাতদিন এসে আবার যদি পতিত হয়ে যায়, তাহলে জ্ঞান শেষ । যোগ শিখতে - শিখতে আবার যদি পতিত হয়ে যায়, তাহলে সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে । যদি কেউ পবিত্র হতে না পারো, তাহলে এসো না । এ বিষয়ে কোনো পরোয়া করা উচিত নয় । জন্ম - জন্মান্তরের পাপের বোঝা মাথার উপর আছে । তাহলে স্মরণ না করলে কিভাবে তা দূর হবে ! গায়নও আছে - সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি । বাবা যা বলবেন, তাই করতে হবে । সারা দুনিয়া তো ডাকেই - হে পতিত পাবন, এসো, আমরা পতিত মনে করে, কিন্তু পবিত্র কেউই হতে পারে না । তাই কেউ ফিরেও যেতে পারবে না ওরা তো ব্রহ্মকে পরমাত্মা জ্ঞান করে স্মরণ করে । এই জ্ঞানই কেউ জানে না, তাহলে পরমাত্মাকে কিভাবে জানবে ? ব্রহ্ম কোনো পরমাত্মা নয়, না ব্রহ্মতে কেউ লীন হতে পারে । তাও পুনর্জন্মতে তো সবাইকে আসতেই হবে, কেননা আত্মা হলো অবিনাশী । ওরা মনে করে, বুদ্ধি ফিরে চলে গেছেন, কিন্তু তিনি যে স্বপনা করেছেন, তার পালনা তো অবশ্যই করবেন । না হলে পালনা কে করবে । তিনি ফিরে কিভাবে যেতে পারেন ? তোমরা তো এমন বলতেই পারো না যে, আমরা মুক্তিধামে গিয়ে বসে যাবো । তোমরা জানো যে, আমরা নিজের ধর্মের স্বপনা করছি, এরপর পালনাও করবো । সে ছিলো পবিত্র ধর্ম, এখন তা পতিত হয়ে গেছে । তারাই এখানে আসবে, যারা এই ধর্মের হবে । এই কলমের চারা এখন লাগছে । সবথেকে মিষ্টি থেকেও মিষ্টি বৃক্ষ হলো এই দেবী - দেবতা ধর্মের । এখন এর স্বপনার কার্য হচ্ছে । শাস্ত্র আদি যা কিছুই বানানো আছে, সবই ভক্তিমার্গের জন্য । এক বাবারই মহিমা আছে যে, তিনি এসেই মনুষ্য থেকে দেবতা তৈরী করেন । তাই এমন যিনি তৈরী করেন সেই বাবাকে কতো ভালোভাবে স্মরণ করা উচিত । তোমরা এও জানো যে, ড্রামা অনুসারে ভক্তিমার্গকেও চলতেই হবে । বাস্তবে সর্বের সন্নতিদাতা হলো একজন, তাই সেই একজনেরই পূজা করা উচিত । দেবী - দেবতা, যাঁরা সতোপ্রধান ছিলেন, তাঁরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছেন । এখন আবার তাঁদের সতোপ্রধান হতে হবে । তাই একমাত্র বাবার স্মরণ ব্যতীত হতে পারবে না । না বাবা ছাড়া কারোর মধ্যে বানানোর শক্তি আছে । স্মরণও ওই একজনকেই করতে হবে । এ হলো অব্যভিচারী স্মরণ । অনেককে স্মরণ করা -- সে হলো ব্যভিচারীভাব । সকলের আত্মা জানে যে, শিব হলেন আমাদের বাবা, তাই তাই সবদিকে, যেদিকেই দেখো, শিবকে পূজো করে । দেবী - দেবতাদের সামনেও শিবকেই রাখা হয়েছে । বাস্তবে তো দেবতারা পূজো করেনই না । এমন গায়নও আছে যে - দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউ করে না । তাহলে দেবতারা কিভাবে পূজো করবেন ! এ হলো ভুল । মিথ্যা মহিমা তো করাই উচিত নয় । শিববাবাকে কোথায় জানে যে, তাঁর মহিমা করবে ? তাই এই চিত্র উঠিয়ে দেওয়া উচিত । বাকি, যারা পূজো করে তাদের সিঙ্গেল মুকুট দেখানো উচিত সাধুসন্ত কারোরই লাইটের মুকুট নেই, তাই ব্রাহ্মণদেরও লাইটের মুকুট দেখানো যাবে না । যাদের জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকবে তারা নিজেদের সংশোধনও করতে থাকবে । কেউই তো এখনো নির্ভুল তৈরী হয় নি । ভুল তো হতেই থাকে । ত্রিমূর্তির চিত্র কতো সুন্দর । ইনি হলেন বাবা, আর ইনি দাদা । বাবা বলেন -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলে এমন হয়ে যাবে । তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে । আত্মা বলে, একমাত্র বাবা ছাড়া আমার আর কারোর প্রতি মমত্ব নেই । আমরা এখানে থেকেও শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করি । এখন আমাদের দুঃখধামকে ত্যাগ করতে হবে, কিন্তু যতক্ষণ না আমাদের নতুন ঘর তৈরী হয়, ততক্ষণ পুরানো ঘরেই থাকতে হবে । নতুন ঘরে যাওয়ার উপযুক্ত হতে হবে । আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তখন

ঘরে চলে যাবে । এ কতো সহজ । মূল বিষয় হলো এই কথা বোঝার যে, পরমাত্মা কে, আর এই দাদা কে ? বাবা এনার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রদান করেন । বাবা বলেন - বাচ্চারা, মন্মনাভব । আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সত্যযুগে পবিত্র দেবতা হয়ে যাবে । বাকি সবাই সেইসময় মুক্তিধামে থাকে । সমস্ত আত্মাদের শান্তিধামে একমাত্র বাবাই নিয়ে যান । এ কতো সহজ । বাচ্চাদের খুবই খুশী হওয়া উচিত । হৃদয় খুবই স্বচ্ছ হওয়া উচিত । বলা হয় -- হৃদয় স্বচ্ছ তো উদ্দেশ্য সিদ্ধি । হৃদয় আত্মার মধ্যে থাকে । প্রকৃত হৃদয়বান হলেন আত্মাদের বাবা । হৃদয় হরণকারী হৃদয়বান বাবাকেই বলা হয় । তিনি আসেনই সকলের হৃদয় হরণ করার জন্য । সঙ্গম যুগে এসে তিনি সকলের হৃদয় হরণ করেন । আত্মাদের হৃদয় হরণকারী পরমাত্মা । মনুষ্যের হৃদয় হরণকারী হলো মনুষ্য । রাবণ রাজ্যে সবাই একে অপরের হৃদয়কে খারাপ করে ।

বাচ্চারা, তোমরা পূর্ব কল্পেও এই ত্রিমূর্তির চিত্রের উপর বুঝিয়েছিলে, তাই তো এখনো সেই চিত্র তৈরী হয়েছে, তাই না । তাই অবশ্যই আবারও বোঝাতে হবে । এখন বোঝানোর জন্য কতো চিত্র বের হয়েছে । সিঁড়ির চিত্র কতো সুন্দর । তবুও মানুষ বুঝতে পারে না । আরে ভারতবাসী, তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছিলে । এখন এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম । আমি তো শুভ কথাই বলি । তোমরা এমন কেন বলো যে, আমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করিনি । তাহলে তোমরা তো স্বর্গে আসবে না । আবারও নরকে আসবে । তোমরা স্বর্গে আসতেই চাও না । ভারতই আবার স্বর্গ হবে । এ তো বোঝার মতো হিসাব । মহারথীরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারে । তোমাদের সেবার জন্য উৎসাহ- উল্লাস থাকা উচিত । আমরা গিয়ে কাউকে দান করবো । ধন না থাকলে দান করার খেয়ালও আসবেই না । প্রথমে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, তোমরা আশা করে এসেছো তো ? এখানে দর্শনের কোনো কথা নেই । অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের সুখ নিতে হবে । তোমাদের তো দুইজন বাবা । অসীম জগতের বাবাকে সবাই স্মরণ করে । অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার কিভাবে পাওয়া যায়, তা এসে বোঝো । এও যারা বুঝেছে তারাই বুঝবে । যারা রাজস্ব নেবে তারাই চট করে বুঝে যাবে । এ তো বাবাই বলেন, তোমরা ঘরে বসে, কাজকর্ম করেও কেবল বাবাকেই স্মরণ করো, তাহলে এই স্মরণ করলেই পাপ দূর হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কখনোই কেউ কারো ভাবনাতে আঘাত দেবে না । সেবা করার উৎসাহ রাখতে হবে । জ্ঞান ধন থাকলে অবশ্যই তা দান করতে হবে ।

২) নতুন গৃহে যাওয়ার জন্য নিজেকে উপযুক্ত করতে হবে । আত্মাকে স্মরণের শক্তিতে পবিত্র বানাতে হবে ।

বরদানঃ:- স্ব-স্থিতির দ্বারা সর্ব পরিস্থিতিকে পার করে নিরাকারী, অলংকারী ভব
যে অলংকারী, সে কখনোই দেহ - অহংকারী হয় না । নিরাকারী আর অলংকারী থাকা - এটাই হলো মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব । এমন স্থিতিতে যখন সদা স্থির থাকবে, তখন সর্ব পরিস্থিতিকে সহজেই পার করতে পারবে, এতে অনেক পুরানো স্বভাব সমাপ্ত হয়ে যায় । স্ব - তে আত্মা ভাব দেখলে ভাব - স্বভাবের কথা সমাপ্ত হয়ে যায় আর যে কোনো পরিস্থিতিকে সম্মুখীন করার সর্ব শক্তি নিজের মধ্যে এসে যায় ।

স্লোগানঃ:- সঙ্কল্পের এক কদম তোমাদের, আর সহযোগের হাজার কদম বাবার ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গম যুগের এই অমূল্য সময় প্রতিটি শ্বাসে-শ্বাসে বাবাকে স্মরণ কর, তোমাদের একটা শ্বাসও যেন ব্যর্থ না হয়"

*প্রশ্ন:- এই সময় তোমাদের মনুষ্য জীবন খুবই মূল্যবান - কিভাবে?

*উত্তর:- এই জীবনে তোমরা বাবার সন্তান হয়ে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে থাকো। এই শরীর দ্বারাই তোমরা পুরুষার্থ করে কানা কড়ি থেকে হীরা তুল্য হয়ে ওঠো। বেগর(ভিক্ষুক) থেকে প্রিন্স, বিকার থেকে একশ শতাংশ নির্বিকারী হয়ে ওঠো, সেইজন্যই তোমাদের এই সময় ব্যর্থ করা উচিত নয়। প্রতিটি শ্বাসে বাবার স্মরণে থেকে সফল করে তুলতে হবে। কর্ম করতে-করতেও স্মরণে থাকতে হবে।

*গীত:- এই সময় চলে যাচ্ছে...

ওম্ শান্তি। এই সময় মনুষ্য জীবনকে অমূল্য বলা হয়। বাচ্চারাও বুঝেছে আর বাবাও জানেন যে এটাই তোমাদের অন্তিম মনুষ্য জন্ম, সুতরাং এই অন্তিম জন্ম খুব মূল্যবান। এর মূল্য নির্ধারণ কেউ-ই করতে পারবে না। এই সময়ও খুব মূল্যবান। বাচ্চারা তোমরা জানো এখন কানা কড়ি থেকে হীরা তুল্য বা বেগর থেকে প্রিন্স, বিকার থেকে একশ শতাংশ নির্বিকারী হয়ে হয়ে উঠছি। তোমাদের এই মনুষ্য শরীর অতি মূল্যবান কেননা তোমরা বাবার সন্তান হয়েছ। বাকি মনুষ্যদের কোনও মূল্য নেই। বাচ্চারা তোমাদের এই সময় শ্বাস ব্যর্থ নষ্ট করা উচিত নয়। কীভাবে সফল করে তুলবে বাবা সব বুঝিয়ে বলেন। প্রতিটি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ কর। ভক্তি মার্গে মানুষ অনেক জপ তপ করে থাকে। সেটা হলো অনেককেই স্মরণ করার ব্যভিচারী নিয়ম। তোমরা বাচ্চারা এক বাবা ছাড়া আর কাউকেই স্মরণ কর না। তোমরা বুঝেছ আমাদের শ্বাস যেন ব্যর্থ না যায়। প্রতিটি শ্বাসে বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করতে হবে। বাবা এমনই ডায়রেকশন দেন। এতে জপ ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই। আমাদের স্বধর্মই হলো আওয়াজ থেকে উদ্ভূত থাকা (সম্পূর্ণ সাইলেন্স)। এই শরীর দ্বারা আমরা ভূমিকা পালন করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে আত্মা শান্তিধাম নিবাসী। এই বিষয়েও আমরা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না যে আমরা প্রকৃতপক্ষে শান্তিধামের নিবাসী। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে তোমরা কোথায় থাকো তখন তোমরা বলে থাকো আমরা আসলে শান্তিধাম নিবাসী। এখানে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তখন বলো যে আমি অমুক জায়গায় থাকি। শান্তিধাম থেকে এখানে এসে শরীর ধারণ করে ভূমিকা পালন করতেই হবে। এখন এই মৃত্যু লোকের অন্তিম জন্মে, একটি শ্বাসও যেন ব্যর্থ না যায়। ভক্তি মার্গে ওরা অনেক ব্রত রাখে। ওদের বলো কেন তোমরা সময় নষ্ট করছ, এর চেয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর বাবাকে স্মরণ করো। এও এক প্রকারের জীবঘাত। আত্ম-ঘাত বলা যায় না, কেননা আত্মাকে কখনোই শেষ করা যায়না। বলাও হয়ে থাকে জীবঘাত করে যে সে মহাপাপী। এই সময় নিজের শরীরকে যন্ত্রণা দেওয়া - এটাও মহাপাপ। তোমরা বলতে পারো এই সময় তোমরা মহান পুণ্য আত্মা হতে পারো পুরুষার্থ করে। ওরা তো জানেই না যে এখানে বাবা এসেছেন। এনারা হলেন বাপদাদা, তাইনা। শিববাবা ব্রহ্মা দাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম তো প্রসিদ্ধ। উনি তো বলতে পারেন যে কেন এই অমূল্য শরীরকে আঘাত করছ। এইসব না করে মন্মানভব, অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে জীবনমুক্তি পাবে অথবা কারো দ্বারা ম্যাসেজও পাঠাতে পারো। দিল্লি নিবাসী বাচ্চারাও লিখে জানাতে পারে যে দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা জীবনমুক্তি পেতে পারো। তোমরা দেখতে পাচ্ছে সামনে মহাভারতের লড়াই অপেক্ষা করছে, সুতরাং বাচ্চাদের একটা শ্বাসও ব্যর্থ যাওয়া উচিত নয়। সম্পূর্ণ কল্প সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে একদমই তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। এ'কোনো মাসির বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ। জনক এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি কিভাবে পেয়েছিল? সেটাও তোমরা জানো আর লিখতেও পার। বিনা কড়ি খরচ করে এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পাওয়া যায়।

মৃত্যুলোকে এটাই শেষ জন্ম। অমরলোকে জীবন মুক্তি, মৃত্যুলোকে জীবন বন্ধন। একথা ভাগবত গীতাতেও বলা হয়েছে। এটাও একটা কাহিনী যেখানে বলা হয়েছে জনককে জ্ঞান প্রদান করবে এমন কেউ-ই নেই। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা জ্ঞান প্রদান করেন, একেই ব্রহ্ম জ্ঞান বলা হয়। এই জ্ঞান ব্রহ্মাকে নিশ্চয়ই কেউ দিয়েছিলেন না ! জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে জ্ঞান প্রদান করেন। ত্রিমূর্তির চিত্র দ্বারা তোমরা যথার্থ রীতিতে বোঝাতে পারো। কেউ এলে তাকে বলো - বোর্ড পড়ো, দেখো কি লেখা আছে। বি.কে. রা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা কি শুধুই কুমারীদের জন্য, কুমারদের জন্যও। সুতরাং এটা আমাদের পরিবার। ব্রহ্মা বাবা, তিনি কার সন্তান? শিববাবার

সন্তান। ব্রহ্মা দ্বারাই শিববাবা স্থাপনা করছেন।

এটা যেমন একটা পরিবার (ঐশ্বরীয়) তেমনই পাঠশালাও। সবার সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা। তিনিই এই নতুন দুনিয়া স্থাপন করছেন। সুতরাং ডেভিল (শয়তান) ওয়ার্ল্ড অবশ্যই শেষ হয়ে যাবে। উত্থান এবং পতন ভারতেরই হয়। ভারতই স্বর্গ থেকে নরকে সম্পূর্ণ রূপে অধঃপতিত হয়ে থাকে। হেভেন অর্থাৎ নতুন দুনিয়া। যে বুদ্ধিমান হবে, সেই বুদ্ধিতে পারবে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। তোমরা লিখেও থাকো কীভাবে দেবী রাজ্য স্থাপনা হয়েছিল, এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি কিভাবে পাওয়া যায়... এসে বুঝে যাও। এখন এই পুরানো দুনিয়া, পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে সেইজন্যই এই অন্তিম জন্ম খুব মূল্যবান, এর মহত্ব অধিক। আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই আর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই এসে এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। যদি না গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে এই আল্লা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করা, সূর্যবংশীয় নয়। শেষে আসবে। সম্পূর্ণরূপে যার জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত হবে সে-ই সত্যযুগে আসবে। পরে যারা আসবে তাদের শক্তি কম হবে। মহান সৌভাগ্যশালীরাই অ্যাকুরেট নতুন দুনিয়াতে আসবে। থাকার জন্য নতুন মহল প্রয়োজন হবে। ১০-১২ বছর পরে গিয়ে থাকবে, এমন কাঁচা পুরুষার্থ কেন করবে। মাশ্বা বাবা নতুন দুনিয়াতে মহারাজা মহারানী হবেন, তবে আমরা কেন হব না! সার্ভিসের বৃদ্ধি করতে হবে। বাচ্চাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে।

বাবা বলেন - আমি আজ তোমাদের অতি গোপনীয় বিষয় শোনাচ্ছি। বাবার স্তান যখন পেয়ে গেছ সুতরাং জীবনমুক্তির অধিকারী তো হবেই। স্তানের তো বিনাশ হয়না। কিছু মানুষ যথার্থ রীতিতে বোঝে। কেউ আবার কিছুই বোঝেনা, এমনিই দেখে চলে যায়। কেউ বলে আমি অবশ্যই আসব। কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয়। মায়া বিড়াল কিছু কম নয়। গুল বকাবলীর (একটা বিড়াল এবং ইঁদুর সম্পর্কিত) নাটকও দেখানো হয়েছে। এই উদাহরণ তোমাদের জন্যই। বাবাই বসে ব্যাখ্যা করেন। এখানে তোমরা মায়াকে জয় করে বিশ্বজয়ী হতে এসেছ। এর উপরেই কাহিনী লেখা হয়েছে। তোমরা মায়াকে জয় করার জন্য, যোগযুক্ত হয়ে থাকো। কিন্তু মায়া রূপী বিড়াল সব ভুলিয়ে দেয়। গুলবকাবলী, আল্লাহ্ আলাদিন সব এই সময়ের কাহিনী। আল্লাহ্-ই প্রথম দেবতা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। হাতেমতাইয়ের খেলাও এই সময়ের জন্য। বাবাকে স্মরণ না করলেই মায়া এসে হাজির হয়। যা কিছু হয়ে যায়, তার উপরেই পরে কাহিনী তৈরি করে থাকে। যা হবে, সেইসব কিছুই বলতে পারে না। অতীতে যা কিছু হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই ড্রামা তৈরি করে। কংস বধ, অমৃত মন্ডন, নানারকম নাটক তৈরি করে। বেচারাদের এটা জানা নেই যে এসবই অসীমের ড্রামা। তোমরা জানো এটা অনাদি অবিনাশী ড্রামা। মানুষ তো কিছুই জানে না যে এই ড্রামা কত বছরের। যদিও বলে থাকে হিন্ডি রিপোর্ট হয় কিন্তু কিছুই বোঝেনা। বাবা নানারকম রহস্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে বুদ্ধিতে যেন বসে যে এই অন্তিম জন্ম খুব মূল্যবান। সময় নষ্ট করা উচিত নয়। হাত কাজ করে যাবে অন্তরে বাবার স্মরণ চলতে থাকবে (হাথ কার ডে দিল ইয়ার ডে....)

অন্তর তো আল্লার মধ্যে থাকে না! আল্লাই বলে থাকে আমাকে বিরক্ত কোরো না। আমার অন্তরকে দুঃখ দিওনা। বুদ্ধি বিচার করে, বোঝে - এ আমাকে সুখ প্রদান করে, এ আমাকে দুঃখ দেয়। আল্লা শরীর ছাড়া তো কথা বলতে পারে না। আল্লাই সবকিছু শেখে। আল্লার মধ্যেই সংস্কার ভরা থাকে। এখন তোমাদের পরমপিতা পরমাশ্বা শেখাচ্ছেন। তোমরা জানো বাবা হলেন স্তানের সাগর, পতিত-পাবন। তিনি ভারতের জন্য উপহার নিয়ে আসেন বৈকুণ্ঠের, সেইজন্যই গাওয়া হয় সবার সঙ্গতি দাতা। ওঁনার বার্থ প্লেস হল ভারত। সোমনাথের মন্দিরও এখানেই আছে। শিববাবা এসেছিলেন তবেই তো স্মৃতিচারণার জন্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি কবে এসেছিলেন, কি করেছেন এসব কিছুই জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল তারপর তারা কোথায় গেছে, ওরা যে এই পতিত দুনিয়াতে আছে এই বিষয়ে তো কিছুই জানে না। ওরা সতোপ্রধান ছিল তারপর চক্রাকারে ঘুরে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। নাম রূপের তো বদল ঘটে, তাই না! প্রতিটি জন্মে চেহারা বদলে যায়। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে, এর মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। চেহারাও একের সাথে অপরের মিলবে না। বাচ্চাদের প্রতি বাবার দয়া হয় যে বাচ্চারা তাদের পিতাকে জানুক। জানা তো যায় তাইনা। এমনিই একদিন আসবে যখন বি.কে বৃদ্ধি পাবে আর মানুষ আসতেই থাকবে। তোমাদের প্রদর্শনীতে সবাই আসবে। দিন দিন নাম প্রসিদ্ধ হতে থাকবে। বাবার মতামতেরও বই ছাপা হয়। সেগুলোও কাজে আসে। অনেককেই পাঠিয়ে দিতে হবে। যে বাচ্চারা সার্ভিসেবল, তাদের সর্বক্ষণ খেয়াল রাখতে হয়। এতো কথা বলতে পারেনা। তারা তোমাদের কথা বুঝবে আর বলবে জীবনমুক্তি পাওয়ার এটাই সঠিক রাস্তা। সবার সঙ্গতি দাতা একজনই বাবা। বাকি সবাই হল ভক্তি মার্গের গুরু। এখন অসংখ্য গুরু হয়ে গেছে। স্বামীও স্ত্রীর গুরু। যারা শাস্ত্র কথা শুনিয়ে থাকে তাদের গুরু বলা হয়। এসবই বোঝার বিষয়। বাচ্চাদের বিশাল বুদ্ধি থাকা উচিত সার্ভিসের জন্য।

বাবাকে স্মরণ করে রাবণকে জয় করতে হবে। একটি শ্বাসও যেন ব্যর্থ না যায়। যে সময় নষ্ট করে তাকে অবিবেচক বলা

হয়। বাবা বলেন - কারো জীবনকে হীরা তুল্য করে তোলার জন্য তুমি সার্ভিস করো না ? কত সময় নষ্ট, এনার্জি নষ্ট করে চলেছ। কিছুই বোঝে না, সেইজন্যই পাথরবুদ্ধি বলা হয়। এখানে সম্পূর্ণরূপেই যোগের বিষয়। বাবাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকার নাও। এর অর্থ কেউ কখনোই বোঝেনি। ওরা তো ব্রহ্মকে স্মরণ করে। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। ব্রহ্ম কি পতিত-পাবন? পতিত-পাবন তো পরমপিতা পরমাত্মা। ব্রহ্ম কীভাবে হতে পারে! বেচারারা বড় অবুঝ। বাবা বাচ্চাদের তারপরও বলেন সময় নষ্ট করোনা। বাবাকে স্মরণ কর। বাবা জানেন কিছু বাচ্চা দিন-রাত অনেক সময় নষ্ট করে। সারাদিনে কিছুই পুরুষার্থ করেনা। বাবা (ব্রহ্মা)নিজের উদাহরণ দিয়েও বলেন, ভোজন করতে বসলেও বাবাকে স্মরণ করি। আমরা দুজন একসাথে ভোজন করি। শরীরে দুইজন আত্মা আছে না ! স্মরণ করতে-করতে আবার ভুলেও যাই, অন্যান্য ভাবনা চলে আসে। এনার উপর অনেক উত্তরদায়িত্ব আছে। সেইজন্য বাবা বলেন তোমরা বেশি স্মরণে থাকতে পার, এনাকে তো পরিশ্রম করতে হয়। সবসময় মনে করবে যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন। ওঁনাকে স্মরণ করো, ব্রহ্মাকে স্মরণ করলে শিববাবাকে ভুলে যাবে। বাচ্চাদের প্রথমে নিজের কল্যাণ করতে হবে, তারপর অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। কিছু বাচ্চারা তো অন্যদের কল্যাণ করতে থাকে, নিজের কল্যাণ করেনা। অন্যদের নিজের সমান তৈরি করে তারপর বাবা গুপ্ত হয়ে যান। কত চমকপ্রদ বিষয় না! এটাও তোমরা বুঝেছ। তোমরা অনুভবের কথাও শুনিয়ে থাকো, অন্যান্য সংসঙ্গে তো কিছুই শোনায় না। এখানেও নম্বরানুসারে ধারণা হয়। এই নলেজ বুদ্ধিতে ধারণ করতে হয়। গাওয়াও হয়ে থাকে ঝুলি ভরে দাও। এই নলেজ বুদ্ধিতে ভরা হবে নাকি ঝুলিতে ? পরসবুদ্ধি আর পাথরবুদ্ধির কথা গায়ন আছে। তোমাদের এই জীবন বড় অমূল্য। এতে পুরুষার্থের ভীষণ প্রয়োজন। গৃহস্থ পরিবারে থেকেই সবকিছু করতে হবে। প্রত্যেকের পরিস্থিতি দেখা হয়, যদিও কোনো কুমার, ভালো সার্ভিস করে তখন তাকে তার কাজ থেকে মুক্ত করা হয়। প্রত্যেকের পরিস্থিতি দেখেই তারপর পরামর্শ দেওয়া হয়। সার্জন পাল্স না দেখে পরামর্শ দিতে পারেন না। ইনি হলেন অবিনাশী সার্জন। আত্মাকে মন্বনাভবর ইনজেকশন দেন। এঁনার একটাই ইনজেকশন যা ২১ জন্মের জন্য এভার হেল্পী করে দেয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান, কত বড় পরিবার। এ'হলো বেহদের গৃহস্থ ব্যবহার। ইনি হলেন শিববাবার রথ, সুতরাং কত আমদানি হয়। বাবা বলেন - আমি এই রথে বসে নলেজ দিয়ে থাকি, তা নাহলে কিভাবে দেবো ! কৃষ্ণ হচ্ছে সত্যযুগের আদিত্যে। সেই আত্মাই শ্যাম হয়ে গেছে, সুতরাং তার অনেক জন্মের অন্তিমে এসে তার মধ্যে প্রবেশ করি সেইজন্যই ভাগ্যশালী রথ গাওয়া হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের এবং অন্যদের জীবনকেও হীরা তুল্য করে তোলার সেবা করতে হবে। সময়, টাকা, এনার্জি নষ্ট করা উচিত নয়।

২) অন্যদের কল্যাণ করার সাথে-সাথে নিজেরও কল্যাণ করতে হবে। বুদ্ধি রূপী ঝুলিতে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে দানও করতে হবে।

বরদানঃ-

প্রালব্ধ ইচ্ছাকে ত্যাগ করে আচ্ছা অর্থাৎ ভালো ভাবে পুরুষার্থ কারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী তাকেই বলা হয় যে পুরুষার্থের প্রালব্ধকে ভোগ করার ইচ্ছা রাখে না। যেখানে ইচ্ছা থাকে সেখানে স্বচ্ছতা কমে যায় আর সোচতা অর্থাৎ চিন্তামগ্ন হয়ে যায়। যে এখানেই প্রালব্ধ ভোগ করার ইচ্ছা রাখে সে নিজের ভবিষ্যতের উপার্জনকে হ্রাস করে দেয়, সেইজন্যই ইচ্ছার পরিবর্তে আচ্ছা বা ভালো শব্দ স্মরণে রাখো। শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী সবসময় ত্রুটিমুক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করে থাকে, কোনো বিষয়েই অসফল হয় না।

স্নোগানঃ-

সাধনকে কমল পুষ্প হয়ে ব্যবহার করো, কেননা এগুলো হল তোমাদের কর্মযোগের ফল।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের রাজযোগ শেখাতে, বাবা ব্যতীত কোনও দেহধারী তোমাদের রাজযোগ শেখাতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - প্রচুর ভক্তি করলে কোন্ প্রাপ্তি হয় আর কোন্ প্রাপ্তি হয় না ?

*উত্তরঃ - যখন কেউ প্রচুর ভক্তি করে তখন তার সাক্ষাৎকার হয়। এছাড়া কারও সদগতি তো হয় না। কেউই ফিরে যায় না। বাবা ব্যতীত কেউই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তোমরা এই পূর্বনির্ধারিত ড্রামাকে জানো। তোমাদের মধ্যে আত্মার যথার্থ জ্ঞান রয়েছে। আত্মা-ই স্বর্গবাসী এবং নরকবাসী হয়।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাচ্চাদের প্রতি আত্মিক পিতা ওম্ শান্তির অর্থও বুঝিয়েছেন। ওম্কে অহম্ অর্থাৎ 'আমি'ও বলা হয়। আমি আত্মা এবং আমার শরীর, দুটি আলাদা জিনিস। আত্মা বলল ওম্ শান্তি, অর্থাৎ শান্তি হলো আমার স্বধর্ম। আত্মার নিবাসস্থান হলো শান্তিধাম অর্থাৎ পরমধাম। ওটা হলো নিরাকারী দুনিয়া। এটা হলো দৈহিক মানুষের দুনিয়া। মানুষের মধ্যে আত্মা রয়েছে এবং এই শরীর পাঁচ তত্ত্বের দ্বারা গঠিত। আত্মা হলো অবিনাশী, কখনও মরে না। সুতরাং আত্মাদের পিতা কে ? শারীরিক পিতা তো প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। এছাড়া সকল আত্মাদের পিতা হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা, ওঁনার আসল নাম হলো শিব। প্রথমে বলা হয়, শিব পরমাত্মায় নমঃ, তারপর বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ। তাঁদের ভগবান বলা যাবে না। সর্বোচ্চ হলেন নিরাকার পরমাত্মা। তারপর সূক্ষ্ম দেবতারা রয়েছে, তারপরে সমস্ত মানুষ যারা এখানে আছে। এখন প্রশ্ন জাগে যে, আত্মার রূপ কী ? লোকেরা ভারতে শিবের পূজা করে, গাইতে থাকে, "শিব কাশী, শিব কাশী"। ওরা লিঙ্গ তৈরি করে, কেউ বড় কেউ ছোট তৈরি করে কিন্তু আত্মার যেমন রূপ তেমনই পরমাত্মার রূপ। পরম আত্মা, একত্রে পরমাত্মা বলা হয়। পরমাত্মার সম্পর্কে কেউ বলে তিনি হলেন অখন্ড জ্যোতি স্বরূপ, কেউ বলে তিনি হলেন ব্রহ্ম। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা আত্মারা যেমন বিন্দু সেরকম আমার রূপও হলো বিন্দু। মানুষ যখন রুদ্র পূজা করে, তখন একটি লিঙ্গমূর্তিই তৈরি করে। তারা শিবের বড় লিঙ্গ তৈরি করে এবং ছোট ছোট শালগ্রাম তৈরি করে। মানুষের না আত্মার যথার্থ জ্ঞান রয়েছে, না পরমাত্মার জ্ঞান রয়েছে ! তাহলে তারা কি ধরনের মানুষ ! সকলের মধ্যে ৫ বিকার রয়েছে। দেহ-অভিমান এসে একে অপরকে আঘাত করতে থাকে। এই বিকার হলো দুঃখ প্রদানকারী। কেউ মারা গেলে দুঃখ অনুভব হয়। এটাও তো আঘাত পাওয়া। কোনও মানুষেরই না আত্মার, না পরমাত্মার উপলব্ধি রয়েছে ! তাদের চেহারা মানুষের মতো কিন্তু চরিত্র বিকারী এইজন্য বলা হয় রাবণ সম্প্রদায় কারণ এটা হলো রাবণ রাজ্য। সবাই বলে, আমরা রামরাজ্য চাই। গীতায় কৌরব সম্প্রদায়, পাণ্ডব সম্প্রদায় এবং যাদব সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা রাজযোগ শিখছো। শ্রীকৃষ্ণ তো রাজযোগ শেখাতে পারে না। তিনি হলেন সত্যযুগের প্রিন্স। তাঁর মহিমা রয়েছে সর্বগুণসম্পন্ন... প্রত্যেকের কর্তব্য এবং মহিমা আলাদা। প্রেসিডেন্টের কর্তব্য আলাদা, প্রাইম মিনিস্টারের কর্তব্য আলাদা। এখন ইনি হলেন সর্বোচ্চ অসীম জগতের পিতা। ওঁনার কর্তব্য কেবল মানুষই জানবে, পশুরা কী জানবে ! মানুষ যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় একে অপরকে গালাগালি দিতে থাকে। এটা হলো পুরানো দুনিয়া কলিযুগ, এ'কে নরক বলা হয়। বিকারী দুনিয়া বলা হয়। সত্যযুগকে নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। আত্মা এই অরগ্যান্স দ্বারা বলে, আমরা রামরাজ্য চাই। হে পতিত পাবন তুমি এসে পবিত্র করো; শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে চলো। বাবা বোঝান, সুখ-দুঃখের খেলা রয়েছে। যারা মায়া'র কাছে পরাজিত হয় তারা সমগ্র বিশ্বের কাছে পরাজিত এবং যারা মায়া'র উপর বিজয়ী তারা সমগ্র বিশ্বে জয়লাভ করে। মানুষ যাঁদের পূজা করে তাঁদের প্রবৃত্তিকেই জানে না। এ'কে বলা হয় অন্ধশ্রদ্ধা, পুতুলের পূজা। বাচ্চারা যেমন পুতুল বানিয়ে খেলা করে তারপর ভেঙ্গে দেয়। ওরা শিব পরমাত্মায় নমঃ বলে, কিন্তু এর অর্থই জানে না। শিব তো হলেন সর্বোচ্চ পিতা। ব্রহ্মাকেও প্রজাপিতা বলা হয়। প্রজা অর্থাৎ মনুষ্য সৃষ্টি। শিব হলেন আত্মাদের পিতা। সবার দুই বাবা আছে। কিন্তু সকল আত্মাদের পিতা হলেন শিব, তাঁকে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বলা হয়, কল্যাণকারীও বলা হয়। দেবতাদের মহিমা গায়ন করা হয়, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন... আমরা পতিত, পাপী... আমাদের মধ্যে কোনো গুণ নেই। তারা সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে গেছে। দেবতারা স্বচ্ছ বুদ্ধি ছিল। এখানে সবাই বিকারী পতিত, এইজন্য গুরু গ্রহণ করে। গুরু তিনিই, যিনি সদগতি প্রদান করেন। গুরু গ্রহণ করে বানপ্রস্থ অবস্থায়। ওরা বলে, আমরা ভগবানের কাছে যেতে চাই। সত্যযুগে বাণপ্রস্থ অবস্থার কথা বলা হয় না। ওখানে এই জ্ঞান থাকে যে, আমাদের এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। এখানে মানুষ গুরু গ্রহণ করে মুক্তি লাভের জন্য। কিন্তু কেউই যায় না। এই গুরুরা সবাই ভক্তিমাগের। সমস্ত শাস্ত্রও হলো ভক্তিমাগের। বাবা বোঝাচ্ছেন, বাবা কেবল একজন, তিনিই ভগবান।

মানুষকে কীভাবে ভগবান বলা যেতে পারে ? এখানে তারা সবাইকে ভগবান বলে ডাকতে থাকে। সাঁই বাবাও ভগবান, আমিও ভগবান, তুমিও ভগবান ! নুড়ি-পাথর সবকিছুর মধ্যেই ভগবান, সুতরাং তারা পাথরবুদ্ধি তাই না ! তোমরাও আগে পাথরবুদ্ধি, নরকবাসী ছিলে। এখন তোমরা হলে সঙ্গমযুগী। সঙ্গম যুগেরই সমস্ত মহিমা রয়েছে। মানুষ পুরুষোত্তম মাস উদযাপন করে না ! কিন্তু এর মাধ্যমে তো কেউ উত্তম পুরুষ হয় না। তোমরা এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হয়ে উঠছো, কত উত্তম পুরুষ হয়ে উঠছো। বাবা বলেন - আমি কল্পের সঙ্গমযুগে ভারতকে পুরুষোত্তম বানানোর জন্য আসি। এটাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, আত্মা যেমন বিন্দু সেরকম পরমপিতা পরমাত্মাও হলেন বিন্দু। বলা হয়, ক্রকুটির মাঝখানে ঝলমলে নক্ষত্র আলো বিকিরণ করছে। আত্মা হলো সূক্ষ্ম। একে বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এই চোখ দ্বারা দেখা যায় না। দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখা যায়। যখন কেউ প্রচুর ভক্তি করে, তখন তার সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু এর মাধ্যমে কী প্রাপ্তি হয় ? কিছুই না। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তো সদগতি হতে পারে না। সদগতি দাতা, দুঃখহতা সুখকর্তা হলেন একমাত্র বাবা। এই দুনিয়াই হলো বিকারী। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কেউ স্বর্গে যায় না। কেউ শিবের ভক্তি করল, সাক্ষাৎকার হলো তারপর কী হলো ? বাবা ব্যতীত কেউ তো ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। এটা হলো পূর্বনির্ধারিত ড্রামা। তারা বলে, এই ড্রামা বানানো আছে... কিন্তু তারা এর অর্থই জানে না। তাদের কাছে আত্মারও জ্ঞান নেই। ওরা তো বলে যে, প্রত্যেক আত্মা ৮৪ লক্ষ জন্ম গ্রহণ করে। তার মধ্যে একটা মনুষ্য জন্ম দুর্লভ। কিন্তু এরকম কিছু নয়। মানুষের তো অনেক বড় পাট রয়েছে। মানুষই স্বর্গবাসী এবং মানুষই নরকবাসী হয়। ভারতই সবথেকে উঁচু খন্ড ছিল, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। ওখানে তো খুব কম সংখ্যক মানুষ ছিল। এক ধর্ম এবং এক মত ছিল। ভারত সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না। এটা হলো পড়াশোনা। কে পড়াচ্ছেন ? ভগবান বলেন যে, আমি তোমাদের এই রাজযোগের দ্বারা রাজাদেরও রাজা বানিয়ে দিই। ভগবান কাকে গীতা শুনিয়েছিলেন ? গীতার মাধ্যমে তারপর কী হলো ? এটা কেউ জানে না। গীতার পরে রয়েছে মহাভারত। গীতাতে রাজযোগ রয়েছে। ভগবানুবাচ, মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। মনমনাভব'র অর্থই হলো যে, বাবা বলছেন তোমরা যারা সূর্যবংশী পূজনীয় ছিলে, তারা-ই আবার পূজারী শুদ্রবংশী হয়ে গেছে। বিরাট রূপের অর্থও তোমরা বাচ্চারা ই জানো। ওরা বিরাট রূপের চিত্র দেখায় কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণদেরকে সরিয়ে দিয়েছে। ব্রাহ্মণদের তো অনেক গায়ন করা হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তাই না ! বাবা ব্রহ্মার দ্বারাই সৃষ্টি রচনা করেন। তিনি অ্যাডপ্ট করেন। এখন তোমরা হলে উচ্চ ব্রাহ্মণ। তোমাদের সৃষ্টি করেছেন সর্বোচ্চ ভগবান, যিনি সকলের পিতা। তিনি ব্রহ্মারও পিতা। তিনি সমগ্র সৃষ্টির পিতা। সৃষ্টির সবাই ভাই ভাই। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, না ভাইয়ের থেকে ! শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ব্রহ্মার শরীরে শিববাবা এসেছিলেন। তিনি দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরাই রাজযোগ শিখেছিল। এখন তোমরা আবার শিখছো। ভারত আগে শিবালয় ছিল। শিববাবা শিবালয় (স্বর্গ) সৃষ্টি করেছিলেন এবং ভারতবাসীরাই স্বর্গে রাজত্ব করত। এখন তারা কোথায় রাজত্ব করছে ? এই দুনিয়া এখন পতিত, নরক হয়ে গেছে। এটা তো কেউ বুঝতে পারে না যে, আমরা হলাম নরকবাসী। তারা বলে, অমুক মারা গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে, সুতরাং নিজেদেরকে নরকবাসী মনে করা উচিত। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়েছিলাম, ৫ হাজার বছর হয়ে গেছে। প্রথমে তোমরা অনেক ধনী ছিলে, সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে। সুতরাং অবশ্যই গড-ই এরকম বানিয়েছিলেন। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের রাজাদেরও রাজা বানাই, সুতরাং অবশ্যই রাজাও তৈরি হবে এবং প্রজাও তৈরি হবে। অর্ধেক কল্প হলো দিন অর্থাৎ স্বর্গ এবং অর্ধেক কল্প হলো রাত অর্থাৎ নরক। ব্রহ্মা তো একবারই আসবেন তাই না ! বাবা হলেন সকলের আত্মিক পান্ডা। তিনি সকলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ওখান থেকে আর মৃত্যুলোকে আসবে না। অন্ধদের লাঠি হলেন একমাত্র বাবা। বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা এই রাবণ রাজ্য এখন বিনাশ হয়ে যাবে। এটাই সেই মহাভারতের যুদ্ধ। মানুষ তো কিছুই বোঝে না। ভারতবাসীরা নিজেরাই পূজনীয় হয়, আবার নিজেরাই পূজারী হয়। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বাম মার্গে যাওয়ার পর পূজারী হয়ে যায়। শুরুতে আমরা সবাই পূজনীয় সূর্যবংশী ছিলাম, তারপর দুই কলা কম হয়ে চন্দ্রবংশী হওয়ার পর এখন নামতে নামতে পূজারী হয়েছি। সর্বপ্রথম শিবের পূজা করা হয় এবং এ'কে অব্যভিচারী পূজা বলা হয়। এখন বাবা বলছেন - এক নিরাকার বাবাকে স্মরণ করো, অন্য কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা উচিত নয়। লোকেরা আহ্বান করে যে, হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো। সুতরাং আমি ছাড়া অন্য কেউ কীভাবে পবিত্র করতে পারে ! সিঁড়ির চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, কলিযুগের অন্তিমে কী আছে। লোকেরা পাঁচ তন্ত্রের ভক্তি করে। সাধু-সন্ন্যাসীরা, ব্রহ্ম'র সাধনা করে। স্বর্গে এর কোনোটিই থাকে না। এই সম্পূর্ণ ড্রামা ভারতকে নিয়েই তৈরি হয়েছে। তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করো। এখানে ভক্তি মার্গের কোনো সংশয়পূর্ণ কথাই নেই। এটা তো হলো পড়াশোনা। এখানে তো শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, এক বাবাকে স্মরণ করো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও স্মরণ করা উচিত নয়। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা উচিত নয়। তোমরা বাচ্চারাও বলো, আমাদের তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। বাবাও বলেন, বাচ্চারা ঘর-পরিবারে থেকে কমল পুষ্পের সমান পবিত্র হও। পতিত-পাবন একমাত্র আমি বাবাকেই বলা হয়। তাহলে মানুষ কীভাবে গুরু হতে পারে।

ওরা নিজেরাই ফিরে যেতে পারে না তাহলে অন্যদের কীভাবে নিয়ে যেতে পারে। কোনো জ্যোতিই জ্যোতিতে সমাহিত হয় না। প্রত্যেক পার্টধারীই এখানে পুনর্জন্ম নেয়। তোমরা সবাই হলে সজনী, তোমরা এক প্রিয়তমকে স্মরণ করো। তিনি হলেন দয়াবান, লিভেটর। এখানে দুঃখ আছে বলেই তারা তাঁকে স্মরণ করে। সত্যযুগে তো কেউ স্মরণ করে না। বাবা বলেন, সঙ্গমযুগেই আমার পার্ট রয়েছে। এছাড়া 'যুগে যুগে' শব্দ ভুল লিখে দিয়েছে। এই কল্যাণকারী পুরুষোত্তম যুগকে কেউই জানে না। প্রথম এবং মূখ্য বিষয় হলো, বাবাকে জানা। নাহলে বাবার থেকে উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত করবে ? সৃষ্টির থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন। মানুষ এটা জানে না যে, এত প্রজা কীভাবে তৈরি হবে ? প্রজাপিতা আছেন তাই না ! সরস্বতী মা নাকি মেয়ে ? এটাও কেউ জানে না। তোমাদের মা তো হলেন গুপ্ত। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেন। এখন তোমরা হলে রাজাধি। ঋষি শব্দ হলো পবিত্রতার প্রতীক। সন্ন্যাসীরা হলো হঠযোগী, ওরা রাজযোগ শেখাতে পারে না। ওরা যে গীতা শোনায় তা হলো ভক্তিমার্গের। কত গীতা বানিয়ে দিয়েছে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তো সংস্কৃতে তোমাদের পড়াই না, শ্লোক ইত্যাদিরও বিষয় নেই। তোমাদের এসে রাজযোগ শেখাই, যে রাজযোগের দ্বারা তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাও।

আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত।
আম্মাদের পিতা ঔনার আম্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) কখনো কোনো দেহধারীকে স্মরণ করা উচিত নয়। আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় - এই পার্ট পাকা করতে হবে।

২) বাবার সমান আত্মিক পান্ডা হয়ে সবাইকে ঘরের রাস্তা বলে দিতে হবে। অন্ধদের লাঠি হতে হবে।

বরদানঃ:- সদা ব্যস্ত থাকার বিধির দ্বারা ব্যর্থ সংকল্পের অভিযোগকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ কর্মাতীত ভব সম্পূর্ণ কর্মাতীত হওয়ার পথে ব্যর্থ সংকল্পের তুফানই বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই ব্যর্থ সংকল্পের অভিযোগকে সমাপ্ত করার জন্য নিজের মনকে প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত রাখো, সময় বুকিং করার পদ্ধতি শেখো। সারাদিনে মনকে কোথায় কোথায় ব্যস্ত রাখতে হবে - এই প্রোগ্রাম তৈরি করো। প্রতিদিন নিজের মনকে চারটি বিষয়ে ব্যস্ত করে দাও : ১ - মিলন (আত্মিক বার্তালাপ) ২ - বর্ণনা করা (সার্ভিস) ৩ - নিম্ন (মগন) এবং ৪ - গভীর ভালোবাসায় থাকা (লগন) । এর দ্বারা সময় সফল হয়ে যাবে আর ব্যর্থতার অভিযোগও সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- যারা সাফল্যকে পরমাত্ম জন্মগত অধিকার মনে করে, তারা'ই সর্বদা খুশি থাকতে পারে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা – দেহের অভিমান আসার জন্যই পাপ হয়ে যায়, তাই দেহী-অভিমানী হও, তোমাদের আচরণ খুব ভালো হতে হবে, কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না”

*প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের প্রারম্ভ বানানোর জন্য বাবা কোন্ সহজ যুক্তি বলে দিচ্ছেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, এটা হলো ঈশ্বরীয় ব্যাঙ্ক, এখানে যত জমা করবে, ২১ জন্ম তত প্রারম্ভ পাবে। ঈশ্বরের এই স্থাপন করার কাজে সার্থক করলেই জমা হবে। বাকি সবাই অবশ্যই দেউলিয়া হয়ে যাবে। এটা হলো দুঃখধাম। ভূমিকম্প হবে, আগুন লেগে যাবে... সবার অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই বলা হয় – কারোর সম্পত্তি মাটিতে চাপা পড়ে যাবে, কারোর রাজা গ্রাস করবে...

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এখন রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান আছে। এটাও জানে যে আমরা ভারতবাসীরা আগে সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিলাম। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই কথাটা মনে রাখা খুব দরকার। সবসময় স্মরণের যাত্রাতে থাকার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকা উচিত। আমরা সত্যযুগে দেবী দেবতা ছিলাম। সেই দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। দেবী দেবতার বিস্তারিত মালিক ছিলেন। একটাই ধর্ম ছিল। প্রতিটা কথার অর্থ সঠিকভাবে বুঝতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা সত্যযুগের শুরুতে সূর্যবংশী ঘরানার ছিলাম। রচয়িতা বাবা আদি-মধ্য-অন্তিমের যে জ্ঞান শুনিয়েছেন, সেগুলো সকলের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এগুলো কখনোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এগুলো তোমরা জানো। আমরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে যখন ত্রেতাযুগে আসি, তখন দুই কলা কমে যায়। সৃষ্টিও ক্রমশ পুরাতন হতে থাকে। এগুলোকে ভালো করে বুদ্ধিতে রাখতে হবে। যত বেশি স্মরণ করবে, তত খুশির পারদ চড়ে থাকবে। তারপর ত্রেতার পর আসে দ্বাপর। দ্বাপর যুগের শুরুতে অন্যান্য ধর্ম আসা শুরু হয় আর আমরা নিচে নামতে নামতে ভক্তিমার্গে চলে আসি। এটা বলা যাবে না যে তখন অন্যান্য ধর্মগুলোও ভক্তিমার্গে ছিল। এটা তো কেবল তোমাদের মতো ভারতবাসীদের কাহিনী। হয়তো এটা রাবণের রাজ্য, কিন্তু ওদের ক্ষেত্রে রাবণের রাজ্য বলা যাবে না। ওরা নিজ নিজ সময়ে সতোপ্রধান, সতো, রজো এবং তমো অবস্থায় আসে। ধর্ম স্থাপন হবে এবং তারপর বুদ্ধি হবে আর নীচে নামতে থাকবে। চক্র তো ঘুরবেই। এখন তোমরা জেনেছ যে দ্বাপর যুগের পরে ভক্তিমার্গ শুরু হয়েছিল এবং অন্যান্য ধর্ম স্থাপন হয়েছিল। এখন এটা কলিযুগের তমোপ্রধান দুনিয়া। সৃষ্টি পুরাতন হয়ে যাওয়ার জন্য সবকিছুই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এইসব জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারাই জানো। এগুলো সবথেকে সহজ বিষয়, কোনো বাচ্চাও মনে রাখতে পারবে। কিন্তু ওরা তোতা পাখির মতো মনে রাখবে। তোমরা বাচ্চারা অনুভব করতে পারো এবং সেই অনুসারে অন্যদেরকেও বোঝাও। তোমরা জানো যে এখন সমগ্র বৃক্ষ অতি বৃদ্ধ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। প্রথমে যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল, তার গোড়া এখন আর নেই। থাকলেও তারা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়, তাই বলা হয় দেবী দেবতা ধর্ম আর নেই, লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। সবাই পতিত হয়ে গেছে, তাই কেউ আর নিজেকে দেবতা বলে না। সেই ধর্মও নেই, সেই কর্মও নেই। সত্যযুগে সকলের কর্ম অকর্ম (ফল বিহীন কার্য) হয়ে যায়। এখানে মানুষ যত কর্ম করে, সবই বিকর্ম হয়ে যায়। তমোপ্রধান হয়ে যাওয়ার জন্য কেউই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে এটাও ড্রামাতেই আছে যে যখন এই ধর্ম লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়, তখনই বাবা এসে সত্য ধর্মের স্থাপন করেন এবং অন্যান্য ধর্মের বিনাশ করিয়ে দেন। নতুন দুনিয়ায় একটাই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। এখন শিববাবা এসে ব্রহ্মাবাবার দ্বারা পুনরায় দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন। তোমরা হলে মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। যীশুখ্রিস্টের থেকে যারা খ্রিস্টান হয়েছিল তাদেরকেও মুখ বংশাবলী বলা যাবে। সন্তান তো নয় তারা। সেইরকম তোমরাও ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছ। আসলে তোমরা শিববাবার সন্তান। এখন তোমরা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়েছ। শিববাবা স্বয়ং এনার দ্বারা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। তাঁকে সমগ্র পুরাতন দুনিয়ার বিনাশও করাতে হবে। অন্য কেউ এইরকম বিনাশের কার্য করে না। ওরা এসে কেবল নিজ নিজ ধর্ম স্থাপন করে আর তারপর সেইসব ধর্ম বুদ্ধি পেতে থাকে। এখন এটা তমোপ্রধান দুনিয়া, কলিযুগের অন্তিম সময়। শাস্ত্রে তো কল্পের সময়সীমাকে কয়েক লক্ষ বছর দেখানো হয়েছে। তোমরা জানো যে এইসব শাস্ত্র আসলে ভক্তিমার্গের সামগ্রী। এগুলো ওখানে সত্যযুগে থাকে না। ওখানে এইরকম এত ধর্ম থাকে না। এইসব ইসলাম, খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্ম দ্বাপর যুগে স্থাপন হয়। তারপর প্রত্যেকে বসে বসে নিজ নিজ শাস্ত্র বানিয়েছে। এখন সমগ্র সৃষ্টিই পতিত হয়ে গেছে। তাই সকলেই পতিত পাবন বাবাকে আহ্বান করে যে তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করো আর সুখী করো। ওরাও বলে যে আমাদের পথ প্রদর্শক হয়ে আমাদেরকে ঘরে নিয়ে যাও। সব জায়গাতেই গাইড থাকে। তোমরা এখন পার্থক্য বুঝতে পেরেছ। ওইসব

পান্ডারা তীর্থযাত্রা করিয়ে ধাক্কা খাওয়ায়। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা, পাণ্ডব সম্প্রদায়। শিববাবার সন্তানরাও পান্ডা। বাবা এখন আধ্যাত্মিক যাত্রা শেখাচ্ছেন। হে আত্মা, তুমি নিজের বাবাকে স্মরণ করো এবং ঘরকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলেই ঘরে পৌঁছে যাবে। স্মরণ না করলে পাপ কাটবে না। হয়তো সবাইকে নিয়ে যাবে কিন্তু শাস্তি খেয়ে হিসাব মেটাতে হবে অথবা যোগের শক্তিতে মেটাতে হবে। মেটাতে তো হবেই।

তোমরা জানো যে এখন আমরা জমা করছি। যত বেশি পবিত্র হবে, তত বেশি উপার্জন হবে, আর তত বেশি সঞ্চয় হবে। পুরুষার্থ না করলে কিছুই জমা হবে না। লোকসান হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে অর্ধেক কল্প ধরে আমাদের লোকসান হয়েছে। একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছি। সবকিছুতেই দেউলিয়া হয়ে গেছি। এখন বাচ্চাদেরকে ২১ জন্মের জন্য জমা করতে হবে, যার জন্য স্মরণের যাত্রা হলো প্রধান উপায়। এই কথাটা সবসময় স্মৃতিতে রেখো। যখনই সময় পাবে, এই বিষয়গুলো স্মরণ করবে। বাবা জ্ঞানের সাগর, তোমাদের মধ্যেও রচনার আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান আছে। তিনি তোমাদেরকে নিজের মতো বানান। ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়াররাও পড়িয়ে নিজের মতো বানায়। বাবাও সেইরকম বাচ্চাদেরকে নিজের মতো দেহী-অভিমানী বানান। বাবা কোনো দেহ-অভিমান রাখেন না। এটা পড়াশুনা। বাবার মধ্যে যে জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তোমাদেরকে দেন। বাবা পবিত্রতার সাগর। তিনি তোমাদেরকেও নিজের মতো পবিত্র বানান। যে হবে না, সে শাস্তি খাবে আর কম পদ পাবে। এখন তোমাদেরকে অর্থের দ্বারা ধনী হতে হবে না। বাবা বুঝিয়েছেন, গরিবের এক পয়সা ধনীর এক টাকার সমান। দুজনেই সমান উত্তরাধিকার পায়। বাবা হলেন দিননাথ। তাই অজামিলের মতো পাপী এবং অহম্মার গায়ন আছে। ধনী ব্যক্তির কোনো গায়ন নেই। এটাও বোঝার ব্যাপার। তোমরা বলবে যে আমরা প্রথমে সবথেকে বেশি ধনী ছিলাম। তবে এখানে সবাই ক্রমানুসারে জ্ঞান ধারণ করবে, তাই ওখানে বিভিন্ন রকমের পদ পাবে। মাতা পিতাকে পুরোপুরি ফলো করতে হবে। যেভাবে বাবা পুরুষার্থ করে উঁচু পদ পান। মা-বাবাও সার্ভিস করেন। এটা হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক সেবা। প্রতি ঘরে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। যাতে কেউ বলতে না পারে যে আমি তো বাবার আগমনের খবর পাইনি, তাই স্মরণ করব কিভাবে। শাস্ত্রে এইরকম কিছু কাহিনী আছে যে ভগবানকেও অজুহাত দিয়েছে। তাই সবাইকে জানাতে হবে। আর অল্প সময় আছে। দিনে দিনে প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন তো বিদেশের খবরের কাগজেও ছাপানো হচ্ছে। শুরুতে যখন ভাঙি হয়েছিল, তখন বিদেশের খবরের কাগজেও ছাপানো হয়েছিল। এবার এটাও খবরে বেরোবে যে স্বয়ং গড ফাদার এসে সবাইকে মুক্ত করছেন। তিনি বলছেন, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধির যোগ ছিল করো। কেবল আমাকে, নিজ পিতাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে চলে যাবে। কেউ কেউ ভালো ভাবে বুঝতে পারবে আর স্মরণ করতে লেগে যাবে। ধর্মের বড় বড় ব্যক্তিরও ধীরে ধীরে আসতে থাকবে। সকল ধর্মের বৃক্ষ নিরাকার দুনিয়া থেকে এখানে এসে বৃদ্ধি পায়। তারপর পতিত দুনিয়া থেকে নিরাকার পবিত্র দুনিয়ায় চলে যাবে। তারপর প্রত্যেকে নিজ নিজ সময়ে ধর্ম স্থাপন করতে আসবে। এগুলো বুদ্ধিতে থাকতে হবে। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল। তারপর বৃদ্ধি হতে হতে অনেক ধর্ম, অনেক মত হয়ে যায়। তোমরা জানো যে ভারত হলো অবিনাশী ভূমি যার কখনো বিনাশ হয় না। এইসব বিষয়গুলো স্মরণ করতে থাকো।

এটা তোমাদের ঈশ্বরীয় মিশন। সেন্টার তো খুলতেই থাকছে। বিনাশও অতি নিকটে। এই চোখ দিয়ে যাকিছু দেখছ, তার কিছুই সত্যযুগে থাকবে না। জঙ্গলে পরিণত হবে। আবু কি সত্যযুগে থাকবে? কোনো দরকারই নেই। এইসব মন্দির পরে ভক্তিমার্গে তৈরি হবে। কতো উঁচু পাহাড়ের ওপরে মন্দির বানায়। তারপর ঠান্ডার সময়ে বন্ধ করে দিয়ে নীচে নেমে আসে। তোমরা এখন পাহাড়ের ওপরে বসে আছ। অন্তিম সময়ে পাহাড়ের ওপরেই সাক্ষাৎকার হবে। বাবা বলছেন, আমার যখন সাক্ষাৎকার হয়েছিল, আমিও তখন পাহাড়ের ওপর ছিলাম। এখন পাহাড়ের ওপরে এসেই দিব্যি বসে আছি। এখানে বসে বসেই তোমরা সবকিছু দেখবে আর শুনবে। এখানে বসে বসে সাক্ষাৎকার হবে যে কীভাবে। আগুন লাগবে। কি কি ঘটনা ঘটছে তা রেডিও কিংবা খবরের কাগজে তোমরা সবকিছু শুনতে পাবে। টিভিতেও তোমরা দেখতে পাবে। ভবিষ্যতে এমন জিনিস বেরোবে যার সাহায্যে ঘরে বসেই সব দেখতে পাবে। রেডিওতে কতদূরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। এগুলো আসলে মায়ার জৌলুস। তাই তো মানুষ ভাবে যে এটাই স্বর্গ। কিন্তু সবকিছু বিনাশ হওয়ার পরেই স্বর্গ হবে। ওখানে মিষ্টি জলের তীরে মহল থাকবে। পাহাড়ের উপর যাওয়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। ওখানে সবসময়ই মনোরম আবহাওয়া থাকবে। এখানে আজকে ঠান্ডা তো কালকে গরম... সবেতেই কষ্ট। স্বর্গে দুঃখ কষ্টের নামটাই থাকবে না। এইরকম জায়গাতে তোমরা যাচ্ছ। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যাচ্ছি। এখন আমরা বাবার কাছ থেকে রাজযোগ শিখছি। ৫ হাজার বছর আগেও শিখেছিলাম। বাচ্চারা বলে, তুমিই তো সেই বাবা। বাবা জানেন, যারা আগের কল্পেও রাজ্য পেয়েছিল, তারা এবারেও পাবে। বুদ্ধিতে এই চক্র সবসময় থাকতে হবে। বরাবর ৫ হাজার বছর আগে ভারতেই দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল। তারপর অর্ধেক সময় পরে মায়ার প্রবেশ হয়েছিল। তারপর

অন্যান্য ধর্ম এসেছিল আর ভক্তিমার্গ শুরু হয়েছিল অর্থাৎ রাবণের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। ছবি দেখিয়ে এগুলো স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারো। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হওয়ার এই কাহিনী আসলে ভারতেরই কাহিনী। তারপর যখন বিনাশের সময় আসে, তখন বিনাশের সময়ে সবার বুদ্ধি প্রীতহীন হয়ে যায়। মেলা, প্রদর্শনীতে খুব যুক্তি সহকারে ছবি রাখতে হবে। তোমাদের এই জ্ঞান একেবারে গুপ্ত, কোনো হাতিয়ারের প্রশ্নই নেই। তোমরা খুবই সাধারণ। তোমরা চলতে ফিরতে, ঘোরাফেরা করার সময়েও বাবার স্মরণে থাকো। যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আপনারা কি বেদ এবং শাস্ত্র মানেন? তাহলে তাদেরকে বলো যে, হ্যাঁ আমরা ওগুলোকে খুব ভালো করে জানি, ওগুলোর দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায় না। এগুলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে সবাই পবিত্র আত্মা ছিল। গান আছে – জাগো সজনীরা জাগো। নতুন দুনিয়ায় সবকিছু নতুন হবে। বাবা এসে নতুন দুনিয়ার জন্য কাহিনী বলছেন। সেখানে সব দৃশ্যই নতুন ধরনের হবে। প্রদর্শনীতে অনেকজন আসে, মতামতও লেখে যে এগুলো খুব ভালো, সবাইকে বোঝাতে হবে। কিন্তু নিজেই কিছু বুঝতে পারে না। অনেক পরিশ্রম করলে কোটির মধ্যে কয়েকজন বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেবার বুদ্ধি তো হবেই। অনেক প্রজা তৈরি হবে। তোমরা বাচ্চারা এই জ্ঞান স্মরণ করতে থাকলে অনেক খুশিতে থাকবে। এই দুনিয়াটাই দুঃখের দুনিয়া। লোকসান হবে, দেউলিয়া হয়ে যাবে, ভূমিকম্প হবে, সবার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বলা হয় – কারোর মাটি চাপা পড়বে...। কার সম্পত্তি সার্থক হবে? যারা ঈশ্বরের এই স্থাপন করার কার্যে লাগাবে। এটা ঈশ্বরীয় ব্যাংক। এখানে যে যত দেবে, তার তত জমা হবে। যে আগের কল্পে যত দিয়েছিল, সে ততটাই শিববাবার এই ভাণ্ডারীতে দেবে। যার রিটার্ন নতুন দুনিয়ায় ২১ জন্মের জন্য পাওয়া যাবে। ভক্তিমার্গে কেউ শিববাবার ভাণ্ডারীতে কিছু দিলে সাময়িক সময়ের জন্য অল্প সুখ পেয়ে যায়। এখানে তো ডাইরেক্ট শিববাবা স্বর্গ স্থাপন করছেন। তাই ২১ জন্মের জন্য পাওয়া যায়। ভক্তিমার্গে এই নরকের মধ্যেই অল্প সময়ের জন্য সুখ পাওয়া যায়। আচরণও ভালো হতে হবে, কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না। নাহলে বদনাম হয়ে যাবে। কখনোই ক্রোধ করা যাবে না। দেহের অভিমান আসার জন্যই পাপ হয়ে যায়। বাবার সন্তান হয়ে যাওয়ার পরে তোমরা বলো – বাবা, এই সবকিছুই তোমার। যারা আন্তরিক ভাবে সৎ, তাদের ওপরেই সাহেব রাজি হবে। অন্তরে যেন একটুও খুঁত না থাকে। নাহলে আরো নীচে নেমে যাবে। তোমরা প্যায়গম্বরের সন্তান। তোমরা সবাইকে পয়গম (বার্তা) দিচ্ছো যে বাবা এসে স্বর্গ স্থাপন করছেন, সবাইকে এই বার্তা শোনাতে হবে। নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। সেই দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য যারা রাজযোগ শিখতে চান, তারা এসে শিখুন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অন্তরে কোনো খুঁত (দুর্বলতা) থাকলে তাকে বার করে দিতে হবে। আন্তরিক ভাবে সৎ থাকতে হবে। দেহের অভিমানের বশে এসে কখনো ক্রোধ করা উচিত নয়।

২) সময় পেলেই স্মরণের যাত্রায় থেকে উপার্জন করে সঞ্চয় করতে হবে।

বরদানঃ:- সম্পূর্ণ সমর্পণের বিধি দ্বারা নিজ মনের অধিকারকে সমাপ্ত করে সমান সঙ্গী ভব প্রতিষ্ঠা করেছে যে একসঙ্গে থাকব, একসঙ্গে চলব আর একসঙ্গে রাজত্ব করব। এই প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা সম্ভব হবে যদি সঙ্গীর সমান হও। সমর্পণ ভাবের দ্বারাই এই সমতা আসবে। যখন সবকিছুই সমর্পণ করে দিয়েছ, তখন নিজের বা অন্যের ওপর অধিকারও সমাপ্ত হয়ে যায়। যতক্ষণ কোনো কিছুর ওপরে অধিকার আছে, ততক্ষণ সর্ব সমর্পণের ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা থেকে গেছে, তাই সমান হতে পারবে না। তাই একসঙ্গে থাকার এবং একসঙ্গে ওড়ার জন্য তাড়াতাড়ি সমান হয়ে যাও।

স্লোগানঃ:- নিজ সময়, শ্বাস এবং সংকল্পকে সফল করাই হলো সফল হওয়ার ভিত্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন হলে অশ্চর্যমন্ডিত আধ্যাত্মিক যাত্রী, এই যাত্রা করে তোমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য নিরোগী হতে হবে”

*প্রশ্ন:- সত্যযুগে কি এমন জিনিস কাজে আসে না, যেটা ভক্তিমার্গে বাবার কাজে আসে ?

*উত্তর:- দিব্যদৃষ্টির চাবি। সত্যযুগে এই চাবির দরকার পড়ে না। যখন থেকে ভক্তিমার্গ শুরু হয়, তখন থেকে ভক্তদের খুশী করার জন্য সাক্ষাৎকার করাতে হয়। সেই সময় এই চাবি বাবার কাজে আসে, এইজন্য বাবাকে দিব্যদৃষ্টি-দাতা বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের রাজপদ প্রদান করছেন, দিব্যদৃষ্টির চাবি নয়।

*গীত:- মরণ তোমার গলিতে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে। আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে ইংরেজিতে বলা হয় স্পিরিচুয়াল চিল্ড্রেন। স্পিরিচুয়াল ফাদার আর স্পিরিচুয়াল চিল্ড্রেন। এখন আধ্যাত্মিক বাচ্চারা এটা জানে যে, আমাদের আত্মাদের তো সেখানে শরীর নেই এইজন্য সেখানে কোনও আত্মিক বার্তালাপ হয় না। আত্মাদের সাথে আত্মিক কথোপকথন অর্থাৎ বার্তালাপ তখন সম্ভব যখন আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে। এখানে আত্মাদের নিজ-নিজ শরীর আছে। কিন্তু জ্ঞানের সাগর আত্মিক বাবার নিজস্ব কোনও শরীর নেই। তিনি হলেনই নিরাকার। বাচ্চারা বোঝে যে, শান্তিধামে আমরা আত্মারা অশরীরী থাকবো। যেরকম বাবা হলেন অশরীরী বা বিচিত্র, এইরকম তোমরা আত্মারাও বিনা শরীরে সেখানে থাকো। এটাই হল বোঝার বিষয়। দুনিয়ার মানুষ বলে যে, উলঙ্গ এসেছো, উলঙ্গ হয়ে যেতে হবে অর্থাৎ এই শরীর রূপী বস্ত্র সেখানে থাকবে না। আত্মা যখন শান্তিধামে থাকে তখন অশরীরী হয়ে থাকে, শান্তিতে থাকে। এখন আধ্যাত্মিক বাবা এই জ্ঞান শোনাচ্ছেন। সমগ্র বিশ্বে আধ্যাত্মিক বাবা, আর দ্বিতীয় কেউ নেই। অন্যান্য সবাই হল শরীরের বাবা। আধ্যাত্মিক বাবা নিজে বলছেন যে, আমি হলাম অশরীরী। কথা বলার সময় শরীরের আধার নিতে হয়। যদিও শাস্ত্রে এই শব্দ লেখা আছে যে, প্রকৃতির আধার নিতে হয়। কিন্তু বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এই শরীর তো প্রকৃতি দিয়েই গঠিত। আমি সাধারণ শরীরের আধার নিই।

আধ্যাত্মিক বাবাকে আধ্যাত্মিক সার্জেন বলা হয়, কেননা তিনি আমাদের স্মরণ বা যোগ শেখান, যার দ্বারা আমরা আত্মারা চির-নিরোগী হয়ে যাই। ২১ জন্ম কখনও রোগী হবো না। পুনরায় যখন মায়ার রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকে আমরা রোগী হতে শুরু করি। বাবা এসে আমাদেরকে ২১ জন্মের জন্য নিরোগী বানাচ্ছেন। বাবাকে যাত্রা শিখিয়ে দেওয়া পান্ডাও বলা হয়। আমরা হলাম অশ্চর্য মন্ডিত আধ্যাত্মিক যাত্রী। এই আধ্যাত্মিক যাত্রাকে দুনিয়াতে আর কোনও মানুষই জানেনা। মুখ্যতঃ ভারত আর গৌণ ভাবে সমগ্র বিশ্ব - সর্বদা এটাই বলা হয়। মুখ্য ভাবে আমাদেরকে এই আধ্যাত্মিক যাত্রা শেখানো হয়। কে শেখান ? স্পিরিচুয়াল ফাদার। শারীরিক যাত্রা তো মানুষ জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছে। কেউ কেউ তো একজন্মে দু-চার জায়গায়ও যাত্রা করে থাকে। তারা বলবে - জীব আত্মাদের যাত্রা আর এটা হল আত্মাদের যাত্রা। এটাই হল বোঝার বিষয়। চলতে-ফিরতে বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণে রাখতে হবে তাহলে অন্ত মতি তথা গতি হয়ে যাবে। বাবার স্মরণে আমরা বাবার কাছে চলে যাব। এখন তোমাদের আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে আধ্যাত্মিক বাবা এই যাত্রা শেখাচ্ছেন। গীতাতে মন্মথ ভব লেখা আছে কিন্তু তার অর্থ কেউ জানেনা। বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। পুনরায় কি হবে ? বাচ্চারা তোমরা জানো যে আমরা স্মরণের দ্বারা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাব। এই সময় সবাই হল তমোপ্রধান। সমগ্র বৃক্ষ জর্জরিত হয়ে গেছে। এখন আত্মা সতোপ্রধান কিভাবে হবে? পুনরায় ঘরে কিভাবে ফিরে যাবে? সেখানে তো পবিত্র আত্মারাই থাকে। পুনরায় এখানে শরীর ধারণ করে রজঃ তমঃতে আসতে হয়। প্রত্যেক জিনিসেরই স্টেজ থাকে। গানও করতে থাকে যে - দুনিয়া পরিবর্তন হচ্ছে। একে বলা হয় পুরানো দুনিয়া আয়রন এজড্, নতুন দুনিয়াকে বলা যায় গোল্ডেন এজ্ সত্যযুগ। এখন বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটাই থাকা চাই। যখন সত্যযুগ ছিল তখন আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। এখন সেই ধর্ম নেই। দৈবী সম্প্রদায়, ইসলাম সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, খ্রিস্টান সম্প্রদায় এরাই হল মুখ্য। যুগের বিষয়ে বোঝানো হয় যে, মুখ্য হলো চারটি যুগ। বাকি এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গম যুগ হলো গুপ্ত। পরমপিতা পরমাত্মাই এসে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় ধর্ম স্থাপন করেন। এইসব কথা বাচ্চাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে আর নিজেদের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথে রাখতে হবে। মূলকথাই হলো বিকর্মাজিত

হওয়ার। বরাবর আমরা সত্বপ্রধান পবিত্র ছিলাম। আসলে ২৪ ক্যারেট সোনা ছিলাম। পুনরায় সতঃ-তে এসে ২২ ক্যারেট হয়ে যাই। পুনরায় রজঃ-তে ১৮ ক্যারেট, তম-তে ৯ ক্যারেট হয়ে যাই। সোনা-র ডিগ্রী হয়ে থাকে। এসব হলো আত্মার-ই কথা। যে রকম ভ্রমরীরা নাংরা ছিঃ ছিঃ কীট গুলিকে ধরে নিয়ে আসে, বসে তাদেরকে নিজের সমান বানায়। তোমরাও ভুঁ ভুঁ করে মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছা। ভ্রমরীরা কীটগুলিকে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে একান্তে বসায়, তাদের মধ্যেও অনেক বোধ-বুদ্ধি আছে। তোমাদের আত্মাদের মধ্যেও ড্রামা অনুসারে এই পার্ট পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে।

তোমরা জানো যে কল্প পূর্বেও আধ্যাত্মিক বাবার থেকে আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান শুনেছিলাম। প্রতি কল্পেই শুনতে থাকবো। কোনও কিছুই নতুন নয়। এটাও বাবা-ই বোঝাতে পারেন। বীজের মধ্যেই তো সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান থাকে, তাই না। বাবা আসেন-ই তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাতে। তিন-কালের জ্ঞান প্রদান করেন, তাই না। তোমাদেরকে জীবিত অবস্থায় দত্তক নেন। যেরকম কন্যাকেও জীবিত অবস্থায় দত্তক নেয়, বলে যে এ হলো আমার স্ত্রী। এখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার স্ত্রী তো নেই। তাই ইনিও অ্যাডপ্ট হন। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নেন। তোমরাও বলো যে ইনি হলেন আমাদের বাবা। পরমপিতা পরমাত্মা বাবাও বলেন যে তোমরা হলে আমার বাচ্চা। সেই শিব বাবা হলেন আত্মিক, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দাদা হলেন শারীরিক। আধ্যাত্মিক বাবা যতক্ষণ শরীরে না আসেন, ততক্ষণ জ্ঞান কিভাবে শোনাবেন। পরম পিতা পরমাত্মাকেই নলেজফুল বলা হয়। যে কোনও প্রকারের জ্ঞান সর্বদা আত্মার মধ্যেই থাকে। লৌকিক জ্ঞানও আত্মাই পড়ে, তাই না। কিন্তু তমোপ্রধান হওয়ার কারণে আত্ম-অভিমান কারো মধ্যেই থাকে না। তোমরাই এখন আত্ম-অভিমानी হচ্ছে। সত্য যুগে এইসব কথা বোঝানোর জন্য বলা হবে না। এই সময় বাবা বলছেন, তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, কেননা পাপের বোঝা এই সময় মাথার উপরে আছে, তাকে নামাতে হবে। বাবাকে আহ্বান-ই করে এই সময় যে এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। আত্মাই অপবিত্র তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এই জন্য বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। ভক্তরা কেউই জানেনা যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বিন্দু স্বরূপ। বিন্দু-র তো মন্দির তৈরি হতে পারে না, শোভনীয় হবেনা। এক তো লিঙ্গ বানায় আবার সাক্ষাৎকারের জন্য বলে যে হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়। লিঙ্গ কি এত তেজোময় হতে পারে? যেরকম অর্জুনের জন্য দেখানো হয়েছে তাই না। তার সাক্ষাৎকার হয়েছিল তেজময় রূপের, বলেছিল যে - আমি এই তেজ সহ্য করতে পারছি না। এই কথাটা তোমরা শুনেছো তাই না। এখানেও শুরুতে অনেকেরই সাক্ষাৎকার হয়েছিল। বলেছিল বন্ধ করো, আমি সহ্য করতে পারছি না। চোখ লাল হয়ে যেত। তারা মনে করত যে, আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করেছি। কে করিয়েছেন? কৃষ্ণ তো করায় নি। শিব বাবা-ই সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। তাঁকে দিব্যদৃষ্টি দাতা বলা হয়। বাবা বলেন যে, আমি তোমাদেরকে এই চাবি দিতে পারি না। এই জিনিস ভক্তি মার্গে আমারই কাজে আসে। সত্যযুগে এর দরকার থাকেনা। তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য হয়ে যাও। বাবা বলেন যে - আমি তোমাদেরকে বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য দিয়ে নিজে পরমধামে গিয়ে বসে যাই। আমি পূজ্য, পূজারী হই না।

বাচ্চারা, এখন তোমরা সেম্বিবল্ হয়েছ, তোমাদের চাল-চলনের দ্বারাও বোঝা যায় যে, এ কতই না মিষ্টি, এর মধ্যে ধারণা খুব ভালো রীতিতে হয়েছে। কতইনা টপিক্স বানাতে থাকে। বাবা যা কিছু টপিক শোনান সেগুলো নোট করে রাখতে হবে। আজ যাত্রার উপর বোঝাবেন। যাত্রা দুই প্রকারের হয়ে থাকে। এটা হল নম্বর ওয়ান টপিক। ভক্তি মার্গে মানুষেরা লৌকিক যাত্রা করতে থাকে। জ্ঞানমার্গে শারীরিক যাত্রা হয়না। তোমাদের হলে আধ্যাত্মিক যাত্রা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, তমোপ্রধান থেকে সত্বপ্রধান তোমরা এই যাত্রার দ্বারাই হচ্ছে। আত্মা পবিত্র না হলে ঘরে ফিরে যেতে পারবেনা। সকল আত্মারা এখানেই আসতে থাকে। কেউই ফিরে যেতে পারে না। সরকারকেও তোমরা বোঝাতে পারো - সত্য যুগে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন এক পুত্র সন্তান আর এক কন্যা সন্তান হত, সেটাও যোগবলের দ্বারা। এখন চিন্তা করো সত্যযুগে কতইনা অল্প সংখ্যক মানুষ হবে আর সম্পূর্ণ নির্বিকারী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব চলবে। তো অবশ্যই বাচ্চাও হবে। আমরা যখন যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হচ্ছি তাহলে কেন যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্ম দিতে পারব না। এটাও ড্রামাতে পূর্ব-নির্ধারিত আছে। পবিত্র হওয়ার কারণে সাক্ষাৎকার হয়ে থাকে যে, বাচ্চা হবে। সে অত্যন্ত খুশিতে থাকে। সেখানে বিকারের কোনও কথাই নেই। তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে বাচ্চা কি করে জন্ম হবে? বলো, একটি পুরুষ পেঁপে গাছ এবং একটি মহিলা পেঁপে গাছ এক পরস্পরের পাশে থাকলে ফল জন্ম দেয়। আর যদি এক পরস্পরের পাশে না থাকে তাহলে ফল হবেনা। আশ্চর্যের বিষয় তাই না। তাহলে সেখানে কেনই না যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্ম নিতে পারবে না। ময়ূরেরও উদাহরণ আছে। তাকে বলা হয় জাতীয় পাখি। প্রেমের অশ্রু দ্বারা গর্ভধারণ করে। এটা বিকার নয়, তাইনা। এই ভারত শিবালয় ছিল, শিববাবা বানিয়েছিলেন। এখন রাবণ এসে বেশ্যালয় বানিয়ে দিয়েছে। এটাও কারো জানা নেই যে - শিবজয়ন্তী পালন করে থাকে, রাবণ জয়ন্তী কোথায় পালিত হয়? রাবণের জন্ম বিষয়ে কারোরই কিছু জানা নেই। তাকে বানিয়ে তারপর দশহরার দিন তাকে মেরে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে রাবণ ৫ বিকারকে এই পটকা ইত্যাদি

দিয়ে জ্বালানো যায় না। যোগবলের দ্বারা তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হয়, যে যোগ বাবা-ই এসে শেখাচ্ছেন। বলা হয় যে - যোগী ভব, হোলি ভব। গীতাতে আবার লেখা আছে - মন্মনা ভব, আমাকে স্মরণ করো, এই যাত্রার দ্বারাই তোমরা শান্তিধামে চলে যাবে। পুনরায় অমরলোকে আসবে। মানুষ যখন তীর্থ যাত্রা করে তখন পবিত্র থাকে। কাশিতে যারা যায় তারা পবিত্র থাকে কিন্তু কাশিতে যারা থাকে তারা কেউ পবিত্র থাকে না। এখানে রাবণ রাজ্যে আছে পতিতদের সাথে পতিতদের ব্যবহার। সেখানে হলই পবিত্রদের ব্যবহার পবিত্রদের সাথে। তথাপি নিচে তো নামতেই হয়।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে - অর্ধেক কল্প হল দিন, অর্ধেক কল্প হল রাত। এখানেও ব্রাহ্মণদের কথা আছে। ব্রাহ্মণেরাই পুনরায় দেবতা হয়। নতুন দুনিয়াতে লক্ষ্মী-নারায়ণ কোথা থেকে আসবে? কোনও যুদ্ধ তো করেননি। মহাভারতের যুদ্ধ তো দেখানো হয়েছে কিন্তু তার রেজাল্ট তো কিছুই দেখায় নি। বলে যে পাঁচ পাণ্ডব ছিল। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তোমরা জানো যে এখন সকলকে পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাবা আসেন-ই সবাইকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি হলেন সুপ্রিম পান্ডা অথবা গাইড, মুক্তিদাতা, মায়ার থেকে মুক্ত করে সাথে নিয়ে যান। সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাইড তো অবশ্যই চাই। এই কথা বুদ্ধিতে ভালো রীতিতে স্মরণে রাখতে হবে। তাদের শাস্ত্র তো ছাপা হয়ে থাকে। যে কেউ গিয়ে পড়তে পারে। এই জ্ঞান তো বাবা-ই এসে প্রদান করেন। পুনরায় শাস্ত্র পড়ার তো কথাই নেই। বাবার থেকে শুনে ধারণ করতে হবে। প্রথম নম্বরে হল স্মরণের যাত্রা, স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে। (সৃষ্টির) ইতিহাস-ভূগোল তো কেউ বোঝাতে পারবে না। স্মরণের যাত্রায় অনেক কাঁচা থাকে। স্মরণের যাত্রাতেই বিঘ্ন আসে। জ্ঞান তো হলে খুবই সহজ।

বাবা বোঝাচ্ছেন যে এটা হল ড্রামার চক্র। তার চারটি ভাগ হলো সমান সমান। লক্ষ বছর আয়ু হলে তো মানুষের অনেক বৃদ্ধি হয়ে যেত। গভর্নেন্টও কতইবা বলবে যে আর জন্ম যেন না হয়। এটা তো হল বাবার কাজ তারা তো সব শারীরিক যুক্তি বের করতে থাকে। বাবার হল এটা আধ্যাত্মিক যুক্তি। বাবা বলেন যে আমি আসি-ই অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্মের স্থাপনা করতে। একমত সত্যযুগেই হবে, এখানে থোড়াই হতে পারে। এখানে নিজেদেরকে ভাই-ভাই কেউই মনে করে না। বাবা বাচ্চাদের অনেক যুক্তি বোঝাতে থাকেন। নিজেদের কাছে টপিক্সের লিস্ট রাখতে হবে। এক-একটি টপিক হল ফার্স্ট ক্লাস। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা তোমাদেরকে অধিক কথা বলতে হবে না। কেবল এইটুকু বলবে যে - শিব বাবা বলেন যে - আমি হলাম সকল আত্মাদের বাবা পরমাত্মা, আমাকেই ভগবান বলা হয়। কোনও মানুষকে ভগবান বলা যায় না। আধ্যাত্মিক যাত্রা আর শারীরিক যাত্রার টপিক তো খুব ভালো। শারীরিক যাত্রা তো মৃত্যুলোকে হয়ে থাকে। এটা হল মৃত্যুলোক, সেখানে হল অমরলোক। বাচ্চারা তোমরা কল্প-কল্প বাবার সহায়ক হও, এই জন্য তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সুইট চিল্ড্রেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজে সেন্সিবল (সচেতন) হয়ে অন্যদেরকেও বানাতে হবে। নিজের চাল-চলন অত্যন্ত রাজকীয় আর মিষ্টি করতে হবে।

২) আধ্যাত্মিক যাত্রাতে তৎপর থাকতে হবে। নিজের কাছে ভালো ভালো পয়েন্টস্ (টপিক্স) নোট রাখতে হবে। প্রত্যেকটি টপিকের উপর বিচার সাগর মন্বন করতে হবে।

বরদানঃ:- অন্তর (ভিতরে) স্বরূপে স্থির থেকে নিজের বা বাবার গুপ্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করাতে সমর্থ সত্যিকারের স্নেহী ভব

যে বাচ্চারা সর্বদা অন্তরের স্থিতিতে অথবা অন্তরের স্বরূপে স্থির থেকে অন্তর্মুখী থাকে, সে কখনও কোনও কথাতে লিপ্ত হতে পারে না। পুরানো দুনিয়া, সম্বন্ধ, সম্পত্তি, পদার্থ, যেগুলি অল্পকালের জন্য আর দেখানো মাত্র আছে, সেগুলির থেকে ধোঁকা থাকে না। অন্তর স্বরূপের স্থিতিতে থাকার কারণে নিজের শক্তি স্বরূপ, যেটা গুপ্ত আছে, সেটা প্রত্যক্ষ হয়ে যায় আর এই স্বরূপের দ্বারাই বাবার প্রত্যক্ষতা হয়ে যায়। অতএব যে এইরকম শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করে থাকে, সে-ই সত্যিকারের স্নেহী হয়।

স্নোগানঃ:- নিশ্চয় আর জন্ম-সিদ্ধ অধিকারের নেশায় থাকো, তাহলে কখনো ক্ষুধ হতে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হওয়ার যুক্তি"

আজ বাপদাদা তাঁর সকল বাচ্চার মধ্যে থেকে দুধরনের বাচ্চা দেখছেন। এক, সদা যোগযুক্ত আর সব কর্মে যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয় ধরনের তারা যোগী, কিন্তু সদা যোগযুক্ত নয় এবং সদা সব কর্মে আপনা থেকে যুক্তিযুক্ত নয়। মন্সা, বোল, কর্ম - তিনের মধ্যে থেকে কখনো কোনটায় কখনো কোনটায় যুক্তিযুক্ত নয়। সাধারণতঃ, ব্রাহ্মণ-জীবন অর্থাৎ আপনা থেকেই যোগযুক্ত আর সদা যুক্তিযুক্ত। ব্রাহ্মণ-জীবনের অলৌকিকতা বা বিশেষত্ব অথবা পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া এটাই - "যোগযুক্ত" আর "যুক্তিযুক্ত।" কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চা এই বিশেষত্বের সাথে সহজে এবং ন্যাচারালি চলছে আর কেউ কেউ অ্যাটেনশন রাখে, তবুও উভয় বিষয়ে সদা অনুভব করতে পারে না। এর কারণ কী? নলেজ তো সবার আছে আর লক্ষ্যও সবার একই। তবুও কেউ কেউ লক্ষ্যের আধারে এই লক্ষ্য অর্থাৎ যোগযুক্ত আর যুক্তিযুক্ত স্থিতির অনুভূতির কাছে আছে আর কেউ কেউ ফাস্ট পুরুষার্থ দ্বারা কাছে আসে, কিন্তু কখনো কাছে আর কখনো চলতে চলতে কোনো না কোনো কারণবশতঃ থেমে যায়, সেইজন্য সদা এইসব লক্ষ্যের কাছাকাছি অনুভব করতে পারে না। সকল ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে থেকে এই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য পর্যন্ত নম্বর ওয়ান কাছে কে? ব্রহ্মা বাবা। তিনি কী বিধি আপন করেছেন যার মাধ্যমে এই সফলতা প্রাপ্ত করেছেন? সদা যোগযুক্ত থাকার সরল বিধি হ'ল - সদা নিজেকে "সারথি" আর "সাক্ষী" মেনে চলা।

তোমরা সব শ্রেষ্ঠ আত্মা সেই রথের সারথি। তোমরা প্রত্যেক আত্মা রথ চালানো সারথি। এই স্মৃতি আপনা থেকেই এই রথ অথবা দেহ থেকে পৃথক করে দেয়, যেকোন ধরনের দেহবোধ থেকে স্বতন্ত্র বানায়ে। দেহবোধ না থাকায় সহজে যোগযুক্ত হয়ে যায় এবং আপনা থেকেই সব কর্মে যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হয়ে যায়। নিজেকে সারথি মনে করায় সব কর্মেন্দ্রিয় নিজের কন্ট্রোলে থাকে অর্থাৎ সব কর্মেন্দ্রিয়কে সদা লক্ষ্য আর লক্ষ্যের গন্তব্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার কন্ট্রোলিং পাওয়ার এসে যায়। "সারথি" স্বয়ং কোনও কর্মেন্দ্রিয়ের বশ হতে পারে না, কারণ মায়া যখন কারও উপর আঘাত করে, তো মায়ার আঘাত করার বিধি হয় এটাই, কোনো না কোনো স্থূল কর্মেন্দ্রিয় অথবা সূক্ষ্ম শক্তি - "মন-বুদ্ধি-সংস্কার" এর পরবশ বানিয়ে দেয়। তোমরা সব সারথি আত্মার যে মহামন্ত্র, বশীকরণ মন্ত্র বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়েছে, তার পরিবর্তন করে বশীকরণের পরিবর্তে বশীভূত করে দেয়। একবার হলেও যদি একটা বিষয়ে বশীভূত হয়ে যাও, তবে সব ভূতের প্রবেশ হয়ে যায়, কেননা ভূতদের নিজেদের মধ্যেও ইউনিটি আছে। একটা ভূত যদি আসে তো সে সবাইকে আহ্বান করবে। তখন কী হয়? এই ভূত তখন সারথি থেকে স্বার্থ-সাধক বানিয়ে দেয়। আর তোমরা কী কর? যখন সারথি বোধের স্মৃতিতে আস, তখন ভূত তাড়ানোর যুদ্ধ কর। যুদ্ধের স্থিতিকে যোগযুক্ত স্থিতি বলা হবে না, সেইজন্য যোগযুক্ত এবং যুক্তিযুক্ত গন্তব্যের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে থেমে যাও এবং প্রথম নম্বর স্থিতি থেকে দ্বিতীয় নম্বরে এসে যাও। সারথি অর্থাৎ বশ হয় না বরং বশ করে চালিত করে। তাহলে তোমরা সবাই কে? সারথি, তাই না?

সারথি অর্থাৎ আত্মা-অভিমানী, কেননা আত্মাই সারথি। ব্রহ্মাবাবা এই বিধিতে নম্বর ওয়ান সফলতা প্রাপ্ত করেছেন, সেইজন্য বাবাও এনার সারথি হয়েছেন। সারথি হওয়ার স্মারকচিহ্ন বাবা করে দেখিয়েছেন। ফলো ফাদার কর। সারথি হয়ে সদা সারথি-জীবনে অতি স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেও প্রিয় হওয়ার স্থিতির অনুভব করিয়েছেন, কারণ দেহকে অধীন করে বাবা প্রতিষ্ট হন অর্থাৎ সারথি হন, দেহের অধীন হন না, সেইজন্য তিনি স্বতন্ত্র হয়েও প্রিয়। এ' ভাবেই তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মাও বাবা সমান সারথির স্থিতিতে থাক। ঘুরতে-ফিরতে চেক কর - আমি সারথি অর্থাৎ সবাইকে চালনা করে আমি স্বতন্ত্র অথচ প্রিয় স্থিতিতে স্থিত আছি? মাঝে-মাঝেই এ'টা চেক কর। এ'রকম নয় যে সারাদিন কেটে গেল তারপরে রাতে চেক করবে! সারাদিন যদি চলে গেল তো চলে যাওয়া সময় উপার্জন করা থেকে সদাসর্বদার জন্য চলে গেল, সেই জন্য খুইয়ে ফেলে তারপরে যেন হুঁশে ফিরো না। এই সংস্কার আপনা থেকেই যেন ন্যাচারাল হয়। কোন সংস্কার? চেকিংয়ের। যেমন, কারও কোনো পুরানো সংস্কার এই ব্রাহ্মণ জীবনে এখনও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি বিঘ্নরূপ হয়, তো তোমরা বলো না যে না চাইতেও সংস্কার বশতঃ হয়ে যায়! যা করতে চাও না তা' তোমরা করে নাও, যখন উল্টো (ভুল) সংস্কার না চাইলেও যেকোন কর্ম করিয়ে নেয়, তাহলে ন্যাচারাল চেকিংয়ের শুদ্ধ সংস্কার নিজের করতে পার না? বিনা পরিশ্রমে চেকিংয়ের শুদ্ধ সংস্কার তখন আপনা থেকেই কাজ করাতে থাকবে। এটা বলবে না যে ভুলে যাই বা খুব বিজি থাকি। অশুদ্ধ অথবা ব্যর্থ সংস্কার, অনেক বাচ্চার মধ্যে অশুদ্ধ সংস্কার নেই, কিন্তু ব্যর্থ সংস্কার আছে। এই অশুদ্ধ, ব্যর্থ সংস্কার ভুলতে চাইলেও ভুলতে পার না আর তখন এটাই বলো আমার এ'রকম অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু এটা আমার পুরানো

স্বভাব বা সংস্কার। তাহলে, অশুদ্ধ সংস্কার ভুলতে পার না, শুদ্ধ সংস্কার কীভাবে ভুলে যাও তোমরা ? সারথি বোধের স্থিতি আপনা থেকেই স্ব-উন্নতির শুদ্ধ সংস্কার ইমার্জ করে আর সময় অনুসারে তখন সহজে ন্যাচারাল চেকিং হতে থাকে। অশুদ্ধ সংস্কারের আত্তাবহ হয়ে যাও তোমরা আর এ'ভাবেই এই অভ্যাসে তখন পোক্ত হয়ে যাবে। তাহলে শুনলে, সদা যোগযুক্ত-যুক্তিযুক্ত থাকার বিধি কি হবে ? সারথি হয়ে চলতে হবে। সারথি নিজে থেকেই সাক্ষী হয়ে যেকোন কিছু করবে, দেখবে, শুনবে। সাক্ষী হয়ে দেখা, ভাবা, করা সবেতেই সবকিছু করেও নির্লিপ্ত থাকবে অর্থাৎ মায়ার আরোপিত প্রভাব থেকে স্বতন্ত্র থাকবে। তাহলে, পাঠ পাকা করেছ তো, করেছ না ! ব্রহ্মাবাবাকে তোমরা ফলো কর, কর না ! ব্রহ্মাবাবার প্রতি তো তোমাদের অনেক প্রীতি, তাই না ! প্রীতির লক্ষণ হ'ল "সমান হওয়া" অর্থাৎ ফলো করা।

বাবার সাথে সব টিচারের কতো প্রীতি আছে ! বাবা টিচারদেরকে সেবায় তাঁর সমীপ-সাক্ষী মনে করেন। তাহলে প্রথমে ফলো টিচার করবে, তাই না ! এতে সদা এই লক্ষ্য রাখা যে "প্রথমে আমি"। ঈশ্বর প্রথমে আমি নই, সেটা ক্ষতি করে। শব্দ সেই একই "প্রথমে আমি", কিন্তু ঈশ্বর বশতঃ "প্রথমে আমি" বলা একটা অন্য ব্যাপার। সে'টাতে প্রথম হওয়ার পরিবর্তে লাস্টে পৌঁছে যাও, ফাস্ট থেকে লাস্টে এসে যাও আর ফলো ফাদার করার সময় "প্রথমে আমি" বলছ আর করছ তো ফাস্টের সাথে তোমরাও ফাস্ট হয়ে যাবে। ব্রহ্মা তো ফাস্ট, তাই না ! সুতরাং সদা এই লক্ষ্য রাখ যে টিচার অর্থাৎ ফলো ফাদার এবং ফলো ফাদার-এ নম্বর ওয়ান হওয়া। যেভাবে ব্রহ্মা নম্বর ওয়ান হয়েছেন, তোমরাও ব্রহ্মাকে ফলো করে নম্বর ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখ। টিচার তোমরা সবাই এ'তে পাকাপোক্ত, তাইনা ! সাহস (ইচ্ছাশক্তি) আছে ফলো করার ? কারণ টিচার অর্থাৎ যারা নিমিত্ত, তোমরা অনেক আত্মার নিমিত্ত। সুতরাং যারা নিমিত্ত হয় তাদের উপর কতো দায়িত্ব ! যেমন, ব্রহ্মাবাবা নিমিত্ত থেকেছেন, তাই না ! ব্রহ্মাবাবাকে দেখে কতো ব্রাহ্মণ তৈরি হয়েছে ! একইরকম ভাবে তোমরা টিচার যে কার্যই কর, হয় খাবার বানাচ্ছ, অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছ, কিন্তু সব কর্ম করার সময় এ'টা যেন স্মৃতিতে থাকে আমি নিমিত্ত - অনেক আত্মার প্রতি আমি "যা" করব, "যেভাবে" করব, আমি নিমিত্ত আত্মাকে দেখে অন্যেরাও সে'রকমই করবে। সেইজন্য বাপদাদা সবসময় বলেন, ভাষণ করা একদিকে আর বাসন মাজা আরেকদিকে। উভয় কাজেই যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হও। কাজ যেমনই হোক, কিন্তু স্থিতি সদাই যোগযুক্ত আর যুক্তিযুক্ত যেন হয়। এ'রকম নয় যে ভাষণ করছ তখন যোগযুক্ত থাকছ আর বাসন মাজা অর্থাৎ যখন সাধারণ কাজ করছ তো স্থিতিও সাধারণ হয়ে যাবে ! সবসময় ফলো ফাদার। শূন্য !

তোমরা তো সামনে বসো, সামনে বসা কতো ভালো লাগে ! আর তাহলে সদা এগিয়ে যাওয়াতে কতো ভালো লাগবে ! যখনই এমন কোনো কড়া সংস্কার তোমাদের পিছনে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তো এই সীন স্মরণ কর - যখন সামনে বসা ভালো লাগে তাহলে সামনে এগিয়ে যেতে কেন পিছিয়ে থাকব ! সুতরাং কোনো পরিস্থিতি উদ্ভব হলে মধুবনে পৌঁছে যাও আর নিজের মধ্যে সাহস আর উদ্যম নিয়ে এস, কারণ যারা পিছনে থাকার তারা তো পিছনে অনেক আসবে, তোমরাও যদি পিছনে থেকে যাবে তো পিছনের দিকের তাদেরকে তো সামনে এগিয়ে দিতে হবে, সেইজন্য সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ, আমরা সামনে থাকি। পিছনে থাকা অর্থাৎ প্রজা হওয়া। প্রজা তো হতে চাও না, চাও ! তোমরা প্রজা যোগী তো নও, রাজযোগী, তাই না ! অতএব, ফলো ফাদার। আচ্ছা !

ফরেনার্স কী করবে ? ফলো ফাদার করবে, করবে না ! কতদূর পৌঁছাবে ? সবাই ফ্রন্টে আসবে। যারা এসেছে, ফলো ফাদার করে ফাস্ট আর ফাস্ট এগিয়ে যাও। এটা ভেবো না যে মাত্র একজনই ফাস্ট হবে, কিন্তু ফাস্ট গ্রেড তো অনেক হবে, তাই না ? ফাস্ট নম্বর তো ব্রহ্মা আসবেন, কিন্তু ফাস্ট গ্রেডের তারাই তো তাঁর সাক্ষী থাকবে, সেইজন্য ফাস্ট গ্রেডে এস। শুধু একা ফাস্ট হবে না, ফাস্ট গ্রেডে অনেক হবে, সেইজন্য এটা ভেবো না - প্রথম নম্বর তো ফাইনাল হয়ে গেছে, সুতরাং সেকেন্ডেই আসবে, সেকেন্ড গ্রেডে যেও না। যে দায়িত্ব পালনে পদক্ষেপ নেয় সে'ই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জুন। অর্জুন হওয়া অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নম্বর। সবার ফাস্ট আসার চান্স আছে, সবাই আসতে পারে। ফাস্ট-গ্রেড অসীম, কম নয়। তো সবাই ফাস্ট আসবে, তাই না ! নিশ্চয় আছে ? আচ্ছা !

যারা, সদা ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করে, সদা আপনা থেকেই যোগযুক্ত-যুক্তিযুক্ত থাকে, সদা সারথি হয়ে সকল কর্মেন্দ্রিয়কে শ্রেষ্ঠ মার্গে চালিত করে, সদা গন্তব্য তথা লক্ষ্যবস্তুর কাছে থাকে, সে'রকম সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার জোন ওয়াইজ উচ্চারিত হওয়া মধুর মহাবাক্যঃ -

ইন্দোর জোন

বাপদাদার শ্রেষ্ঠ মত শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত করিয়ে নিয়েছে, তোমরা এ'রকম অনুভব কর, তাই না ! যেমন মতি তেমন গতি হয়। সুতরাং বাবার শ্রেষ্ঠ মত যদি থাকে তাহলে গতিও তো শ্রেষ্ঠ হবে, হবে না ! বলা হয়ে থাকে যে, অল্পে যেমন তোমার মতি, তেমনই তোমার গতি . . . এটা কেন বলা হয়েছে ? কারণ বাবা চক্রের অল্পে এসে শ্রেষ্ঠ মত দেন। তাইতো অল্প সময়ে শ্রেষ্ঠ মত নাও আর অনেক জন্ম সঙ্গতি প্রাপ্ত কর। এই সময় অসীমের "অল্প-মতি তথা গতি" শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। সুতরাং এই সময়েরই স্মরণিক ভক্তিতে চলে আসছে। এক জন্মের শ্রেষ্ঠ মত দ্বারা কতো জন্ম পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত কর ! সব স্মৃতিচিহ্ন এই সঙ্গমযুগেরই। স্মৃতিচিহ্ন কেন হয়েছে ? কারণ এই সময় স্মরণে থেকে তোমরা কর্ম কর। সব কর্মের স্মরণিক হয়ে গেছে। অমৃতবেলায় তোমরা বিধিপূর্বক ওঠো, তাহলে দেখ, তোমাদের স্মৃতিচিহ্নের চিত্রও বিধিপূর্বক জাগানো হয়, কতো প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসায় তারা জাগায়। জড়চিত্র, কিন্তু তবুও তারা সঙ্গহ হৃদয়ে জাগায়। জাগায়, তারপরে থাওয়ায়, তারপরে আবার শুইয়ে দেয়। কারণ এই সময় তোমরা এই সবকিছু বিধিসম্মত ভাবে স্মরণে কর। আহারও বিধিপূর্বক থাও। ভোগ নিবেদন করার পরে থাও, তাই না ! নাকি যেমন আছে তেমনই খেয়ে নাও ? এমন তো নয় যে কাউকে খেতে দিতে হবে ব'লে তাড়াহুড়ো করে ভোগ নিবেদন করলে না ! যদি কাউকে দিতেও হয়, কোনো বাধ্যবাধকতা আছে তো আগে আলাদা ভাগ অবশ্যই সরিয়ে রাখ। এ'রকম নয় যে কাউকে খাইয়ে পরে ভোগ নিবেদন করবে। বিধিপূর্বক ভোজনে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, খুশি হয়, সহজভাবে নিরন্তর স্মরণ থাকে।

সুতরাং অমৃতবেলা থেকে রাত পর্যন্ত যে কর্মই কর, স্মরণের বিধিবদ্ধ ভাবে কর তবেই সব কর্মের সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে। সিদ্ধি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হতে থাকা। সবচাইতে বড় সফলতা হ'ল - প্রত্যক্ষফল হিসেবে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হওয়া। সদা সুখের তরঙ্গে, খুশির তরঙ্গে তরঙ্গিত থাকবে। প্রথমে প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত হয়, তারপরে ভবিষ্যতের ফল পাওয়া যায়। এই সময়ের প্রত্যক্ষফল ভবিষ্যতের অনেক জন্মের ফল থেকে শ্রেষ্ঠ। যদি এখন প্রত্যক্ষফল না খেয়েছ তবে সারা কল্পে কখনও প্রত্যক্ষফল পাবে না। তোমরা এখনই কিছু করলে আর এখনই তার ফল লাভ হ'ল - একে বলে প্রত্যক্ষ ফল। সত্যযুগেও যে ফলের

প্রাপ্তি হবে তা' এই জন্মের হবে, অন্য জন্মের নয়। কিন্তু এখানে যা প্রাপ্ত হয় তা' প্রত্যক্ষফল, অর্থাৎ এই সময়েরই ফল। সুতরাং প্রত্যক্ষফল থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'র না, সদা ফল খেয়ে যাও। এই প্রত্যক্ষফল তোমাদের ভালো লাগে, তাই না ! তোমাদের এমন ভাগ্য হবে কখনো ভেবেছিলে ? ভগবানের থেকে ফল প্রাপ্ত হবে তা' তোমরা স্বপ্নেও ভাবনি ! সুতরাং যে বিষয় তোমাদের ভাবনায় এমনকি স্বপ্নেও নেই, আর তা' যদি হয়ে যায় তাহলে কতো খুশি হয় ! আজকালকার লটারী অল্পকালের হয়, তবুও লোকে কতো খুশি হয় ! আর এই প্রত্যক্ষফল তথা ভবিষ্যৎ ফল হয়ে যায়। তাহলে। নেশা তো থাকে, তাই না ! কখনো কম কখনো বেশি এমন তো হয় না ? সদা একরস স্থিতিতে উড়ে চলো। সেকেন্ডে উড়তে শিখে গেছ, তাই না ! নাকি বেশি সময় লাগে ? যেইমাত্র সঞ্চল করলে আর সাথে সাথে পৌঁছালে - তোমাদের গতি এত ফাস্ট ? আচ্ছা !

ইন্দোর জোনের সবাই তোমরা সন্তুষ্ট তো ? মাতারা, সদা সন্তুষ্ট ? পরিবারের মধ্যে লৌকিক জন দ্বারা কখনো অসন্তুষ্ট তো হও না ? কখনো বিরক্ত হও ? কখনো চঞ্চল বাচ্চার প্রতি অতিষ্ঠ হও ? কখনো

বিরক্ত হ'য়োনা, তোমরা যত বিরক্ত হবে তারা ততই বেশি উত্যক্ত করবে, সেইজন্য ট্রাস্টি হয়ে, সেবাধারী হয়ে সেবা কর। আমিষ্ণভাব যদি আসে তখনই বিরক্ত হও। 'আমার বাচ্চা' আর এ'রকম করছে ! সুতরাং যেখানে আমিষ্ণের বোধ হয় সেখানে তোমরা বিরক্ত হও আর যদি 'তোমার-তোমার' বোধ থাকে তো ভেসে বেড়াও। তাহলে তোমরা ভেসে থাক ! সদা 'তোমার' মানে স্বমানে থাকা। 'আমার-আমার' বলা মানে অভিমান আসা, 'তোমার-তোমার' এই বিশ্বাস মানে নিজ স্বমানে থাকা। সুতরাং সদা স্বমানে থাকে অর্থাৎ 'তোমার' বোধে বিশ্বাস - এ'টা স্মৃতিতে রাখ। আচ্ছা !

ডবল ফরেনার্সও হারানিধি, অল্পসংখ্যক আছ। কতো খুশি থাক, তার বর্ণন করতে পার ? বাবা অসীম জগতের তো প্রাপ্তিও অসীম, সেইজন্য সীমিত পরিসরের কোনকিছু গুণ্ডি করতে পার না। বাপদাদা তো ডবল বিদেশি বাচ্চাদেরকে তীব্র পুরুষার্থী গতিতে দেখে খুশি হন। ভারতবাসী তো ভারতের ব্যাপারে জানে, কিন্তু এরা না জেনেও এত কাছের তীব্র পুরুষার্থী হয়েছে, চমৎকার তো করেছে, তাই না ! অতএব, তোমরা ডবল লাকি হয়েছে। আর ভারতবাসীর কি নেশা আছে যে আমরাই প্রতি কল্পে অবিনাশী ভারতবাসী হব! অবিনাশী খন্ড ভারত - এই নেশা আছে, আছে না ? তোমাদের সকলের নিজস্ব নেশা আছে। সবাইকে ভারতে আসতে হবে, আর তোমরা ভারতে বসেই আছ। আচ্ছা ! ওম শান্তি ।

বরদান:- নিজের মস্তক দ্বারা তৃতীয় নেত্রের সাক্ষাৎকার করিয়ে প্রকৃত যোগী ভব
স্মারকচিহ্নে যোগীর মস্তকে তৃতীয় নেত্র দেখানো হয়। তোমরা প্রকৃত যোগী বাচ্চারাও নিজের মস্তক দ্বারা
তৃতীয় নেত্রের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য সদা বুদ্ধি দ্বারা এক বাবার সঙ্গে থাক। এক বাবা দ্বিতীয় আমি,
তৃতীয় নেই কেউ। যখন এ'রকম স্থিতি হবে, তখন তৃতীয় নেত্রের সাক্ষাৎকার হবে। যদি বুদ্ধিতে তৃতীয়
কেউ এসে যায় তাহলে তখন তৃতীয় নেত্র বন্ধ হয়ে যাবে, সে' জন্য সদাসর্বদা তৃতীয় নেত্র উন্মুক্ত থাকতে
দাও - অতএব, স্মরণে রাখ তৃতীয় কেউ নেই।

স্লোগান:- প্রশ্নচিত্ত হওয়া অর্থাৎ অস্থির হওয়া আর উত্যক্ত করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রেষ্ঠ হতে গেলে পুরোপুরি শ্রীমতে চলো, শ্রীমতে না চলাই হলো সবচেয়ে বড় খুঁত (অসম্পূর্ণতা)"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের কন্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, বুদ্ধি থেকে জ্ঞান বেরিয়ে যায় ?

*উত্তরঃ - যারা চলতে-চলতে অপবিত্র হয়ে যায়, পড়াশোনা ত্যাগ করে বাবাকে পরিত্যাগ করে দেয়, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বিকারী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবিনাশী জ্ঞান বুদ্ধিতে বসতে পারে না। বুদ্ধির তালা খুলতে পারে না। যারা অপবিত্র হয়ে যায় তাদের ভোজন-পানও খারাপ (তামসিক) হয়ে যায়। তারা মায়াবী (মায়ার জগতের) মানুষদের সাথে মিলিত হয়ে যায়, তখন কন্ঠই রুদ্ধ হয়ে যায়। কাউকে জ্ঞান শোনাতে পারে না।

*গীতঃ- তোমায় পেয়ে আমরা....

ওম্ শান্তি । এই গান কে গাইছে ? যে বাবার থেকে ত্রি-জগতের রাজত্ব নিয়ে নিয়েছে। তোমার থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে, তা কেউ সরিয়ে দিতে পারে না। আমাদের কেউ সরিয়ে দিতে পারে না অর্থাৎ কাল গ্রাস করতে পারে না। আর না তো আমাদের রাজত্ব কেউ নিতে পারে। বাচ্চারা জানে যে আমরা সেই মালিকের থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবাকে মালিকও বলা হয় কিন্তু সেই মালিকের থেকে কি পাওয়া যায়, কিছুই জানা নেই। মালিককে কিভাবে আমরা স্মরণ করবো, ওঁনার নাম-রূপ কি? কিছুই জানা নেই। মালিক তো সৃষ্টির মালিক, তাই না! তিনি হলেন রচয়িতা, আমরা হলাম রচনা। বাবা রচনা করেন উত্তরাধিকারীদের অথবা বাচ্চাদের, তারপর তাদের নিজের (স্ব-রাজ্যের) মালিক বানিয়ে দেন, বাচ্চারা পরে বাবার মালিক হয়ে যায়। বাচ্চারা বলে, আমার বাবার যে সম্পত্তি আছে তার মালিক হলাম আমি। বাবা তো এরকম বলবে না যে বাচ্চাদের সম্পত্তির মালিক হলাম আমি। এ হলো অত্যন্ত বুঝবার মতন বিষয়। সেন্সীবেল বাচ্চারা ই বুঝতে পারে। বুদ্ধি স্বচ্ছ না হলে তাতে রক্ত থাকতে পারে না। যখন দেহী-অভিমানী হবে তখন রক্ত ধারণ করতে পারবে। দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে আর বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। সেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে। যেমন লৌকিক পিতা বাচ্চাদের জন্ম দেয় তখন বাচ্চা মালিক হয়ে যায়। বাচ্চারা বলবে আমার বাবা। বাবা বলবেন আমার সন্তান। কিন্তু বাচ্চার কাছে তো কিছুই নেই। তারা তো বাবার ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার পায়। বাবা কখনো এরকম বলবে না যে বাচ্চাদের ধন-সম্পদ আমার। বাবা বোঝেন -- বাচ্চারা আমার ধন-সম্পদের মালিক, এ হলো অতি ধারণায়ুক্ত কথা। ধারণা হয় না কারণ অসম্পূর্ণতা(খুঁত) আছে। বোঝা উচিত যে আমার মধ্যে অনেক খুঁত আছে। প্রথম নশ্বরের খুঁত হলো এই যে শ্রীমতে চলে না, শ্রীমতের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ হতে হবে। শ্রীমৎ রাজযোগ শেখায়। শ্রী অর্থাৎ নিরাকার ভগবানুবাচ, সেইজন্য আমরা প্রশ্ন করি যে জ্ঞান সাগর, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ? এ'কথা বড়-বড় বোর্ডে লিখে দেওয়া উচিত। পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে যাদের পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে, সেও অবশ্যই স্বর্গের মালিক হয়েই যাবে। বাবা এসে বাচ্চাদের সলাম করেন। সলাম মালেকম্ বৎস। বাচ্চারা বলে -- মালেকম্ সলাম। আমি তো কেবল ব্রহ্মান্ডের মালিক, তোমরা হলে ব্রহ্মান্ড এবং বিশ্ব দুই-য়েরই মালিক হয়ে যাও, সেইজন্য বাবা বাচ্চাদের ডবল সলাম করেন। একজন অসীম জগতের পিতাই তোমাদের কত নিষ্কাম সেবা করেন। লৌকিক বাবা নিষ্কাম হন না। তাদের আশা থাকে যে আমরা বাণপ্রস্থ অবস্থায় গেলে তখন বাচ্চারা আমাদের সেবা করবে। আসলে এই নিয়ম ছিল -- বাচ্চা বাবার সেবা করতো। আজকাল তো পয়সা উড়িয়ে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা এ'রকম বাদশাহী পাই বাবার থেকে। লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশ্যেও লেখো যে এঁাদের চেনো তো, এঁাদের এই স্বর্গের রাজত্ব কে দিয়েছেন ? অবশ্যই স্বর্গের স্থাপনাকারই দেবেন। পুরোনো দুনিয়া থাকবে তবেই তো নতুন দুনিয়া স্থাপন করবে। তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণ এই উত্তরাধিকার পেয়েছিল শ্রীমতানুসারে চলার জন্য। শ্রীমৎ রাজযোগ আর সহজ জ্ঞান শেখায়। যাকে বোঝানো হয় -- সে রাজা হয়ে যায়। প্রথম স্থানে শ্রীকৃষ্ণ, উনি এমন কি কর্ম করেছেন যে নিজের মা-বাবার থেকেও বেশি মর্যাদা পেয়েছেন। সেই মহারাজা-মহারানী কোথায় ছিলেন, যাদের কাছে কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত নির্বিকারী হয়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অবিনাশী জ্ঞান বুদ্ধিতে বসতে পারবে না। বুদ্ধির তালা খোলেই তখন যখন পবিত্র হয়ে থাকে। অপবিত্র হলেই সব বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাবে। অনেক বাচ্চারা ছেড়ে চলে যায়। পড়াই ছেড়ে দেয়। তারা পুনরায় আর কাউকে জ্ঞান শোনাতে পারে না। পতিত হয়ে যায়, ভোজন-পানও খারাপ খায়। মায়াবী লোকেদের সাথে গিয়ে মেলামেশা করে। তাদের দম বন্ধ হয়ে যায়। এ'কথাও শান্ত্রে রয়েছে। বৃন্দাবনে রাস ইত্যাদি হতো, বারণ করা হতো যে কাউকে শোনাতে গলা বন্ধ হয়ে যাবে। এ হলো জ্ঞানের কথা। যদি পরিত্যাগ করে, গিয়ে নিন্দা করে

তবে গলা বন্ধ হয়ে যায়। কথিতও আছে যে সন্ধ্যুর নিন্দুক কোথাও ঠাঁই পাবে না। বাবা বলেন -- সৃষ্টি যখন অপবিত্র, পুরোনো হয়ে যায় তখন আমি আসি। মানুষকে তমোপ্রধান হতেই হয়। যা কর্তব্য করবে তা উল্টোই করবে কারণ উল্টো মত পাচ্ছে। শ্রীমৎ নেই। বিপরীত মত পতিত, ভ্রষ্টাচারী করে দেয়। পূর্বে ভ্রষ্টাচারী শব্দটিই ছিল না। সন্ন্যাসী পবিত্র হওয়ার জন্য বিকারের থেকে সন্ন্যাস নেয়। ভগবান বলেন -- সব ভক্তই আমার প্রিয় কারণ তাদের সকলকে আমাকেই গতি-সঙ্গতি প্রদান করতে হয়। তাই সর্বপ্রথমে একথা বোঝাতে হবে যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কিসের সম্বন্ধ? সকলেই ভগবানকে স্মরণ করে। বাবা বলেন -- সব ভক্তই আমার প্রিয় কারণ তাদের সকলকে আমাকেই গতি-সঙ্গতি প্রদান করতে হয়। তারা মনে করে যে ভগবান এসে ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করেন, সেইজন্য ভক্তরা ভগবানের প্রিয়। বাবা বোঝান -- তোমরা দুর্গতি প্রাপ্ত করো, এখন আমি সঙ্গতি প্রদান করতে এসেছি। ভক্তির পরে ভগবানকে অবশ্যই আসতে হবে। আমাকে তোমাদেরকেই প্রথমে ভক্তির ফল প্রদান করতে হয়। আর কেউ তো শুরু থেকেই আমার ভক্ত নয়। ওরা তো অনেকেরই ভক্তি করে। তোমরা আমার প্রিয় সন্তান, তোমরা মালিক ছিলে পরে মায়া রাবণ তোমাদের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে নেয় আর তারপর ভক্তি শুরু হয়ে যায়। এও হলো ড্রামা। আমি তো সকলের সঙ্গতি করি। এখন তোমরা আমার মতানুসারে চলো, তাই না! মত দেওয়ার জন্য অবশ্যই আমাকে আসতে হয়। নাহলে কি'করে সঙ্গতির পথ বলবো। আমি এই প্রথম স্থানাধিকারী ভক্তের শরীরে আসি। ইনি হলেন নন্দীগণ। শিবের মন্দিরের সামনে নন্দীগণ রাখা হয়। এখন বিচার করো -- পরমপিতা পরমাত্মা ষাঁড়ের শরীরে তো আসবে না। ষাঁড়ের দ্বারা রাজযোগ কিভাবে শেখাবো। জ্ঞান সাগর ষাঁড়ের মধ্যে প্রবেশ করবে কি ! এখন তোমরা জ্ঞানবান হও। শ্রীমতে চলে লক্ষ্মী-নারায়ণ, সূর্যবংশীয় রাজা-রানী হতে চলেছো। সেই রাজধানীকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না, না কোনো তুফান আসতে পারে। আমরা অমরপুরীর মালিক হয়ে যাই। এ হলো মৃত্যুলোক। অমরনাথ বাবা-ই কালের(সময়ের) উপর বিজয়প্রাপ্ত করান। ওঁনার ভূমিকা আলাদা। তোমরা সকলে হলে পার্বতী, আমি হলাম অমরনাথ। আমি কখনো জন্ম-মৃত্যুতে আসি না। অমরপুরী, স্বর্গের মালিক তোমাদের করে দিই। ভারতবাসীদের বৈকুণ্ঠ অতি প্রিয় লাগে। বলে -- অমুকে বৈকুণ্ঠবাসী হয়েছে। মুখ অত্যন্ত মিষ্টি করে দিয়েছে। এখন প্রকৃত বৈকুণ্ঠ তো সত্যযুগে হবে। যখন সত্যযুগ হয় তখন পুনর্জন্মও সত্যযুগেই নেয়। তারপর ত্রেতায় আসে তখন পুনর্জন্মও ত্রেতাতেই নেয়। পুনরায় দ্বাপরে এলে পুনর্জন্মও দ্বাপরে নেয়। কিন্তু এ'রকম হতে পারে নাকি যে কলিযুগে মারা যাবে, আর জন্ম নেবে সত্যযুগে। স্বর্গে জন্ম নিতে থাকবে, তার ভিত্তি হলো পড়ার উপর। বাবা বলেন -- আমি তোমাদের সৃষ্টির মালিক বানিয়ে দিই, আমি হলাম নিষ্কামী। আমি বিশ্বের মালিক হই না। তোমরা স্বর্গে যাও আর আমি বিশ্রামী হয়ে যাই। আমি চক্রে আসি না। এই ঈশ্বরীয় জন্মের পর তোমরা দৈবী কোলে জন্ম নেবে। এখন তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে আসুরীয় কোলে জন্ম নাও। ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছো। সত্যযুগে সকলেই শ্রেষ্ঠাচারী হয়। এখন তোমরা শ্রীমতানুসারে শ্রেষ্ঠাচারী হতে চলেছো। ওখানে বিষ থাকে না। যদিও এখানে সন্ন্যাসীরা আছে কিন্তু জন্ম তো বিকার থেকেই নেয়, তাই না! সত্যযুগে বিকার থেকে জন্ম হয় না। নাহলে তাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলতে পারবে না। ওখানে মায়া থাকে না। কিন্তু এ'কথাও বুঝবে তখনই যখন কারোর বুদ্ধিতে বসবে।

বাবা এখন বলেন -- বাচ্চারা, এখন তোমাদের ঘরে যেতে হবে পুনরায় স্বর্গে এসে রাজ্য করতে হবে। আত্মারা পরমধাম থেকে আসে ভূমিকা পালন করতে, তারপর যতক্ষণ পতিত-পাবন এসে মুক্ত না করছেন ততক্ষণ একজনও যেতে পারে না। গালগল্প করতে থাকে -- অমুকে পরপারে নির্বাণে গেছে। বাবা এসে সব কথা ভালভাবে বোঝান। সর্বপ্রথমে বোঝাও যে পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক ! তাহলে দ্বিতীয় কেউ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আসবে না। তোমরা প্রতি কল্পে প্রস্তুতবুদ্ধি থেকে পারশবুদ্ধি, পারশবুদ্ধি থেকে প্রস্তুতবুদ্ধি হয়ে এসেছো। এ তো ভালভাবেই বোঝানো হয়ে থাকে কিন্তু যখন নিশ্চয় বসবে। অবশ্যই আমরা শিববাবার সন্তান। বাবা বলেন -- আমি এসেছি তোমাদের সুখধামে নিয়ে যেতে, যাবে ? ওখানে এই(বিকারের) বিষ পাবে না। মূলকথাই হলো পবিত্রতার। যে কল্প-পূর্বে ছিল, সে-ই এখনো থাকতে পারবে। অনেক কন্যাসন্তানেরা লেখে যে জানি না কবে এই বন্ধন মুক্ত হবে। যুক্তি বলো। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, বন্ধন ছিল হবে নিজের সময়ানুসারে। বাবা কি করবে ? এক বন্ধন যদিও ছিল হয়ে যায় পুনরায় সন্তানাদিতে মোহ পড়ে যায়। এইসব থেকে বুদ্ধিকে সরিয়ে আনতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অনেকে তো আরো অধিকমাত্রায় মোহে জড়িয়ে পড়ে। অনেকেই আছে যারা মোহের দিকে ঝুলে পড়ে। বাবা বলেন -- তোমরা মোহ অদ্বিতীয় পিতার প্রতিই রাখো তবেই ধারণা হবে। কেউ জ্ঞান অর্জন করতে না পারল তখন পালিয়ে যায়। তখন বদনাম হয়ে যায়। কল্প-পূর্বেও ড্রামায় এরকমই হয়েছিল। যে মুহূর্ত (সেকেন্ড) অতিবাহিত হয়ে গেছে তা ড্রামা। মায়ের মৃত্যু হলেও হালুয়া থাকে, স্ত্রীর মৃত্যু হলেও হালুয়া থাকে..... যারা কাঁচা তাদের একটু ধাক্কা লাগে। অনেক সন্ন্যাসীরাও এমনই হয়, টিকে থাকতে না পারলে তখন গৃহস্থে চলে যায়। চাল-চলনই এরকম হয়ে থাকে। এখানে হলো একটিই মুখ্য বিষয়(কথা)। আমরাও সেই বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি, তোমরাও ওঁনাকে পিতা মনে করো, এসে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। একটিই কথা --

সেকেন্ডে জীবনমুক্তি, পরে একটু বোঝালেই মানুষ তৎক্ষণাৎ বুঝে যাবে। অনেক মত আছে, যার জন্য ভারত ব্রষ্ট হয়ে গেছে। পুনরায় একের মতানুসারে অর্ধেক কল্পের জন্য ভারত শ্রেষ্ঠাচারী হয়ে যায়। শ্রেষ্ঠও অবশ্যই বাবা বানাবেন। সকলকে পার করেন একমাত্র বাবা-ই তাহলে কেউ ডোবানোর জন্যও রয়েছে। বাবা তো সকলকে বলেন, বিকারের সন্ন্যাস করতেই হবে তবেই তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। বাবা উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। অগণিত ব্রহ্মাকুমারী রয়েছে। তোমরাও বি.কে, উত্তরাধিকার আধ্যাত্মিক বাবার কাছ থেকে পাওয়া যায়। কত সহজ। কিন্তু কারোর কেবল বুলিই(কথা) সার, কর্ম না থাকলে তখন কারোর তীরও লাগে না। তাই কথায় যদিও কারোর ভালো হয়ে যায় কিন্তু নিজে না করলে তখন অধঃপতন হয়ে যাবে। যাকে জ্ঞান প্রদান করবে তার উত্তরণ হবে, আর স্বয়ং অধঃপতনে যাবে। এমনও অনেকে আছে, বাবা বাচ্চাদের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার উইল করে দেন। এখন তোমরা যোগ্য হয়ে স্বর্গের মালিক হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্য নিজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা নিষ্কাশিত করে সদা শ্রীমতে চলতে হবে। বুদ্ধিতে জ্ঞান রত্নের ধারণা দেহী-অভিমানী হয়ে করতে হবে।

২) নিজের বোল এবং কর্ম এক করতে হবে। জ্ঞানের ধারণার জন্য সবকিছু থেকে মোহ নিষ্কাশিত করে একমাত্র বাবার সঙ্গেই মোহ রাখতে হবে।

বরদান:- বাপদাদার সঙ্গ দ্বারা মায়েকে দূর থেকেই মূর্ছিত করা মায়াজিৎ, জগৎজীৎ ভব যেমন বাবার স্নেহী হয়েছে তেমনই বাবাকে সাথী করো তাহলে মায়া দূর থেকেই মূর্ছিত(অজ্ঞান) হয়ে যাবে। শুরু-শুরুর যে প্রতিজ্ঞা ছিল -- তোমার সাথে থাক, তোমার সাথে বসবো, তোমার প্রতিই আত্মা আকৃষ্ট হবে..... এইরূপ প্রতিজ্ঞা অনুসারে সারাদিনের প্রতিটি দৈনন্দিন-কার্য বাবার সাথে করো তাহলে মায়া ডিস্টার্ব করতে পারবে না, তার বিনাশ হয়ে যাবে। তাই সাথীকে সদা সাথে রাখো, সঙ্গ-র শক্তি দ্বারা অর্থাৎ মিলনে মগ্ন হয়ে থাকলে মায়াজীত, জগৎ-জীত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- নিজের উচ্চ বৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তির পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন প্রকৃত সংসঙ্গে বসে আছো, তোমাদের সত্যথওে যাওয়ার মার্গ সত্য বাবা বলে দিচ্ছেন"

*প্রশ্ন:- কোন নিশ্চয়ের আধারে পবিত্র হওয়ার শক্তি শীঘ্রই আসে ?

*উত্তর:- যদি এই নিশ্চয় থাকে যে, এই মৃত্যুলোকে এখন আমাদের এটা হলো অন্তিম জন্ম । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে । বাবার শ্রীমং হলো, পবিত্র হও তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । এই বিষয়ের নিশ্চয় পবিত্র হওয়ার শক্তি শীঘ্রই এসে যায় ।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এলো আজ...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মারূপী বাচ্চারা গীত শুনেছে । এই গীত তোমাদের জন্য হীরের মতো, আর যে বানিয়েছে, তার জন্য কড়ির মতো । ওরা তো যেন তোতার মতো গাইতে থাকে । অর্থ কিছুই জানে না । তোমরা অর্থ বোঝো । এখন সেই দিন আবার এসেছে যখন কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ, বা পতিত দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে পবিত্র দুনিয়া হতে হবে । মানুষ ডাকতেও থাকে যে, হে পতিত পাবন, এসো । পবিত্র দুনিয়াতে কেউ ডাকবে না । তোমরা এই গানের অর্থ খুব ভালোভাবে জানো, ওরা জানে না । তোমরা জানো যে, ভক্তির কাল অর্ধেক কল্প ধরে চলে । যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তখন থেকে ভক্তিও শুরু হয়ে যায় । সিঁড়ি নামতে হয় । এই রহস্য বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বসে আছে । তোমরা এখন জানো যে, ভারতবাসী যারা ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিলো, তারাই ১৪ কলার হয়েছে । অবশ্যই তাহলে যারা ১৬ কলার হয়েছিলো, তারাই তো আবার ১৪ কলার হবে । না হলে কারা হবে ! তোমরা ১৬ কলার ছিলে, এখন আবার তেমন হচ্ছে, আবারও কলা কম হতে থাকবে । দুনিয়ার কলাও কম হতে থাকে । যে বাড়ি আগে সতোপ্রধান ছিলো, তা অবশ্যই তমোপ্রধান হতে হবে । তোমরা জানো যে, সত্যযুগকে সতোপ্রধান দুনিয়া আর কলিযুগকে তমোপ্রধান দুনিয়া বলা হয় । যারা সতোপ্রধান ছিলো, তারাই তমোপ্রধান হয়েছে কেননা ৮৪ জন্মগ্রহণ করতে হয় । দুনিয়া অবশ্যই নতুন থেকে পুরানো হয়, তাই মানুষ চাইতেও থাকে নতুন দুনিয়া, নতুন রাজ্য হোক । নতুন দুনিয়াতে কার রাজ্য ছিলো, এও কেউ জানে না । তোমরা এই সংসঙ্গ থেকে সবকিছুই জানতে পারো । প্রকৃত সংসঙ্গ এই সময় এটাই, যার গায়ন ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । তাই তো বলবে -- এ তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে, কিন্তু তোমরা জানো যে, তোমাদের প্রকৃত সংসঙ্গ এটাই । বাকি যা কিছুই আছে, সে সব মিথ্যা সঙ্গ । বাস্তবে সে সব সংসঙ্গই নয় । ওতে তো নামতেই হতে হয় । এ হলো সংসঙ্গের সবথেকে বড় উৎসব । এক সং বাবার সঙ্গে এখানে সঙ্গ হয় । বাকি আর কেউই সং বলেই না । এ হলোই মিথ্যা থণ্ড । মিথ্যা মায়া -- মিথ্যা কায়া... প্রথম মিথ্যা ঈশ্বরের জন্য এই কথা বলে যে, তিনি সর্বব্যাপী । অল্ক'কেই (ঈশ্বর/আল্লাহ) মিথ্যা বানিয়ে দিয়েছে । তোমাদের তাই সর্বপ্রথমে বাবার পরিচয় দান করতে হবে । ওরা তো উল্টো পরিচয় দিয়ে দেয় । সম্পূর্ণ মিথ্যা, সত্যির সূতো মাত্রও নেই । এ হলো জ্ঞানের কথা । এমন নয় যে, জলকে জল বলা মিথ্যা । এ হলো জ্ঞান আর অজ্ঞানের কথা । জ্ঞান একই জ্ঞানের সাগর বাবা দেন, যাকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলা হয় । সত্যযুগে কোনো মিথ্যা থাকে না । রাবণ এসে সত্যথওকে মিথ্যাথণ্ড বানিয়ে দেয় । বাবা বলেন -- আমি তো সর্বব্যাপীই নই । আমিই তো সত্য কথা বলি । আমি এসেই সত্য মার্গ অর্থাৎ সত্যথওে যাওয়ার মার্গ বলে দিই । আমি তো উঁচুর থেকেও উঁচু তোমাদের বাবা । আমি আসি তোমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে । বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য উপহার নিয়ে আসি । আমার নামই হলো হেভেনলি গড ফাদার । আমি স্বর্গ হাতে করে নিয়ে আসি । স্বর্গে থাকে স্বর্গবাসী দেবতাদের বাদশাহী । এখন আমি তোমাদের স্বর্গবাসী বানাচ্ছি । এক বাবাই তো সত্য, তাই বাবা বলেন - কোনো খারাপ কথা শুনো না, এই সবই মৃত অবস্থায় পড়ে আছে । এ হলো কবরস্থান, একে দেখেও দেখবে না । তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য উপযুক্ত হতে হবে । এই সময় সবই পতিত । মনে করো, স্বর্গের উপযুক্তই হয়নি । বাবা বলেন -- রাবণ তোমাদের অনুপযুক্ত করে দিয়েছে । বাবা আবার এসে অর্ধেক কল্পের জন্য তোমাদের উপযুক্ত করেন । তাই তাঁর শ্রীমং অনুযায়ী চলতে হবে, তারপর সমস্ত দায়িত্ব তাঁর উপর । বাবা সমস্ত দুনিয়াকে পবিত্র বানানোর দায়িত্ব নিয়েছেন । তিনি যে মত দেবেন, তা পূর্ব কল্পের মতোই দেবেন, এতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয় । যা অতীত হয়ে গেছে -- বলবে, ড্রামা অনুসারেই হয়েছে । কথাই শেষ হয়ে যাবে । শ্রীমং যদি বলে, এই করো, তাহলে তা করা উচিত । তাঁরই সব দায়িত্ব, কেননা তিনিই কর্মের দণ্ড দেওয়ান, তাই তাঁর নির্দেশ পালন করা উচিত । তিনি বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, গৃহস্থ জীবনে থেকে এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকো । এই মৃত্যুলোকে এই হলো আমাদের অন্তিম জন্ম । এই কথা যখন বুঝতে পারবে তখনই পবিত্র হতে পারবে । বাবা তখনই আসেন, যখন পতিত দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে । প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ অক্ষরও অর্থ সমেত লিখতে হবে । এমন

নয় যে, স্থাপনা, পালনা, বিনাশ । বাম্বারা, তোমরা এখন জানো যে, আমরা এই আধ্যাত্মিক পড়া পড়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো । এই কথা বুদ্ধিতে দৃঢ়ভাবে থাকা উচিত । কোনো কোনো বাম্বা আছে যারা যদিও ভালোই বোঝায় কিন্তু তেমন গভীর সুখ কারোরই নেই । তোতার মতো স্মরণ করতে থাকে, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতেও গভীরভাবে ধারণা হওয়া উচিত । তোমরা জানো যে, এই যে সব শাস্ত্র আছে সবই ভক্তিমার্গের, এইজন্য বোঝানো হয়, এখন বিচার করে দেখো, সত্য কথা কি । সত্যনারায়ণের কথা তোমাদের এক বাবাই শোনান । বাবা কখনোই মিথ্যা বলেন না । বাবাই সত্যথণ্ডের স্থাপনা করেন । তিনি সত্য কথাই শোনান, এতে কোনো মিথ্যা থাকতে পারে না । বাম্বাদের এই নিশ্চয় থাকা উচিত যে, আমরা কার সাথে বসে আছি । বাবা আমাদের তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হতে শেখান । তিনিই প্রকৃত অমর কথা অথবা সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন যাতে আমরা নর থেকে নারায়ণ তৈরী হচ্ছি । যার মহিমা আবার ভক্তিমার্গে চলতে থাকে । এ কথা বুদ্ধিতে থাকা চাই । আমাদের কোনো মনুষ্য পড়ান না । আমাদের মতো আত্মাদের আত্মিক পিতা পড়ান । শিব বাবা, যিনি আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা, তিনিই আমাদের পড়ান । আমরা এখন শিব বাবার সন্মুখে বসে আছি । মধুবনে এলে নেশা চড়ে যায় । এখানে তোমাদের রিফ্রেশমেন্ট হয়, তোমরা অনুভব করো যে, এখানে সামান্য সময়েই তোমরা রিফ্রেশ হয়ে যাও । বাইরে তো জাগতিক কাজকর্ম আদি চলতেই থাকে । বাবা বলেন --- হে আত্মারা, বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । বাবাও হলেন নিরাকার, তাঁকে কেউই জানে না । না কেউ ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শঙ্করকে জানে । চিত্র তো সকলের কাছেই আছে । কাগজের চিত্র দেখে কেউ তো আবার ছিঁড়েও ফেলে । কেউ তো আবার দেখো, কতো দূরে দূরে গিয়ে কতো পূজো ইত্যাদি করে । চিত্র তো ঘরেও রাখা থাকে, তাই না । তাহলে এতো দূরে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে কি লাভ । বাম্বারা, তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছো, তাই তোমাদের এইসব অপ্রয়োজনীয় মনে হয় । কৃষ্ণ তো এখানেও কালো বা গোরা পাথরের তৈরী হতে পারে তাহলে জগন্নাথ পুরীতে কেন যাও ! এই কথাও তো তোমরাই জানো যে, কৃষ্ণকে কেন শ্যামসুন্দর বলা হয় ? আত্মা তমোপ্রধান হওয়ার কারণে কালো হয়ে যায় । আবার আত্মা পবিত্র হলে সুন্দর হয়ে যায় । এই ভারতেই স্বর্ণযুগ ছিলো যেখানে পাঁচ তন্ত্রের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ছিলো শরীরও তেমনই সুন্দর ছিলো । এখন তন্ত্রও তমোপ্রধান হওয়ার কারণে শরীরও এমন কালো, কেউ আবার বাঁকা, কেউ প্রতিবন্ধী ইত্যাদি হতে থাকে, একে বলা হয় নরক । এ হলো মায়ার চাপ । বিলেতে বাতি এমন হয়, এতো রোশনাই যে, বাতি আর দেখা যায় না । ওখানেও এমনই রোশনাই থাকে । বিমান ইত্যাদি তো সেখানেও থাকে । সায়েন্সের যারা আছে তারাও এখানে আসবে । তখন ওখানেও এই এরোপ্লেন ইত্যাদি সব তৈরী হবে । তোমরা যত নিকটে আসতে থাকবে, ততই তোমাদের সব সাক্ষাৎকার হবে । বৈদ্যুতিক কারিগর আদি সব এসে এই জ্ঞান নেবে । অল্প কিছু জ্ঞান গ্রহণ করলেও প্রজাতে চলে আসবে । শিক্ষা যদি সঙ্গে করে নিয়ে যায় তাহলে অল্প মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । হ্যাঁ, তোমাদের মতো কর্মাতীত অবস্থা তো আর পাবে না । বাকি আত্মারা তো তাদের শিক্ষা নিয়েই যাবে, তাই না । টেলিভিশন ইত্যাদিতে দূরে বসে দেখতে থাকবে । দিনে দিনে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো কঠিন হয়ে যাবে । দুনিয়াতে কতো কিছু জিনিস আবিষ্কার হয় । প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও এতো মানুষ মারা যায়, বন্যা ইত্যাদিও হতে থাকবে । সমুদ্রও ফুলে উঠবে । মানুষ তো জায়গার কারণে সমুদ্রকেও শুকিয়ে ছোটো করে দিয়েছে ।

বাম্বারা, তোমরা এখন জানো যে, এই দুনিয়াতে কি কি আছে, আর নতুন দুনিয়াতে কি কি হবে । তখন কেবল ভারত খণ্ডই থাকবে । তাও ছোটো হবে । বাকি সবাই পরমধামে চলে যাবে । বাকি সময় কতটা আছে, এসব কিছুই থাকবে না । তোমরা এখন তোমাদের রাজধানী স্থাপন করছো । তোমাদের জন্য পুরানো দুনিয়ার বিনাশ পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ আছে । এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে তোমরা আর অল্প কিছুদিনই আছো । তারপর নিজের নতুন দুনিয়াতে চলে যাবে । তোমরা যদি কেবল এই কথাও স্মরণ করতে থাকো তাহলেও খুশীতে থাকবে । তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এইসব শেষ হয়ে যাবে । এইসব এতো খণ্ড আর থাকবে না । প্রাচীন ভারত খণ্ডই থাকবে । যদিও তোমরা গৃহস্থ জীবনে থাকো, কাজকর্মও করো, কিন্তু বুদ্ধিতে যেন বাবা স্মরণ থাকে তোমাদের এই মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার কোর্স করতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকে চাকরী করেও বাবাকে আর চক্রকে স্মরণ করো । একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করো । প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে যাতে সম্পূর্ণ দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে । সত্যযুগে খুব অল্প মানুষ থাকে । ওখানে এতো ক্যানেল বা নালার দরকার নেই । এখানে তো কতো নালা কাটা হয় । নদী তো অনাদি । সত্যযুগে যমুনার উপকণ্ঠ থাকবে ওখানে মিষ্টি জলের উপর মহল তৈরী হবে এই বোম্বে থাকবে না । একে কেউই নতুন বোম্বে বলবেই না । বাম্বারা, তোমাদের প্রত্যেককে বোঝাতে হবে যে, আমরা স্বর্গের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছি, তারপর এই নরক আর থাকবে না । রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে । রামপুরী স্থাপন হয়ে যাবে । তমোপ্রধান পৃথিবীতে দেবতারা চরণ রাখেন না । যখন এর পরিবর্তন হয়ে যাবে, তখনই তাঁরা চরণ রাখবেন, তাই লক্ষ্মীকে যখন ডাকা হয় তখন সব পরিষ্কার করা হয় । মানুষ লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, চিত্র রাখে কিন্তু তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে কেউই জানে না, তাই তাদের মূর্তি পূজারী বলা হয় । তারা পাথরের মূর্তিকে ভগবান বলে দেয় । এইসব কথা তোমরা বাম্বারা এখন বুঝতে পারো । পরমাত্মাই বসে তোমাদের বোঝান । আত্মা, আত্মাকে বোঝাতে পারে না ।

আত্মা কিভাবে এবং কি-কি অভিনয় করে, এও তোমরা এখন বোঝাতে পারো। বাবা এসেই তোমাদের অনুভব করান যে, আত্মা কি জিনিস। মানুষ তো, না আত্মাকে, আর না পরমাত্মাকে জানে। তাহলে তাদের কি বলবে। মনুষ্য হয়েও তাদের চলন জানোয়ারের মতো। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো। সিঁড়ির উপর কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। তাও খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে। আমরা ভারতবাসীরা যারা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম, তারা কিভাবে সতোপ্রধান হয়েছিলাম, তারপর সত্য, রজঃ, তমঃ'তে এসেছিলাম। এইসব কথা ধারণ করতে হয়, তাহলেই বিচার সাগর মন্থন হবে। ধারণা না হলে বিচার সাগর মন্থন হতে পারবে না। শুনতে আর জাগতিক কাজকর্মে লেগে গেলে। বিচার সাগর মন্থন করার সময় নেই। বাচ্চারা, তোমাদের রোজ পড়তে হবে আর বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। মুরলী তো যে কোনো জায়গায় পাওয়া যেতে পারে। বিশাল বুদ্ধি হওয়ার কারণে পয়েন্টসকে বুঝে যায়। বাবা রোজ বোঝান। কাউকে বোঝানোর জন্য পয়েন্টস তো অনেকই আছে। গঙ্গার কাছে গিয়েও তোমরা বোঝাতে পারো যে, সর্বের সঙ্গতিদাতা বাবা, নাকি এই গঙ্গা নদী। তোমরা কেন অকারণে পয়সা নষ্ট করো। গঙ্গা স্নানে যদি পবিত্র হওয়া সম্ভব হয় তাহলে গঙ্গার মধ্যে গিয়ে বসে যাও। বাইরে বের হও কেন। বাবা তো বলেন শ্বাসে-প্রশ্বাসে আমাকে স্মরণ করো। এই হলো যোগ অগ্নি। যোগ অর্থাৎ স্মরণ। বোঝানোর মতো তো অনেককিছুই আছে কিন্তু কেউ সতোপ্রধান বুদ্ধি হলে চট করে বুঝে যায়। কেউ রজঃ বুদ্ধির, কেউ আবার তমো বুদ্ধির আছে। এখানে ক্লাসে নম্বুর অনুসারে বসানো হয় না। না হলে তো হার্টফেল হয়ে যাবে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এরপর সত্যযুগে বাবা তো পড়াবেনই না। বাবার পড়ানোর এই একটাই সময়, এরপর ভক্তিমার্গে সব মিথ্যা কথা বানানো হয়। এটাই তো আশ্চর্যের যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁর নাম গীতায় লিখে দিয়েছে, আর যিনি পুনর্জন্ম রহিত, তাঁর নাম গুপ্ত করে দিয়েছে। তাহলে ১০০ শতাংশ মিথ্যা হয়ে গেলো, তাই না!

বাচ্চাদের অনেকের কল্যাণ করতে হবে। তোমাদের সবকিছুই হলো গুপ্ত। এখানে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের জন্য স্বর্গের সূর্যবংশী-চন্দ্রবংশী রাজধানী স্থাপন করছো। এও কারোর বুদ্ধিতে আসবে না। তোমাদের মধ্যেই অনেকে ভুলে যায়, তাহলে অন্যে কি জানবে। তোমরা এই কথা ভুলে যেও না, তাহলে সদা খুশীতে থাকবে। ভুলে গেলেই ধাক্কা খাও, বিভ্রান্ত হও। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) গভীর বা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করার জন্য বাবা যা পড়ান, তা বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।

২) এই কবরস্থানকে দেখেও দেখো না। কোনো খারাপ জিনিস দেখবে না, কোনো খারাপ জিনিস শুনবে না। তোমাদের নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত হতে হবে।

বরদানঃ:- কস্মাইন্ড রূপের সেবার দ্বারা আত্মাদের নিকট সম্বন্ধে এনে কস্মাইন্ড রূপধারী ভব কেবল বাণীর দ্বারা সেবা করলে প্রজা তৈরী হচ্ছে, কিন্তু বাণীর উর্ধ্ব স্থিতিতে স্থির হয়ে তবে আওয়াজের দুনিয়াতে এসো, অব্যক্ত স্থিতি তারপর বাণী... এমন কস্মাইন্ড রূপের সেবা উত্তরাধিকারী তৈরী করবে। বাণীর দ্বারা প্রভাবিত আত্মারা অনেক বাণী শুনলে আবাগমনে এসে যায়, কিন্তু কস্মাইন্ড রূপধারী হয়ে কস্মাইন্ড রূপে সেবা করো তাহলে তাদের উপর কোনো রূপের প্রভাব পড়তে পারবে না।

স্লোগানঃ:- সাধন গুলিকে অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির সাধনায় মার্জ হতে দিও না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - উচ্চ পদ প্রাপ্তির আধার হলো ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন আর স্মরণের যাত্রা, সেইজন্য যত চাও ততটা প্রাপ্তি সফল করে নাও"

*প্রশ্নঃ - কোন্ গুপ্ত রহস্য প্রথমেই বোঝান উচিত নয় এবং কেন ?

*উত্তরঃ - ড্রামাতে যে গুপ্ত রহস্য আছে , সেটা প্রথমেই বোঝান উচিত নয়। কেননা কেউ-কেউ বিভ্রান্তিতে পড়ে। ওরা বলে ড্রামায় থাকলে এমনই রাজ্য প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থ করে নেব। জ্ঞানের রহস্য সম্পূর্ণ রূপে না বোঝার জন্য উদাসীন হয়ে যায়। এটা বোঝেনা যে বিনা পুরুষার্থে জলও পাওয়া যায় না।

*গীতঃ- ভোলানাথ এর থেকে নিরালা আর কেউ নেই....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চাদের সুপ্রভাত। বাবা কত নির্ভয়ে বাচ্চাদের গুডমর্নিং জানালেন। বাচ্চারা রেসপন্স করল না। বাচ্চাদের তো আরও জোরালো আওয়াজে বলা উচিত। আত্মিক পিতা আত্মিক বাচ্চাদের গুডমর্নিং করেন। বাচ্চারাও জানে আমরা এই শরীর দ্বারা আত্মিক পিতাকে গুডমর্নিং করি। সুতরাং বাচ্চাদের কত উল্লাসের সাথে বলা উচিত - বাঃ বাবা! আজ সেইদিন এসেছে যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া আহ্বান করে এসেছে সেই বাবা আজ সামনে এসে আমাদের গুডমর্নিং করছেন। তারপর যখন সতাপ্রধান হয়ে যাব তখন পতিত-পাবনকে আর স্মরণ করব না। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছো তবেই না স্মরণ করে বলছো হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র করে তোল। এখন তোমরা জানো যে প্রকৃতপক্ষে পতিত-পাবন বাবাকেই আসতে হয়। তিনিই সুপ্রিম ফাদার, গড ফাদার। ক্রাইস্টকে সুপ্রিম ফাদার বলবে না। ক্রাইস্টকে সন অফ গড বলে মানা হয়। সর্বোচ্চ সুপ্রিম একজনই। এটাও বুঝেছে ঐ গড ফাদারই এই পয়গম্বরকে পাঠিয়ে থাকেন। পতিতদের পবিত্র করে তুলতে অবশ্যই সুপ্রিম ফাদারকে আসতেই হবে। উনি হলেন নিরাকার। বলাও হয়ে থাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন। এটাও কারো জানা নেই যে ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে কি সম্পর্ক। নিরাকারের জ্ঞান প্রদান করার জন্য অবশ্যই মুখ প্রয়োজন, সেইজন্য এনাকে (ব্রহ্মা) ভাগীরথও বলা হয়। মুখ দিয়েই তো বোঝাবেন না ! তিনি ডায়রেকশন দেন মন্মনাভব। মুখ দিয়েই বলবেন তাইনা। এর মধ্যে প্রেরণা দেওয়ার কোনো বিষয় থাকতে পারে না। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা সব বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে থাকেন। প্রতিটি বিষয়ে সারবস্তু আছে। গাওয়া হয়ে থাকে তুমি মাতা-পিতা আমরা তোমার বালক...সুতরাং তিনিই ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের নলেজ দিয়ে থাকেন। কত বোঝার বিষয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও পিতা বলা হয়। সুতরাং মা কোথায় ? বাবা বসে বোঝান যে ইনি প্রজাপিতা এবং মাতাও। আমি সমস্ত আত্মার পিতা। আমাকে গডফাদারও বলা হয়। ভারতবাসী আহ্বান করে বলে তুমিই মাতা-পিতা.... কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। নিরাকারকে মাতা কিভাবে বলতে পারে। তিনি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে এনাকে অ্যাডপ্ট করেন। তখন এই ব্রহ্মা মাতাও হয়ে যান। এনার দ্বারাই দেবী-দেবতা রচনা করেন। ইনিও অ্যাডপ্টেড মাদার। উনি ফাদার।

এনাকে নন্দীগন, যাঁড়ও দেখানো হয়। গরুকে কখনও দেখানো হয় না। অতি চমকপ্রদ বিষয়। নতুন কেউ এলে তাকে বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে হয়। তা না হলে এইসব বিষয় বুঝতে পারবে না। কেউ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির হলে চট করে বুঝতে পারে। ৩০ বছর ধরে যারা আছে তাদের থেকেও অল্প কয়েক মাস ধরে যারা আছে তারাও তীব্র গতিতে এগিয়ে যায়, সেইজন্যই এমনটা ভাবা উচিত নয় যে আমি তো অনেক দেরি করে এসেছি। বাবা বলেন পুরুষার্থ করো। যেমন কলেজ পড়ুয়া পড়াশোনা করে এগিয়ে যায়। এখানেও তেমনই। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন আর স্মরণের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। বাচ্চারা জানে মূলবতনে আত্মারা সতাপ্রধান থাকে। তমোপ্রধান আত্মারা ওখানে যেতে পারে না। ভূমিকা পালনকারী কুশীলবরা নিজ-নিজ পার্ট অনুসারে স্টেজে নামতে থাকে। এভাবেই ড্রামা তৈরি হয়েছে। সীমিত ড্রামায় তো ৫০-৬০ জন কুশীলব ভূমিকা পালন করে থাকে। এ'হলো অনন্ত ড্রামা। বাবা আমাদের বুদ্ধির তাল খুলে দিয়েছেন। সুতরাং এখন বুঝেছি এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল, কত বিতর্ক ছিল। অর্ধকল্প বিশ্বের মালিক ছিল। তাকে বলা হয় অদ্বৈত রাজ্য। সেখানে একটাই ধর্ম । ওটা হচ্ছে রামরাজ্য, এখানে হলো রাবণ রাজ্য। রামরাজ্যে বিকার থাকে না। বাস্তবে তাকে ঈশ্বরীয় রাজ্য বলা হয়। ঈশ্বরকে রাম বলা হয়না। অনেক মানুষ রাম-রাম মালা জপ করে কিন্তু স্মরণ তো ভগবানকে করে। রাম নাম ঠিকই আছে কেননা এটা তো কেউ-ই জানে না যে ঈশ্বরের নাম-রূপ কেমন? মানুষ তো বিভ্রান্তিতে আছে। রাবণ কে - এটাও কেউ জানেনা। রাবণকে জ্বালানোর জন্য কত খরচ করে থাকে। আগে দশহরা দেখানোর জন্য বাইরে

থাকা মানুষদেরও ডাকা হতো। সায়েন্সের এখন কত জোর দেখো। এই সায়েন্স সুখের জন্য আবার দুঃখের জন্যও ব্যবহার করা হয়। সায়েন্সের সুখ তো অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যায়। এর দ্বারাই এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে থাকে। সুতরাং দুঃখদায়ী হলো তাইনা। তোমাদের হলো সাইলেন্সের শক্তি। ওদের সায়েন্সের শক্তি। তোমরা সাইলেন্স শক্তিতে নিজের স্বধর্মে স্থিত থেকে পবিত্র হয় যাও। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। তোমরা যোগবলের দ্বারা রাজত্ব নিয়ে থাকো, এর মধ্যে লড়াই ইত্যাদি করার প্রয়োজন পড়ে না। তোমরা বাবার কাছে থেকে রাজত্বের উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। বাহুবলের বিষয় আলাদা। কল্পে-কল্পে তোমরা বাচ্চারাই পতিত থেকে পাবন হয়ে ওঠো আবার পাবন থেকে পতিত হবে। এই ড্রামা হলো জয় পরাজয়ের। কিন্তু এই বিষয় সবারই বুদ্ধিতে বসবে না। সবাই তো আর সত্যযুগে আসবে না। অসীমের পিতা নিজের সন্তানদের বুঝিয়ে থাকেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা পরে আসে। এটা পুরানো দুনিয়া, দৈবী ধর্মের ফাউন্ডেশন শেষ হয়ে গেছে। এমনটা কখনোই বলা যাবে না যে ফাউন্ডেশন ছিল-ই না। ছিল কিন্তু এখান আর নেই। প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন অনেক ধর্ম, একে বলা হয় রাবণ রাজ্য। বলে থাকে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি। কাউকেই জিজ্ঞাসা করো এই চিত্রের অর্থ বলা তো কি ? বলতে পারবে না। আত্মা তো একই। তাকেই বলবে বিষ্ণু। বিষ্ণুপুরীও দেখিয়ে থাকে। এখন হলো সঙ্গম, ব্রহ্মাপুরী। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অবশ্যই প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ হলো শিখরে। এই বিরাট রূপের চিত্রও মূলত ভারতবাসীদের জন্য আর ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বসবাস করে, সেইজন্যই একে নানারকম ধর্মের ঝাড়ও বলা হয়ে থাকে। এ'হলো মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ, কিন্তু এখানে নানারকম ধর্ম আছে। প্রথমে দৈবী ধর্ম তারপর ইসলাম, এখানে হলো ব্রাহ্মণ। এই সঙ্গম সম্পর্কে কেউ-ই জানে না। এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ ধর্ম, যখন এরা সোশ্যাল সার্ভিস করে।

বাচ্চারা তোমাদের রহানী (আত্মিক) সোশ্যাল ওয়ার্কার বলা হয়। ভারতে অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কার আছে, ওদেরও শেখানো হয় নম্র ভাবে সেবা করো। যে কটর কংগ্রেসী ছিল সে ঝাড়ুও লাগাত। মেথরদের কাজও করত। যারা কটর সমর্থক ছিল তারা চিনেমাটির বাসনে খাবার খেত না। যা অতীতে হয়ে গেছে সেটা ড্রামা ছিল। তারই আবার পুনরাবৃত্তি হবে। এইসব বিষয়কে না বুঝলে মুষড়ে পড়ে। সেইজন্যই ড্রামার রহস্যকে প্রথমেই কাউকে বোঝানো উচিত নয়। ওরা বলবে যদি ড্রামায় থাকে তবে এমনই রাজ্য পাব আর পুরুষার্থও নিজে থেকেই হবে। এমন উদাসীনও আছে। জ্ঞানের রহস্যকে সম্পূর্ণ রূপে বোঝেই না। পুরুষার্থ না করলে তো জলও পাওয়া যায় না। জল খোড়াই নিজে থেকে মুখে এসে পড়বে।

বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করে তুলতে। তিনি এসে সহজ পথ বলে দেন যে আত্মাকে পবিত্র করে তোলার জন্য আমাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবাই পবিত্র করে তোলার জন্য শ্রীমত দেন, আমাকে স্মরণ করো। কিন্তু তিনি নিরাকার নিশ্চয়ই তিনি সাকারে এসে শ্রীমৎ দেবেন। বাবা বলেন - আমার শরীর নিশ্চিত (ব্রহ্মা শরীর যেখানে ঈশ্বর আসেন) তার পরিবর্তন হতে পারে না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। গাওয়াও হয়ে থাকে পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গ স্থাপনা করান। ভগবানুবাচ তাইনা। সুতরাং বলার জন্য মুখ প্রয়োজন। প্রেরণার দ্বারা ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন হয়না। বাবা এসে এনার দ্বারা ডায়রেকশন দেন। এই চিত্র ইত্যাদি এই ব্রহ্মা তৈরি করেনি। ইনিও এখন পুরুষার্থী তাইনা। ইনি নলেজফুল নন। তিনি তো ভক্তি মার্গে ছিলেন। ভক্তদের উদ্ধার তো ভগবানকেই করতে হয়। তিনি এসে ভক্তির ফল প্রদান করেন। বাচ্চারা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন। বাবা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের রাজযোগ শেখান, এঁনার নাম হলো শিববাবা। তিনি বলেন আমার এই জন্ম দিব্য এবং অলৌকিক। আমার আসার পাট একবারই এই সঙ্গম যুগে। এমনটাও নয় যে তোমাদের আত্মার আহ্বান শুনে আমি আসি। যখন আমার আসার সময় হয় - এক সেকেন্ডও উপরে নীচে হয় না। যথা সময়ে এসে হাজির হই। আমার অরগ্যান্স কোথায় যে তোমাদের ডাক শুনবো। এই ড্রামা এভাবেই তৈরি হয়েছে। যখন সময় হয় তখনই এসে পতিতদের পবিত্র করে তুলি। এমনটা নয় যে আমাদের আহ্বান কোনো ভগবান শোনে। অনেক বাচ্চারা বাবাকে বলে বাবা তুমি তো সব জানো, বলোনা আমি পরীক্ষায় পাশ করব কিনা। জিজ্ঞাসা করে অমুক কাজটা হবে ? বাবা উত্তরে বলেন আমি তো আসি পতিতদের পবিত্র করে তোলার পথ বলে দিতে। আমার যা ভূমিকা, সেটাই তো বলব। যা শোনানোর নয় তা তো শোনাব না। আমি এইসব বলার জন্য খোড়াই আসি। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। প্রত্যেকের ভূমিকা ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। যার মধ্যে নিশ্চয় নেই সে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত নয়। ওরা এইভাবে বলবেও না। যারা সূর্যবংশীয় আর চন্দ্রবংশীয় ঘরানার আত্মা, তাদের তো বাবার কাছে এসেই শুনতে হবে আর উত্তরাধিকার নিতে হবে। যারা বেশি পুরুষার্থ করবে না তারাও স্বর্গে অবশ্যই আসবে, কিন্তু শাস্তি ভোগ করে কোনো না কোনো পদ পেয়ে যাবে। বলে তো অনেকেই বাবা আমি সূর্যবংশীয় হব, নারায়ণ হব। কিন্তু বাচ্চাদের তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে ফলো করার জন্যও শক্তির প্রয়োজন। ফলো ফাদার বলে থাকো

এনাকে দেখ কেমন সারেস্তার করেছেন। সবকিছুই ঈশ্বরীয় কাজে সমর্পণ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের কাজে সবকিছু দিয়ে মমত্ববোধ মিটিয়ে ফেলা উচিত।

প্রথমে ভাঙি থেকে অনেকের আবির্ভাব হয়, এমন ভাঙি এখন হতে পারে না। এই কাজেও মাতারা, কন্যারা এগিয়ে যায়। কন্যারা তীব্র গতিতে এগিয়ে চলে। দেহ আর দেহের সম্বন্ধকে ভুলে যেতে হবে, কেননা ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ কর। এখন নাটক সম্পূর্ণ হতে চলেছে, অল্প সময় বাকি আছে। যেমন প্রিয়তম আর প্রেমসী। এই বাবাও হলেন প্রিয়তম, তিনি প্রেমিকা নন। বাবা বলেন - তোমরাই পতিত হয়েছ সুতরাং স্মরণও তোমাদেরই করতে হবে। আমি তো পতিত হইনি যে তোমাদের স্মরণ করব। আমি তো যুক্তি বলে দিই সেই পথে চলার জন্য। এই দুনিয়ার থেকে মমত্ব মেটাও। এখন ফিরে যেতে হবে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে। এই শরীরও পুরানো হয়ে গেছে। সত্যযুগে নীরোগ শরীর পাব। তারপর আমরা সুন্দর হয়ে উঠব। শ্যাম থেকে কীভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে, এও তোমরা জেনেছ। রামকেও কালো বানিয়েছে। শিবের লিঙ্গও কালো বানিয়েছে। তিনি তো কখনোই কালো হন না। তিনি চির পবিত্র, ওনার লিঙ্গ তো সাদা হওয়া উচিত ছিল।

বাবা বলেন - এমনই চিত্র তৈরি কর যা দেখে আকৃষ্ট হয়। সংবাদপত্রে কত চিত্র পড়ে। তোমাদের পড়েনা। বাবা তো তোমাদের অবিবেচক থেকে বিচক্ষণ করে তোলেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বিচক্ষণ কে করেছেন ? বাবা যোগের দ্বারা এমন করে তুলেছেন। বাচ্চারা তোমরা এই নলেজ পেয়েছ তাকে প্রচার করতে হবে, বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। গভর্নমেন্ট পাবলিকদের জন্য কত খরচ করে থাকে। এখানে তোমাদের যা কিছু তা বাবার আর বাবার সবকিছু তোমাদের। বাবা বলেন - আমি নিষ্কাম সেবান্বী। আমি দাতা। এই ভাবনা আসা উচিত নয় যে আমরা শিববাবাকে দিচ্ছি। শিববাবা ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিক করে তোলেন। এই বাবা কিছুই নেন না, তিনি দিয়ে থাকেন। বাবা তো দাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) যেমন ব্রহ্মা বাবা সারেস্তার করেছিলেন, তেমনই ফলো ফাদার করতে হবে। নিজের সবকিছু ঈশ্বরীয় কাজে সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে মমত্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে।

২) শেষে এসেও প্রথমে যাওয়ার জন্য স্মরণ আর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করতে হবে।

বরদানঃ:- পুরানো সংস্কার রূপী অস্থিকে সম্পূর্ণ স্থিতির সাগরে সমায়ািত করে দেওয়া সমান আর সম্পূর্ণ ভব বাবার সমতুল্য বা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সৃষ্টির প্রলয়ের আগেই নিজের কমজোরি আর দুর্বলতাকে শেষ করো। কোনো রকম ঝঞ্ঝাটের চিহ্নও যেন না থাকে এমনই নিজেকে উজ্জ্বল করে তোলো। যেমন জন্ম পরিবর্তনের পর পুরানো জন্মের কথা ভুলে যায়, ঠিক তেমনই পুরানো কথা, পুরানো সংস্কারকে ভস্মীভূত করো, অস্থিকেও সম্পূর্ণ স্থিতির সাগরে লীন করে দাও, তবেই বলা হবে সমান আর সম্পূর্ণ।

স্লোগানঃ:- বিস্তারকে সারে সমায়ািত করার জাদুকরী শিখে নিলে বাবার সমতুল্য হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের মালিক হচ্ছেো, এখন তোমাদের উপরে বৃহস্পতির অবিদ্যাবশী দশা রয়েছে"

*প্রশ্নঃ - সত্যিকারের সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কোন্ বিষয় সব সময় স্মরণে থাকে ?

*উত্তরঃ - ধন-সম্পত্তি দান করলে কখনো কমে না... তারা সব সময় দান করতেই থাকে। তাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, আমরা নিজেরই কল্যাণ করছি। বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন যে, কারা কারা নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছে এবং কারা পাশ হবে। জ্ঞানে খুব ভালো আচরণও দরকার। কখনো ছোট ছোট বিষয়ে হতাশ হওয়া উচিত নয়।

*গীতঃ- তুমিই মাতা, পিতা তুমিই...(তুমিই হো মাতা, পিতা তুমিই হো)

ওম্ শান্তি । গুডমর্নিং বাচ্চারা। আজ হলো গুরুবার। বাচ্চারা তোমাদের জন্য এই বৃহস্পতি ডে বা বৃহস্পতিবার হলো উত্তম। সপ্তাহের মধ্যে এই দিন হলো সবথেকে উত্তম দিন। বৃহস্পতির নামের গায়ন রয়েছে। তোমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা রয়েছে। বৃহস্পতি বাবা পুনরায় আমাদের অসীমের সুখের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তিনি অসীমের সন্ধ্যাসও করান, নিবৃত্তি মার্গের লোকেরা তো সীমিত সন্ধ্যাস করে। সবাইকে সন্ধ্যাস করতে হবে। বাবা বলেন, যত উল্লসিত করবে অনেকেই শুনবে। পতিত-পাবন বাবা, যিনি গাইড এবং লিডার, তিনি বলেন আমি এসেছি সবাইকে মুক্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ভক্তিমাগে লোকেরা মুক্তির জন্যই পুরুষার্থ করে। এতদিন তাদের ভক্তিতে থাকতে হয় যে, তাদের ভক্তির পরে ভক্তির ফল প্রাপ্ত হয়। এটা তোমরা ছাড়া কেউ জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, পুরো ২৫০০ বছর লেগে যায়। এটাও ড্রামাতে নিহিত রয়েছে। এই খেলা আগে থেকেই তৈরি রয়েছে। প্রত্যেকে নিজের-নিজের পার্ট প্লে করতে থাকে। তোমরাও প্রত্যেক কল্পে এই পার্ট প্লে করতে থাকো। কত আনন্দের বিষয় ! আমাদের উপরে বৃহস্পতির দশা রয়েছে। আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। এখন হলো আমাদের উত্তরণ কলা। নরকের পরাজয় এবং স্বর্গের জয় হয়। সুখ-দুঃখের খেলাও বাচ্চারা তোমাদের জন্য রয়েছে। বাবা বলেন, এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম অনেক সুখ দেয়। ওটা হলো নতুন দুনিয়া। ওখানে খনিগুলোও নতুন হবে। ওখানে যা কিছু থাকে সব কিছুই নতুন হবে। যখন পুরানো হয়ে যায় তখন সার থাকে না। তাই এখন দুনিয়াতেও কোনো সারমর্ম নেই। বাবাকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। তিনি কি শক্তি দেখান ? এটা তো শুধু তোমরা বাচ্চারাই জানো। পতিত-পাবন সদগতি দাতা, লিডার বাবা এসে তোমাদের এত শক্তি দেন। তিনি অনেক ধর্মের বিনাশ করে এক ধর্ম, এক রাজত্বের স্থাপনা করেন, এটা কী শক্তির কাজ নয় ? এই উঁচু কাজ বাচ্চারা তোমাদের দ্বারাই করান। তোমাদের কত শক্তি প্রাপ্ত হবে যে, তোমাদের সমস্ত পাপ কেটে যাবে এবং তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে ! যে যত পরিশ্রম করবে, তত উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। যেভাবেই হোক স্বর্গের যোগ্য তো হয়েই যাবে। প্রথমে নতুন দুনিয়া ছিল, এখন হলো পুরানো দুনিয়া। এটাও বোঝে না কারণ সম্পূর্ণ অন্ধ বিশ্বাস রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা জানো - প্রথমে আমরা বুদ্ধিহীন ছিলাম, গায়নও রয়েছে, অন্ধের সন্তান অন্ধ। সকলে ভগবানকে খুঁজতে থাকে, হোঁচট খেতে থাকে। তবুও তারা কিছুই পায় না। তারা অনেক পরিশ্রম করে। কেউ কেউ তো প্রাণও বিসর্জন দিয়ে দেয়। দেবতাদের খুশি করার জন্য তারা বলিও দেয়। তারা একে মহাপ্রসাদ বলে মনে করে। এখন গো হত্যা বন্ধ করার জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে। গরুকে মাতা মনে করা হয়, দুধ দেয়। এমনকি ছাগলও তো দুধ দেয়, তাহলে তাদের কেন রক্ষা করা হয় না ? সুতরাং বলা হয় কৃষ্ণের গরুর প্রতি প্রেম ছিল। কিন্তু এমনটা নয়। বাবা বোঝান, তোমরা তো সত্যযুগের প্রিন্স-প্রিন্সেস ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এখন তমোপ্রধান হয়েছে। এখন পুনরায় পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান প্রিন্স-প্রিন্সেস হতে হবে। এটা হলো ডবল মুকুটধারী প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার পার্শালা। যদিও অনেক গীতা পার্শালা রয়েছে কিন্তু ওখানে এটা বলে না যে, তোমরা স্বর্গে কৃষ্ণের মতো প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। যারা গীতা পার্শ করে কেউ কী এমনটা বলে ? এখানে তো বাবা বলেন, এই পরীক্ষা হলো প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্য। এর মধ্যেও অনেক নম্বর রয়েছে। ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা গায়ন করা হয়, শুধু কী আর ১০৮ হবে ? এখন তো অসংখ্য মানুষ রয়েছে। এটা তো কম হতেই হবে। তোমরা কোনো কোনো বিষয় সংবাদপত্রেও দিতে পারো। মানুষ গো হত্যা থামানোর জন্য যে হরতাল করছে, এটা কল্প পূর্বেও করেছিল। কোনো কিছুই নতুন নয়। এইসময়ে তারা পরমাত্মাকে আহ্বান করে - আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। কিন্তু কীভাবে নিয়ে যাবেন, এটা তো তোমরা বাচ্চারাই জানো। কিন্তু এখনও সেই দৈবীগুণ আসেনি। দৈবীগুণের ধারণা খুবই কম রয়েছে। জ্ঞান তো অনেকেরই ভালোও লাগে। তারা মনে করে বি. কে.-রা পবিত্র থাকে, সাদাসিধে থাকে। গয়না ইত্যাদি পরে না

কিন্তু আচরণও ভালো হতে হবে। যারা ঘরেও থাকে তারা কখনো তাদের স্বামীকে বা মা বাবাকে বলবে না যে, আমাদের ভালো গয়না, ভালো জামাকাপড় কিনে দাও। না, কারণ তোমরা জানো যে, এখন আমরা বনবাসে বসে আছি। এই পুরাতন শরীর অর্থাৎ এই পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে আমরা বিষ্ণুপুরীতে যাবি। শিববাবা হলেন সকল পতির পতি, সকল গুরুর গুরু। সেইজন্য সকলেই তাঁকে স্মরণ করে - হে পতিত পাবন, তুমি এসো। তিনি এসেই সবাইকে সদগতি দেন। শিখ ধর্মের মানুষও বলে - অকালমূর্তি, সৎ শ্রী অকাল। আত্মাকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না। শরীরের বিনাশ হয়ে যায়। আত্মার কখনো বিনাশ হয় না। সেই সদ্ধরু, অকালমূর্তিকে স্মরণ করে আর বলে - তুমি এসে আমাদের সঙ্গতি করো। সেই অকাল ঘরে নিয়ে চলো যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে ঐ একজনই হলেন সদগুরু আর অকালমূর্তি, তাহলে তোমরা নিজেদেরকে কেন গুরু বলো ? বাবা বোঝাচ্ছেন যে এই ভক্তিমার্গে অনেক গুরু আছে। কেবল বাবা-ই হলেন স্ত্রানের সাগর। তাঁর থেকেই তোমাদের মতো নদীদের উৎপত্তি হয়েছে। এইসব বিষয় বাবা-ই বোঝান। অসীম জগতের বাবা সীমাহীন উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। লৌকিক শিক্ষকও পড়াশোনার উত্তরাধিকার দেন। এখন বাবা এসে বলছেন, কেবল আমাকে (মামেকম) স্মরণ করলে বিকর্মের বিনাশ হবে। মাথার ওপরে অনেক পাপের বোঝা আছে। বাবাকে স্মরণ করলেই বুদ্ধি গোড়েন হয়ে যাবে। এখন সবার বুদ্ধি পতিত, লৌহযুগী হয়ে গেছে। মূর্তির সামনে গিয়ে বলে, আমরা পতিত হয়ে গেছি, আর তুমি কত সুন্দর। তোমরাই পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ছিলে। তোমরাই পতিত হয়ে নীচে এসে গেছ। এই নাটকটা ভারতকে নিয়েই। তোমাদেরকে নিয়েই এই ৮৪ জন্মের কাহিনী। যারা প্রথম থেকে কৃষ্ণের রাজধানীতে আসবে, তারাই ৮৪ জন্ম নেবে। কেউই জানে না যে এখন স্বর্গ বা কৃষ্ণপুরী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা স্পষ্টভাবে লিখে দিতে পারো যে আমরা যোগবলের দ্বারা ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানিয়ে দেব। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কত চেষ্টা করে। কিন্তু এটা তো বাবার কর্তব্য। বিনাশের পরে কেবল ৯ লাখ থাকবে। এর জন্য বাবাকে কোনো খরচ করতে হয় না। এক্ষেত্রে কোনো আশীর্বাদ করার ব্যাপারও নেই। তবে এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হবে। এটা সঙ্গমযুগ। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনের গায়ন আছে। তাহলে অবশ্যই এখানেই তিনি থাকবেন। এখানে ব্রহ্মাকে বসানো হয়েছে। মানুষ বলে, ঠাকুরদাদাকে কেন বসিয়েছ ? এনার জায়গায় অন্য কাউকে বসালেও মানুষ বলত এনাকে কেন বসানো হয়েছে। ব্রহ্মা খুবই সাধারণ। সবচেয়ে বড় ব্যক্তি ব্রহ্মাই হতে পারেন। খুবই সহজ বিষয় ! কিন্তু অনেক ব্যাখ্যা করতে হয়। ভগবান আসেন পতিত শরীরে এবং পতিত দুনিয়ায়। এখানে তো কেউ পবিত্র শরীর ধারণ করতে পারে না। সিঁড়ির চিত্রেও দেখানো হয়েছে যে, কাঁটার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে। এটা পতিত দুনিয়া তাই না ! ভগবান আসেন পতিত সাধারণ শরীরে, ওঁনার নাম ব্রহ্মা রাখা হয়েছে। এ'সব বিষয় বুদ্ধিতে রাখতে হবে। মানুষ অনেক রকমের প্রশ্ন করে। যারা সিঁড়ির ছবিতে বোঝায়, তাদের বুদ্ধি খুব ভালো হতে হবে। কিন্তু যার এখানে আসার নয়, সে এসে অযথা প্রশ্ন করবেই। ৮৪ চক্রের কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সবাই তো ৮৪ বার জন্ম নেবে না। যারা পূজনীয় হয়, তারাই পূজারী হয়। খুব সহজ স্ত্রান। কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনষ্ট হবে আর তোমরা দেবী দেবতা হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরাই দেবী দেবতা হবে। বিরাট রূপের চিত্র, গোলার চিত্র, সিঁড়ির ছবি আর ত্রিমূর্তির ছবির মধ্যে কানেকশন আছে। বোঝানোর জন্য বাবা কত যুক্তি বলে দেন। কেউ কেউ সেগুলো ধারণ করে, আর কেউ কেউ এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা এখন সঙ্গমযুগে আছো। এই সঙ্গমযুগের জন্যই গায়ন আছে, আত্মা পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। আমরাই সবার আগে সত্যযুগে আসি। তখন অন্য আত্মারা শান্তিধামে থাকে। তারাই প্রথমে আসবে যারা আগের কল্পেও এসেছিল এবং যারা ভালো ভাবে পড়াশুনা করবে। ভালোভাবে না পড়লে পরে আসবে। সবকিছুর হিসাব আছে। এইসব কথা সেবাধারী বাচ্চাদের বুদ্ধিতেই ধারণ হবে। গায়নও রয়েছে ধন-সম্পত্তি দান করলে কখনো কমে না...। যদি দান না করো, এর অর্থ ভালো করে পড়াশুনা করো না। বাবা দেখেন কে কে ভারতের আধ্যাত্মিক সেবাধারী। তারা নিজেদেরই কল্যাণ করছে। বাবা পড়া পড়াচ্ছেন। তিনি সাক্ষী হয়ে দেখেনও যে, কারা কারা নিজেদের জীবনকে উঁচু বানাচ্ছে এবং কারা পাশ হবে। তোমরাও দেখো যে, কে সবথেকে উঁচু সেবাধারী ? প্রদর্শনীতে সেই বাচ্চাদেরই ডাকা হয়। কেউ কেউ তো এমনিই চলে যায় দেখতে, গিয়ে অভিজ্ঞতা করে। এই স্ত্রানে আচরণও খুব ভালো হতে হবে। হতাশ হওয়া উচিত নয়। একটা স্পর্শকাতর উদ্ভিদ হয় (লজ্জাবতী লতা), স্পর্শ করলেই নুইয়ে পড়ে। কত ওয়াল্ডারফুল উদ্ভিদ ! অন্যটি হলো সঞ্জীবনী উদ্ভিদ, যা পাহাড়ে জন্মায়। বাস্তবে বাবা এসে তোমাদের সঞ্জীবনী বুটি দিচ্ছেন যে, মন্মনাভব । এছাড়া শাস্ত্রে তো কত কি সব লিখে দিয়েছে। তোমরাই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে মহাবীর। তোমরাও মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমরা হলে গুপ্ত যোদ্ধা। সবচেয়ে বড় হিংসা হলো কাম কাটারী চালানো। দ্বিতীয় হলো, ক্রোধ করা, কটু কথা বলা - এটাও হলো হিংসা। বাচ্চাদের তো সর্বদা খুশির পারদ চড়ে থাকা উচিত। যে বাচ্চারা সার্ভিসে নিয়োজিত থাকে, তাদের মধ্যে মাতাদের নাম আগে রয়েছে। তোমরা হলে শিবশক্তি সেনা। গভর্নর বলেছেন, মাতারা যে কাজ করছে তা খুবই ভালো। কিন্তু এখানে তো উভয়ের (মহিলা এবং পুরুষ) জন্যই স্ত্রান রয়েছে। হ্যাঁ, মাতাদের মেজোরিটি রয়েছে। এমন নয় যে

প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে শুধু কুমারীই সৃষ্টি হয়েছে। কুমারও তো আছে তাই না। যখন উভয়েই জ্ঞান গ্রহণ করবে তখনই পরিবার ভালোভাবে চলতে পারে। কোনো পরিবারে কন্যাসন্তান জন্ম হলে তারা মনে করে লক্ষ্মী এসেছে। পরিবারে কন্যা না থাকলে তারা মনে করে এই পরিবার হলো হতভাগ্য। দেখো, কীভাবে মানুষ লক্ষ্মীর পূজা করে, স্ত্রীকে পরিবারের সাজসজ্জা মনে করা হয়। লক্ষ্মী থাকলে তাঁর সাথে নারায়ণও থাকবেন। আজকাল মানুষ মহিলাদের খুব রিগার্ড রাখে। সবচেয়ে বেশি রিগার্ড তো বাবা-ই এসে রাখেন। প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ। আজকাল মানুষ 'মিস্টার' এবং 'মিসেস' এর পরিবর্তে 'শ্রী' উপাধি ব্যবহার করে। এটা মায়ার একটা দিক। আর কোনো খন্ডে শ্রী শব্দ নেই। শ্রী খ্রিস্ট কখনই বলবে না। শ্রীমৎ কেবল ভগবানের, তিনি এসে শ্রীমতের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন। বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক পুরুষার্থ করা উচিত। কিন্তু কেউ কেউ দেহ-অভিমাণে এসে নিজেদের পদ নষ্ট করে ফেলে। এই সময়ে সবাই দেহ-অভিমানী হয়ে আছে। আর এমন কোনো পার্শালা হতে পারে না যেখানে আত্মাদের পরমাআ্মা বসে পড়ান। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ড্রামাতে কারও এমন পার্ট নেই। আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত রয়েছে - ৮৪ জন্মের। সিঁড়ির চিত্র এটি খুব ভালভাবে স্পষ্ট করে। এটা তোমরা জানো যে, যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে তারা-ই আসবে। বাকিদের জন্য এমনটা বোঝা উচিত যে, তারা পরে আসবে। এখন বাচ্চাদের খুবই বুদ্ধিমান হতে হবে। খুব ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে। যারা ভালো করে পড়াশোনা করবে এবং অন্যদেরও পড়াবে, তারা-ই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। বাবা তো খুব ভালোভাবে বোঝান যে, দেহ সহিত সবকিছুকে ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা মনে করো। এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাও, কেবল এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারা-ই বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। আজকাল ইশারা দেওয়া হয় যে, ভগবানকে স্মরণ করো, সূতরাং অবশ্যই তিনি একমাত্র বাবা তাই না ! বাকি সবাই হলো সন্তান। সর্বোচ্চ হলেন একমাত্র শিববাবা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এবং তারপর জগৎ মাতা (জগদম্মা)... ভক্তিমার্গের বিস্তার হলো ঝাড়, জ্ঞান হলো বীজ।

আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার আন্তরিক এবং প্রেমময় স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই সময়ে নিজেকে বনবাসে মনে করতে হবে। ভালো জামাকাপড়, ভালো গয়না পড়ার শখ ত্যাগ করতে হবে। সাদাসিধে অবস্থায় থেকে আচরণ খুব রয়্যাল রাখতে হবে।

২) কখনই স্পর্শকাতর হওয়া যাবে না। মুখে কটু কথা বলবে না। সঞ্জীবনী বুটির দ্বারা মায়ার উপরে বিজয়ী হতে হবে।

বরদানঃ:- সাকার বাবার সমান নিজের প্রতিটি কর্মকে স্মরণীয় বানিয়ে আধার এবং উদ্ধার প্রতিমূর্তি ভব যেমন সাকার বাবা নিজের প্রতিটি কর্মকে স্মরণীয় বানিয়েছেন তেমন তোমাদের সকলের প্রতিটি কর্ম তখনই স্মরণীয় হবে যখন নিজেকে আধার এবং উদ্ধার প্রতিমূর্তি মনে করে চলবে। যারা নিজেদের বিশ্ব পরিবর্তনের আধার প্রতিমূর্তি মনে করো, তাদের প্রতিটি কর্ম উচ্চ হয় এবং বৃত্তি-দৃষ্টিতে যখন সকলের প্রতি কল্যাণের ভাবনা থাকে তখন প্রতিটি কর্ম শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। এরকম শ্রেষ্ঠ কর্মই স্মরণীয় হয়ে ওঠে।

স্লোগানঃ:- সত্যতার শক্তিকে ধারণ করার জন্যে সহনশীল হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গমযুগ হলো পুরুষোত্তম যুগ, এখনকার পড়াশুনার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের জন্য সর্বোত্তম পুরুষ হতে পারবে”

*প্রশ্ন:- আন্তরিক ভাবে খুশি থাকার জন্য কোন্ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে হবে ?

*উত্তর:- প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, অনেক ধনী ছিলাম। এখন বাবা আমাদেরকে পুনরায় বিশ্বের রাজস্ব দেওয়ার জন্য এসেছেন। এখন আমরা ত্রিকালদর্শী হয়েছি। আমরা রচয়িতা বাবার কাছ থেকে রচনার আদি-মধ্য-অন্তিম সম্পর্কে জেনেছি। এইরকম নিশ্চিত হলেই আন্তরিক ভাবে খুশি থাকবে।

*গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও হে প্রভু....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা গানের লাইনটা শুনেছ ? বাবা এসে এখন পুরুষোত্তম হওয়ার কত ভালো যুক্তি বলে দিচ্ছেন। দুনিয়াতেও অনেক রকমের কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে মানুষ পজিশন পাওয়ার জন্য পড়াশুনা করে। তারপর কেউ কেরানি, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ প্রধান বিচারপতি হয়। পুরুষ উত্তম পদ লাভ করে। কিন্তু ওগুলো সব কলিযুগের জন্য উত্তম পদ। বাবা এসে সত্যযুগের জন্য উত্তম পদ প্রাপ্ত করছেন। এটা হলো সঙ্গমযুগ। এই যুগেই সর্বোত্তম হতে হবে। মানুষ যেকোনো নলেজ উত্তম হওয়ার জন্যই পড়ে। এখনকার এই নলেজ হলো ভবিষ্যতের জন্য আধ্যাত্মিক নলেজ। এই সঙ্গমযুগ হলো পুরুষোত্তম যুগ। ছবিতে যেখানে সঙ্গমযুগ লেখা আছে, সেখানে পুরুষোত্তম অবশ্যই লিখতে হবে। প্রতিটা বিষয়কেই উত্তম বানানো হয়। তোমরা জানো যে এই লক্ষ্মী নারায়ণ কত উত্তম ছিল। ওদের গয়না এবং কাপড় কত সুন্দর ছিল। এইরকম ছবি বানাতে হবে। বাবা তো নির্দেশ দেন। বাচ্চারা শহরে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে কিভাবে খুব সুন্দর আকর্ষণীয় ছবি বানানো যাবে যার খুব জৌলুস থাকবে। সারাদিন বুদ্ধিতে স্মৃতি থাকা উচিত যে আমরা সর্বোত্তম পুরুষ হচ্ছি। কে এইরকম বানাচ্ছেন ? সর্বোত্তম বাবা। বাবার শ্রীমং হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। বাবাই সেই শ্রীমং বলেন। শ্রী মানে শ্রেষ্ঠ, এই পদবী কেবল দেবতাদেরকেই দেওয়া যায়। ওদের আত্মা এবং শরীর দুটোই পবিত্র। ওদের জন্মও পবিত্রতার দ্বারা হয়। এখানে কারোর জন্মই পবিত্রতার দ্বারা হয় না। শিখ ধর্মের মানুষরা বলে - "নোংরা কাপড় পরিষ্কার করেন..." (মৃত পলিতি কাপড়ে ধোয়) । বাবা এসে নোংরা কাপড় পরিষ্কার করেন এবং তাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে দেন। দেবতারা বিকারের দ্বারা জন্ম নেয় না। কিন্তু মানুষ ভাবে যে বিকার না থাকলে দুনিয়া কিভাবে চলবে ? বাবা বোঝাচ্ছেন, স্বর্গে বিষের (বিকার) জন্ম হয় না। এখন তোমরা স্টুডেন্টরা জেনেছ যে আমরা এসেছি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। এই রাজযোগের দ্বারা আমরা রাজস্ব পেয়ে যাব। কেউ ফেল হয়ে গেলে চন্দ্রবংশে চলে যাবে। তোমাদের যুদ্ধ রাবণের সঙ্গে। কিন্তু দুনিয়াতে কেউই জানে না যে রাবণ আমাদের অনেক পুরাতন শত্রু। কিন্তু রাবণের অর্থ জানে না। দশটা মাথা কেন আছে ? তোমরা বাচ্চারা জানো যে বিকার প্রবেশ করার জন্যই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। সত্যযুগে সবাই নীতিপরায়ণ ছিল। বাবা বলছেন, এখন সবার বুদ্ধি তমোপ্রধান হয়ে গেছে, একেবারে অন্ধকারে আছে। গায়ন আছে যে কুস্তকর্ণের মতো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সবকিছুতে আগুন লেগে গেলে তবে ঘুম ভাঙবে। দেখ, তোমরা কত চেষ্টা করে জাগাও, কিন্তু আবার ঘুমিয়ে যায়। মেলায় তোমরা কত পরিশ্রম করো। কত জন বেরিয়ে আসে ? কোটির মধ্যে কয়েকজন। ভবিষ্যতে অনেক বৃদ্ধি হবে, তখন মানুষের বুদ্ধি খুলবে। অন্যান্য ধর্ম তো অনেক সময় ধরে আছে তাই পুরাতন হয়ে গেছে আর অনেক বৃদ্ধিও হয়েছে। তোমাদের বৃষ্ণ ছোট এবং পুরাতন। ওরা তো মাংস, মদ সবকিছুই খায়। বিকারেও লিপ্ত হয়। কথিত আছে, সংসঙ্গে স্বর্গবাস, অসংসঙ্গে সর্বনাশ। সংসঙ্গ অর্থাৎ কেবল বাবার সঙ্গ। মানুষ জানে না যে কার সঙ্গে থাকলে পার হতে পারবে। গান করে - হে মাঝি, আমার নৌকাকে তীরে পৌঁছে দাও। হে বাগানের মালিক, কাঁটা থেকে ফুল বানিয়ে দাও। এই কাঁটার জঙ্গল থেকে পারে নিয়ে চলো। এখানেই ফুল হতে হবে। দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। পুরুষোত্তম হতে হবে। শুদ্ধ ভোজন খেতে হবে। যেসব তমোগুণী খাবার দেবতাদেরকে দেওয়া হয় না, সেগুলো খাওয়া উচিত নয়। সন্ধির মধ্যেও সতঃ, রজঃ এবং তমঃ আছে। এখন মানুষ গরিব হয়ে গেছে। এই জ্ঞান গরিব মানুষকেই নিতে হবে। ধনী ব্যক্তির অনেক পয়সা অপচয় করে। সিনেমা দেখা খুব খারাপ। খবরের কাগজেও পড়েছিলাম যে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অর্থ নরকে যাওয়া। বিখ্যাত ব্যক্তিরাই বেশি নোংরা কাজ করে। এখন একেবারে পতিতালয় হয়ে গেছে। বাবা এসে শিবালয় বানিয়ে দিচ্ছেন। পবিত্রতাই মুখ্য। পবিত্রতা থাকলে শান্তি এবং সমৃদ্ধিও থাকবে। রাবণের রাজত্বে কেউ পবিত্র থাকতে পারবে না। এখনই যুদ্ধ হয়। যোগবলের দ্বারা তোমরা

রাবণকে পরাজিত করে। এখানে অনেক মন্দির আছে। কিন্তু কারোর জীবনকাহিনী জানে না। শিবের মন্দিরে গিয়ে যদি শিবের জীবনকাহিনী জিজ্ঞেস করো, তাহলে কিছুই বলতে পারবে না। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে জ্ঞানকে জানে। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ তো থাকেই। পড়াশুনার ওপরেই নির্ভর করে। সবাইকেই রাজযোগ পড়াচ্ছি, কিন্তু পুরুষার্থ অনুসারে উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠ হয়ে যাও। তাই বাচ্চাদেরকে পড়াশুনার বিষয়ে খুব মনোযোগী হতে হবে। শিব ভগবানুবাচ হলো - যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে এবং সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তাই বাচ্চারা, কখনোই স্মরণ করতে ভুলে যেও না। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো - আমি প্রদর্শনীতে খুব ভালো করে বোঝাই কিন্তু স্মরণের যাত্রাতে থাকি ? স্মরণে ফেল হয়ে আছে, এইজন্য সেই অবস্থা, খুশি সব সময় থাকে না। এই সাবজেক্টে বাচ্চাদের অভ্যাস বৃদ্ধি করা উচিত। এমন সুন্দর চিত্র বানানো উচিত, যাতে যে কেউ এসে পড়ে নলেজ বুঝতে পারবে। ভালো কিছু হলে অনেকে দেখতে আসবে। যারা এই চিত্র বানায় তারা অনেক পুরস্কার পায়। তারা দেবতাদের পুরানো চিত্রকে বিশেষভাবে বানিয়ে বিক্রি করে। মানুষের খুব পছন্দ হয়। এমনকি তারা অনেক টাকা দিয়েও কিনে নেয়। দেবতারা সতোপ্রধান ছিলেন, সুতরাং তাঁদের চিত্রেরও অনেক সম্মান আছে। কিন্তু তারা জানে না যে, ভারতই সর্বপ্রাচীন। সবার মধ্যে প্রাচীনতম হলেন শিববাবা। সবার প্রথমে শিব-ই আসেন। মানুষ তাই বিভ্রান্ত হয়। তোমরাও এখন বোঝো যে, আগে আমরা তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম। এখন কি থেকে কি হয়ে গেছি ! আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম, খুব ধনী ছিলাম। কিন্তু তোমাদের মধ্যেও নিশ্চয় বুদ্ধি খুব কমজনই আছে। নাহলে তো বাচ্চাদের আন্তরিক খুশি হওয়া উচিত যে, বাহ ! আমরা তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছি। যারা কম পড়াশুনা করে তারা কম জন্ম গ্রহণ করবে। যারা সূর্যবংশীয়তে আসবে তারা অবশ্যই ভালো পড়াশুনা করেছে। এই পড়া কত ভালো ! রচয়িতা বাবা-ই এসে রচনার আদি-মধ্য-অন্তর নলেজ দেন। তোমরা ত্রিকালদর্শী হও। কাউকে জিজ্ঞাসা করো তুমি কি ত্রিকালদর্শী ? তোমার কি তিন কালেরই জ্ঞান রয়েছে ? তখন তারা বলবে, এগুলো সবই হলো কল্পনা। কেউ একজন যদি বলে, বাকিরাও একই কথা বলতে শুরু করে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে এবং পরমাত্মা হলেন পিতা, এটাও তোমরা জানো। গীতাতে লেখা রয়েছে যে, পরমাত্মার রূপ তো হাজার সূর্যের থেকেও উজ্জ্বল। কিন্তু এরকম নয়। বাবা তো খুব শীতল। তিনি এসে বাচ্চাদেরও শীতল বানান। যেমন বাবা হলেন জ্যোতি বিন্দু সেরকম আত্মাও হলো জ্যোতি বিন্দু। যেমন ফায়ারফ্লাই হয়, সেটা তো দেখা যায়। বাবাকে তো দিব্য দৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। তোমরা জানো, পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা বাচ্চারাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে উঠছো। আত্মা কত ক্ষুদ্র, তার মধ্যে সমস্ত নলেজ সঞ্চিত রয়েছে। আত্মাই শোনে, আত্মাই ধারণ করে, আত্মাই শরীরের মাধ্যমে বোঝায়। এই বিষয়গুলো কেউই বোঝাতে পারবে না। তোমরাও বাবার কাছ থেকে সব বোঝো, তারপর অন্যদেরও বোঝাতে পারো। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। কৃষ্ণকে পতিত-পাবন বা জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। মানুষ এক'কেই আহবান করে যে, হে পতিত পাবন এসো, নাকি কৃষ্ণ বা রামকে আহবান করে ! সীতার রাম কি কোনও পতিত-পাবন ছিল ? তোমরা সকলেই ভক্ত, ভগবান হলেন একজনই। তোমরা সবাই হলে ব্রাইড (পত্নী), আমি হলাম তোমাদের ব্রাইডগ্রুম (পতি)। আমি তোমাদের শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করতে আসি। আমি এসে সমস্ত আত্মাদের ভক্তির ফল দিই। এই পড়াশুনা কত গুরুত্বপূর্ণ, নর থেকে নারায়ণে পরিণত করে। কত নেশা থাকা উচিত ! বাবা এসেছেন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান দেওয়ার জন্য। এটা হলো সবচেয়ে সেরা দান। মানুষ শিবের সামনে গিয়ে বলে, ঝুলি ভরপুর করে দাও। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সমস্ত জ্ঞান রয়েছে যে, আমরাই এখন সঙ্গমযুগে আছি। শিববাবা আমাদের বিষ্ণুপুরীর মালিক বানিয়ে দেন। এখন আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, এরপরে আমরা দেবতা হবো, তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো। এই হলো "আমরা-ই সেই (ব্রাহ্মণ), সে-ই আমরাই (দেবতা)" এর রহস্য। মানুষ বলে, আত্মাই পরমাত্মা। বাবা বোঝান, আমরাই পূজনীয় আবার আমরাই কীভাবে পূজারী হয়ে যাই। কীভাবে সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমো-তে আসি। এই রহস্যকে তোমরাই জানো। এটা হলো ধারণা করার বিষয়। এই পড়াশুনার দ্বারা অসীমের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমরা পড়াশুনা করছো ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য, পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। কেউ রাজা, কেউ রানী, কেউ গিয়ে প্রজা হবে। ওখানে সবাই সুখে থাকে। এখানে তো প্রত্যেকের কর্ম অনুসারে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। এটা হলো দুঃখধাম, ওটা হলো সুখধাম। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, এমন কোনো খারাপ কাজ কোরো না যার জন্য দন্ড ভোগ করতে হবে। যদি তারপরও এমন কোনো কর্ম করো তাহলে সেরকমই পদ প্রাপ্ত হবে। যদি ভালো করে পড়াশুনা করো তাহলে কল্প-কল্পান্তরের জন্য ভাগ্য তৈরি হয়ে যাবে। এখন এই জ্ঞান আছে, এরপর লুপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমরা পুরুষার্থ না করলে অনেক অনুশোচনা করতে হবে। বাবা বলেন - দৈবীগুণ ধারণ না করলে কর্ম-বিকর্ম হয়ে যাবে। এখানে সমস্ত মানুষের কর্ম, বিকর্ম হয়ে যায়। তোমরা ছাড়া এটা কেউই জানে না যে, গীতার ভগবান কখন এসেছিলেন ? এটা কেউ বলতে পারবে না। লোকে বলে তিনি দ্বাপরযুগে এসেছিলেন - বেদ শাস্ত্র দ্বাপরযুগে সৃষ্টি হয়েছে এবং দ্বাপরযুগেই আসুরিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। বাচ্চারা বলে, বাবা আমাদের এই পাপের দুনিয়া থেকে নিয়ে চलो। অর্থাৎ মৃত্যু চাও, এইজন্য ওঁনাকে মহাকাল বলা হয়। ঐ লোকেরা কেবল নাম দিয়েছে 'অকাল সিংহাসন'। কিন্তু এর অর্থ কিছুই বোঝে না। যারা

সবচেয়ে উঁচু হয়ে যায় তারা-ই আবার নীচে নেমে যায়। তোমরা বাচ্চারা এখন এই সমস্ত জ্ঞান বুঝেছ। এই জ্ঞান হলো খুবই ওয়ান্ডারফুল। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তর জ্ঞান কেউ দিতে পারে না। নাহলে নিরাকারকে নলেজফুল বলে কী লাভ, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি এসে জ্ঞান দিচ্ছেন ! সমস্ত আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে এখানে এসে পাট প্লে করে। তাঁরা ভগবানকে আহবান করে, কিন্তু ওঁনার তো নিজের কোনো শরীর নেই। বাকি সমস্ত আত্মাদের নিজের নিজের শরীর রয়েছে। সুতরাং, ভগবান হলেন একমাত্র নিরাকার, তাই না। বাবা বলেন - আমার নাম হলো শিব। আমি ওঁনার শরীরে প্রবেশ করে ব্রুকুটির মধ্যে এসে বসি। আত্মারা যেমন অরগ্যান্স দ্বারা কথা বলে তেমনই বাবাও ওঁনার অরগ্যান্স দ্বারা বোঝান। গায়নও রয়েছে, ব্রুকুটির মাঝখানে ঝলমলে নক্ষত্র আলো বিকিরণ করছে। এখন এই গভীর রহস্যগুলোকে তোমরাই জানো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের উঁচু ভাগ্য বানানোর জন্য খুব ভালো করে পড়া পড়তে হবে। কোনো খারাপ কাজ করা উচিত নয়।

২) নিজের খাওয়া-দাওয়া অনেক শুদ্ধ রাখতে হবে। দেবতাদের যে ভোজন নিবেদন করা হয়, তাই খাওয়া উচিত। পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- ত্যাগ, তপস্যার দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করে সকলের কল্যাণকারী ভব যেমন ভৌতিক আগুন দূর থেকেই নিজের অনুভব করায়, সেরকম তোমাদের তপস্যা এবং ত্যাগের ঝলক দূর থেকেই সবাইকে আকর্ষণ করবে। সেবাধারী হওয়ার পাশাপাশি ত্যাগ এবং তপস্যার মূর্ত রূপ হও তাহলে সেবার প্রত্যক্ষ ফল দেখা দেবে। ত্যাগ করা অর্থাৎ কোনও পুরানো সংকল্প বা সংস্কার যেন দেখা না দেয়। তপস্যা করা অর্থাৎ বুদ্ধির স্মৃতি বা দৃষ্টির দ্বারা আত্মিক স্বরূপ ছাড়া অন্য কিছু দেখা দেবে না। যা কিছু সংকল্পে আসবে, তার মধ্যেই প্রত্যেক আত্মার কল্যাণ সমাহিত থাকলে তবেই বলা হবে সকলের কল্যাণকারী।

স্লোগান:- দেহ ভাবের বাইরে যাওয়ার জন্য চিত্রকে না দেখে চেতনা (সত্তা) এবং চরিত্রকে দেখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা – শ্রীমত বলে যে পড়াশোনার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও, লেখাপড়া করলে নবাব হতে পারবে অর্থাৎ হৃদয়-সিংহাসনের অধিকারী হয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - সেবার বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কী ?

*উত্তরঃ - যদি সেবাধারী বাচ্চাদের মধ্যে দেহ অভিমান এসে যায়, অল্প একটু সেবা করে যদি এই নেশা চড়ে যায় যে আমি অমুককে জ্ঞান শুনিয়েছি, তাহলে সেবার বৃদ্ধি হতে পারবে না। বাচ্চারা এটা ভুলে যায় যে একে বাবা টাচিং করিয়েছেন। দেহ অভিমান-ই সেবাকে বৃদ্ধি পেতে দেয় না, এইজন্য বাবা বার-বার যুক্তি বলে দেন যে দেহী-অভিমानी ভব।

*গীতঃ- আমাদের সেই পথেই চলতে হবে...

ওম্ শান্তি । এক হল সর্বদাই পরমধামে স্থিত উচ্চ থেকে উচ্চতম বাবা। সেই শিব বাবার নিচে আছে বিষ্ণুর চিত্র। এখন তোমরা জানো যে আমাদেরকে শিব বাবা বিষ্ণুপুরীর মালিক তৈরী করছেন। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ। এঁাদের দুজনের একত্রিত রূপ হল বিষ্ণু। এটাই হল আমাদের লক্ষ এবং উদ্দেশ্য, কাউকে বোঝানোর জন্য। বুদ্ধিতে এটা ধারণ করতে হবে যে বাবা হলেন নিরাকার তাহলে আমাদেরকে কীভাবে পড়াবেন এইজন্য ব্রহ্মার চিত্র দেখানো হয়েছে। বাবা আমাদেরকে ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক তৈরী করছেন। তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিতও আছো। ভারতকেই বিষ্ণুপুরী বানাচ্ছেন। যদি এটা বুদ্ধিতে থাকে তাহলে কতোইনা খুশীতে থাকবে। এই ত্রিমূর্তির চিত্র কতোই না সুনামধন্য। ত্রিমূর্তির চিত্রে তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকে দেখিয়েছে কিন্তু শিবকে ভুলে গেছে। এটা কত বড়ই না ভুল। এখন তোমরা জানো যে শিব বাবা আমাদেরকে বিষ্ণু পুরীর মালিক বানাচ্ছেন এবং তিনি এসেছেন। এঁনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিম সময়ে এসে প্রবেশ করেন। বাবা আসেনই ভারতে আর ভারতকেই বিশ্বের মালিক তৈরী করেন।

বাচ্চারা, তোমাদের এ বিষয়ে নিশ্চয় আছে যে, প্রতি পাঁচ হাজার বছর পর সঙ্গম যুগেই বাবা আসেন। বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছ রাজস্ব নেওয়ার জন্য অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য। বাচ্চারা, এটা তো তোমরা জানো যে ভারতে কেবল একটাই ধর্ম ছিল। সেই সময় আর অন্য কোনও ধর্ম ছিলনা, তাই কতোই না নেশায় থাকতে হবে আর দৈবী গুণের ধারণাও করতে হবে। যদি বাবা দেখেন যে বাচ্চারা দৈবী গুণ ধারণ করছে না তাহলে এটাই তো বলবেন যে - এ হল দুর্ভাগ্য। পড়ছে না তার মানে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে। বাবা কতইনা সহজ করে বুঝিয়ে দেন। তোমরা জানো যে বাবা এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই বাচ্চাদেরকে এখানেই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সত্যযুগে গিয়ে তো ধারণ করবে না, তাই না! যে ধারণা করে এবং অন্যদেরকেও করায়, তার মধ্যে খুশিও অনেক থাকে। বাবা হলেন-ই উচ্চ থেকেও উচ্চতম, মূলবতনের অধিবাসী। সূক্ষ্ম বতনবাসীদের দেবতা বলা যায় আর এখানে হল মানুষ। পরমাত্মা হলেন সকল আত্মাদের বাবা অথবা স্বর্গের রচয়িতা। এই জ্ঞানও এখন তোমাদের প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা জানো যে আমরাও পূর্বে পাথরবুদ্ধি ছিলাম। বাবার দ্বারা আমরাও পবিত্র হচ্ছি। প্রথম দিকে ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজস্ব ছিল। সেই সময়কে ভগবতী শ্রী লক্ষ্মী, ভগবান শ্রী নারায়ণের রাজ্যও বলা হয়ে থাকে। এখন তাঁরা কোথায় গেলেন ? তাঁদেরকে এইরকম কে বানিয়েছেন ? এটা না কেউ বলতে পারবে, আর না এই কথা কারোর চিন্তনে আসবে। তোমরা জানো যে এই সাকার সৃষ্টিতেই তাঁদের রাজ্য ছিল। এখনও তাঁরা অন্য কোনো নাম-রূপ ধারণ করে এখানেই আছে। এই সব কথা জেনে বাচ্চাদের অনেক খুশী হওয়া চাই যে বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে এই রকম তৈরী করছেন। এঁনারাই হলেন প্রথম নম্বরের হিরো-হিরোইন। সূক্ষ্মবতনেও তোমরা এঁাদেরকে দেখে থাকো। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) নিশ্চিত যে, এইরকম হবেন। জ্ঞানের সাগর শ্রী শ্রী এঁাদেরকে পড়িয়ে এইরকম শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ তৈরী করছেন। তোমরাও এঁাদের সন্তান হয়ে দেবী-দেবতা হবে। গড দ্বারা তোমরা এই গড-গডেজ তৈরী হচ্ছে, প্রজাও তৈরী হচ্ছে, কিন্তু প্রজাদের গড-গডেজ বলা হবে না, এইজন্য তাদেরকে দেবী-দেবতা বলা হয়। তবুও মুখ্যতঃ লক্ষ্মী-নারায়ণকেই গড-গডেজ বলা হয়। এঁনারা সবথেকে বেশি পুরুষার্থ করে এই পদ পেয়েছেন। সবাইকে তো আর ভগবান-ভগবতী বলা হবেনা তাই না। প্রথম নম্বরেরই মহিমা গাওয়া হয়ে থাকে সবগুণসম্পন্ন... আর অন্য কোনও ধর্মাত্মাদের এই মহিমা করা হয় না। কেউ এইরকমও বলতে পারবে না যে – এটা তো হল পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। প্রথমে হলই দৈবী সাম্রাজ্য, পরে অন্যান্য ধর্মাত্মারা আসেন। বাচ্চারা তোমাদেরকেই পুরুষার্থ করানো হয়। যাদের পাট আছে তারাই আসবে, বাকি সবাই শান্তিধামে চলে যাবে। এতে কারোরই কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে

না। এখন এই প্রার্থনাও করে যে, আমারও শান্তি প্রাপ্ত হোক। স্বর্গকে তো তারা জানেই না। তাই বাবা তাদের আশা পূর্ণ করে দেন। অন্যান্য ভারতবাসীরা স্বর্গকে স্মরণ করে কিন্তু এটা জানেনা যে স্বর্গে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন - ভগবান-ভগবতী বানানোর জন্য। বিদেশীরা তো শান্তিধামকেই স্বর্গ মনে করে। মনে করে যে গড় ফাদার সেখানেই থাকেন। তোমরা জানো যে স্বর্গ হল আলাদা, শান্তিধাম হল আলাদা। তোমরাই স্বর্গে আসো। প্রথমে শান্তিধাম, তারপর সুখধাম, তারপর দুঃখধাম, তারপর পুনরায় শান্তিধামে যেতে হয়... এই খেলাই তৈরী হয়ে আছে। সব আত্মারাই সত্যযুগে এসে যাবে, এটা হতে পারে না। এটা হল বিভিন্ন ধর্মের সৃষ্টিচক্র। প্রথমে সূর্য বংশী তারপর অন্যান্য ধর্ম আসে। এই ড্রামাতে কোনো কিছুই নতুন হয়না। সেই ইতিহাস-ভূগোলই পুনরাবৃত্তি হতে থাকে কিন্তু কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয়, সেটা এখানে এসে জানতে হবে। সত্যযুগে তোমাদের রাজ্য ছিল, এখন পুনরায় সত্যযুগে যাওয়ার জন্য তোমাদের কল্প পূর্বের ন্যায় পুরুষার্থ চলছে।

বাচ্চারা, তোমরা প্রত্যেক ধর্মের আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। খ্রীষ্টান ধর্মের স্থাপন কবে হয়, কিভাবে হয়, কিভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে। এই (কল্প বৃক্ষের) ঝাড়ের চিত্রে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে যে নতুন নতুন যারা আসে তাদের শাখা-প্রশাখা কিভাবে বেরিয়ে যায়, তাদের পাতার সংখ্যা কত আর হবে? খুব অল্প। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। প্রথমে হল দেবী-দেবতা ধর্ম পরে অন্যান্য ধর্মের আত্মারা আসে। এখন অন্তিম সময়ে এই কল্প বৃক্ষের ঝাড় ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা প্রাপ্ত করেছে। সাধারণ মানুষ এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তোমরা জানো যে, এটা হল অনাদি অবিনাশী ড্রামা, এতে এক সেকেন্ডেরও এদিক-ওদিক হয় না। এই ঝাড়ের আয়ুও হল সঠিক। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টিক্রমী অসীমের নাটক। এখানে আমরা আসি পার্ট প্লে করতে। এই জ্ঞান বাবা-ই এসে বোঝান। এই সব শাস্ত্র হলো ভক্তি মার্গের, অর্ধেক কল্প ভক্তি মার্গ চলে। সেখানে এক সেকেন্ডেরও এদিক-ওদিক হয় না। এই জ্ঞানের প্রালম্বও নির্ভুলভাবে অর্ধেক কল্প চলতে থাকে, যে যেরকম পার্ট অভিনয় করেছে, সে সেইরকমই পার্ট অভিনয় করবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি অসীম হয়ে গেছে। অন্যদের বুদ্ধিকেও অসীমে নিয়ে আসতে হবে তবেই তোমরা অসীম বিশ্বের মালিক হতে পারবে। নিরাকারী দুনিয়াতে আছে নিরাকার বাবা আর নিরাকার বাচ্চারা। সূক্ষ্মবতনের পার্ট হল খুব অল্প সময়ের। এখন এই সাকারী দুনিয়াতে সব থেকে প্রথম নম্বরের সুপ্রীম কে? লক্ষ্মী-নারায়ণ। সুপ্রীম বাবা-ই এসে সুপ্রীম ধর্মের স্থাপন করেন। আর অন্য কোনও ধর্মকে তোমরা সুপ্রীম বলতে পারবে না। এখন তো সবাই হল তমপ্রধান। এক বাবা-ই আছেন, যিনি সদা পবিত্র থাকেন, এভার সুপ্রীম। বাকি সবাইকে সত্য-রজা-তমোতে আসতেই হয়। এখন তো তমোপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ হবেই। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ - সব কিছুই বিনাশ হয়ে যাবে। যখন নতুন বাড়ি তৈরী হয় তখন পুরানোকে ভেঙে ফেলতেই হয়। বাচ্চারা তোমরা নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকারও করে থাকো। এখন পুরানো থেকে বুদ্ধি সরিয়ে নিতে হবে। গীত আছে, তাই না - জাগো সজনীরা জাগো... বাবা তোমাদেরকে এর অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে বাচ্চারা এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। তো এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্মৃতি এসে গেছে যে, এই ড্রামাতে আমাদের পার্ট হল অবিনাশী, তথাপি আমাদেরকে আসতেই হয়। আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তোমাদেরই পার্ট আছে। অর্ধেক কল্প পর থেকে অন্যান্য ধর্মের শাখা প্রশাখা বের হতে থাকে। যখন এর বিস্তার বন্ধ হয়ে যাবে তখন বুঝবে যে সেখান থেকে আসাও বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর এখান থেকে যাওয়া শুরু হবে। তখন এত সব আত্মা কোথায় যাবে। বাচ্চারা এটা তোমরাই জানো, সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ হবে। একটি বংশের থেকে কতোই না বৃদ্ধি হতে থাকে। কতো বড় ঝাড় হয়ে যায়। এখন সব তমোপ্রধান মানুষের নাটক চলছে অথবা কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। এই মনুষ্য সৃষ্টিক্রমী ঝাড়ের সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। যদিও তুফান অনেক আসে তথাপি একদম বিনাশ হয় না। পরিবর্তন অবশ্যই হয়।

বাচ্চারা এখন তোমরা কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হচ্ছে। এই কথাও যখন ব্যবসাতে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন ভুলে যায়, যার ধারণা হয়ে যায় সে সারাদিন বিচার সাগর মন্বন করতে থাকে যে কিভাবে আমি সেবা করবো অথবা কাঁটাকে ফুল বানাবো। বাবা হলেন সব থেকে বড় ধর্মাত্মা, যিনি সাধুদেরও উদ্ধার করেন। বাবা যতক্ষণ না সাকারে আসেন, ততক্ষণ মানুষের উদ্ধার কিভাবে হবে। প্রেরণার দ্বারা খোড়াই কিছু হবে! তাই বাবা এসে সমগ্র জ্ঞান দিয়ে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানিয়ে দেন। তাই বাচ্চারা তোমাদের কতোইনা নেশায় থাকতে হবে। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন যে এইরকম ভাবে সেবা করলে অনেকের কল্যাণ হবে। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর চক্রকে স্মরণ করো তাহলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। অন্যদেরকেও এইরকম তৈরী করতে থাকো। যেরকম লৌকিক পড়াশোনা করে মানুষ ব্যারিস্টার হয়, সেরকমই তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে যাও। বাবা বলেন যে - যদি নিজের সমান না বানাতে পারো তাহলে এখনও সেবাধারী হওনি। কারোর সেবাই গুপ্ত থাকেনা। অন্তিম সময়ে তোমাদেরও প্রভাব বিস্তার হবে। বাচ্চাদের অবস্থা উপর-নীচ হতে থাকে। কিছু পরীক্ষা এলেই বাচ্চারা মূর্ছিত হয়ে যায়। তোমাদেরও এই অনুভব আছে যে, আজ আমাদের

স্থিতি বাবার স্মরণে স্থির থাকছে না। স্থিতির তো পরিবর্তন হতেই থাকে তাই না। বৃহস্পতির দশা নেমে গেলে তো একদম নিচে ফেলে দেয়। অসুস্থতাও হল কর্মভোগ, যার কারনে সেবা করতে পারোনা। অভুল তো অন্তিম কালেই হবে কিন্তু এই নেশায় থাকতে হবে যে আমাদেরকে পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন – ভগবান-ভগবতী বানানোর জন্য। এখন যদি ফেল হয়ে যাও তাহলে কল্প-কল্পান্তর এই পাটাই চলতে থাকবে। বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখছেন আর নিজেদেরকেও দেখতে হবে যে আমি কি সেবা করছি। মায়া কখনো কখনো বাচ্চাদেরকে থাপ্পর মেরে দেয়। শ্রীমতে না চলার কারনে মায়া মেরে-মেরে একদম মৃত বানিয়ে দেয়। সেবাও করতে পারে না। না হলে তো দেখতেই পাচ্ছো যে মাতা-রা কতো সেবা করছে। কেউ-কেউ তো আবার দেহ-অভিমনে এসে বলে দেয় যে - আমি এনাকে জ্ঞান শুনিয়েছি, এটা ভুলে যায় যে বাবা এনাকে টাচিং করিয়েছেন - বাচ্চাদের নাম উচ্ছ্বল করার জন্য। দেহ-অভিমান হওয়ার কারনে যে সেবা হওয়ার ছিল সেটা হয় না। আবার বলে যে - বাবা ভুল হয়ে গেছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, সমাজের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের খুব যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তাদের থেকেই আওয়াজ বেরোবে আর বাঃ-বাঃ হতে থাকবে কিন্তু তার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে যোগের পাওয়ার ভরপুর করতে হবে। এখন বাবা এসে পুরুষার্থ করাচ্ছেন তথাপি ভাগ্যে না থাকলে তো শ্রীমতে চলবেই না। পড়বে-লিখবে তো হবে নবাব আর বাবার হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করবে। দেখা, সকল বাচ্চারা বাবাকে আহ্বান করে কেন? কারণ বাবাও বাচ্চাদের হৃদয়ে স্থান অধিকার করে আছেন। বাবা সেবা করে বাচ্চাদেরকে কতোইনা ফুলের মতো সুন্দর বানিয়ে দিয়েছেন। সেবা করা তো হল কর্তব্য। ম্যাগাজিনে লিখতে পারো, অমুক ব্যক্তি মারা গেছে, নাথিং নিউ। এই ড্রামার রহস্যকে ব্রাহ্মণেরাই বুঝতে পারে। শূদ্ররা তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তাদের মনে তো সংশয় আসতেই থাকবে। ম্যাগাজিনের দ্বারা তোমরা বোঝাতে পারো। তারা ম্যাগাজিন নেবে, পড়বে, আর যদি না বুঝতে পারে তো ফেলে দেবে। যদি কারোর ভাগ্যে না থাকে তো পুরুষার্থ কি করবে। ফলস্বরূপ, একটুও ধারণা করতে পারে না। তখন মন চাইবে না যে একে এই মন্ত্র দিই, একে বলা হয় মহামন্ত্র, মন্ত্রনা ভব। আচ্ছা, নিজে যদি স্মরণ না করতে পারো তাহলে অন্যদের তো কল্যাণ করো। ঘরে-ঘরে এই সংবাদ দাও যে বাবা বলেছেন - আমাকে স্মরণ করো। আমিই হলাম পতিত-পাবন। সেবার জন্য বুদ্ধি খাটাতে হবে। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের বুদ্ধি সীমিত থেকে অসীমে নিয়ে যেতে হবে। অন্যদেরকেও অসীম জগতে নিয়ে আসতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া থেকে বুদ্ধি সরিয়ে দিতে হবে।

২) সর্বদা খুশিতে থাকার জন্য ধারণা করতেও হবে আর করাতেও হবে। আমাদেরকে স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন - এই নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ:- তপস্যার দ্বারা নিজের বিকর্ম বা তমোগুণী সংস্কারগুলিকে ভুল্লকারী তপস্বী মূর্তি ভব যেরকম এখন ঈশ্বরীয় পালনার কর্তব্য চলছে, এইরকম শেষে তপস্যার দ্বারা নিজের বিকর্ম আর প্রত্যেক আত্মার তমোগুণী সংস্কার বা প্রকৃতির তমোগুণকে ভুল্ল করার কর্তব্য করতে হবে। এরজন্য সর্বদা একরস স্থিতির আসনে স্থির হয়ে নিজের তপস্বী রূপকে প্রত্যক্ষ করো। নিজের প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে দেহ-অভিমানের ত্যাগ আর আত্ম-অভিমानी হওয়ার তপস্যা যেন প্রত্যক্ষ রূপে দেখা যায়।

স্নোগানঃ:- সংস্কারের সংঘাত থেকে বাঁচার জন্য বালক আর মালিকভাবের সমতা বজায় রাখো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"দিব্য ব্রাহ্মণ জন্মের ভাগ্যের রেখা"

আজ বিশ্ব রচয়িতা বাপদাদা বিশ্বের সকল মনুষ্য-আত্মারূপী তাঁর আপন বাচ্চাদের দেখছেন। সকল আত্মার মধ্যে অর্থাৎ সকল বাচ্চার মধ্যে দুধরণের বাচ্চা আছে। এক হ'ল যারা বাবাকে চেনে, আরেক হ'ল চিৎকার করে ডাকে অথবা চিনতে চেষ্টা করে। যেমনই হোক, সবাই বাচ্চা। তাইতো আজ উভয় প্রকারের বাচ্চাদের দেখছিলেন। সব বাচ্চাদের মধ্যে থেকে যারা চেনে বা প্রাপ্ত করে, সে'রকম বাচ্চারা খুব অল্প আর যারা চিনতে সচেষ্ট তারা অনেক। যারা স্বীকৃত হয়েছে সেই বাচ্চাদের ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা জ্বলজ্বল করছে। সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা হল - বাবার দ্বারা দিব্য ব্রাহ্মণ জন্মের। দিব্য জন্মের রেখা শ্রেষ্ঠত্বের উজ্জ্বলতায় ঝলমল করছে। চিৎকার করে ডাকা বাচ্চারা তাঁকে না জেনেও এটা মানে যে ভগবান আমাদের রচনা করেছেন, কিন্তু অপরিচিত হওয়ার কারণে দিব্য জন্মের অনুভূতি করতে পারে না। তোমরাও বলো, বাপদাদা আমাদের দিব্য জন্ম দিয়েছেন, তারাও বলে, ভগবান রচনা করেছেন ভগবানই রচয়িতা, ভগবানই পালনকর্তা। কিন্তু উভয়ের বলার মধ্যে কতো তারতম্য ! তোমরা অনুভব থেকে, নেশার সাথে, নলেজের দ্বারা বলো যে বাপদাদা, মাতা-পিতা আমাদের রচনা করেছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জন্ম দিয়েছেন। রচয়িতা, জন্ম, জন্মপত্রিকা, দিব্য জন্মের বিধি আর সিদ্ধি, সবকিছু তোমরা জান। তোমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের দিব্য জন্মের বার্থ-ডে স্মরণ আছে, আছে না ? এই দিব্য জন্মের বিশেষত্ব কী ? সাধারণ জন্মধারী আত্মারা নিজেদের বার্থ-ডে আলাদাভাবে উদযাপন করে, ফ্রেন্ডস্-ডে আলাদাভাবে উদযাপন করে, শিক্ষা দিবস আলাদাভাবে উদযাপন করে আর তোমরা কী বলবে ? তোমাদের বার্থ-ডে যা তোমাদের ম্যারেজ-ডে আর শিক্ষা দিবসও সেই একই। মাদার ডে বলো বা ফাদার ডে বলো অথবা এনগেজমেন্ট-ডে বলো, সব একই। এমন দিব্য জন্ম কখনো শুনেছ ? সারা কল্পে এ'রকম দিন তোমরা সব আত্মার আর কখনো প্রাপ্ত হয় না। সত্যযুগেও বার্থ-ডে আর ম্যারেজ-ডে এক হবে না। কিন্তু এই সপ্তমযুগের এই মহান জন্মের এটা বিশেষত্বও আবার বিচিত্রও বটে ! বাস্তবে, যে দিন ব্রাহ্মণ হয়েছে সেটাই জন্মদিন, সেটাই ম্যারেজ-দিবস। কেননা সবাই তোমরা এটাই প্রতিজ্ঞা কর - এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রথমেই কর, তাই না ! তোমার সাথে থাই, তোমার সাথে বসি, তোমার সাথে সর্ব সম্বন্ধের দায়িত্ব পরিপূর্ণ করি - এই প্রতিজ্ঞা তোমরা সবাই কর, কর না!

পাণ্ডবরা, মাতারা, কুমারীরা সবাই প্রতিজ্ঞা করেছে। সুতরাং স্বপ্নেও অন্য কোথাও মন যেতে পারে না। এ'রকম পাকাপোক্ত হয়েছে, হয়েছে না, নাকি কোনো সাথী প্রয়োজন ? সেবার জন্য কোনো বিশেষ সাথী প্রয়োজন ? তাহলে কার জন্য সাথী-দিবস পালন করবে ? সেবাধারী সাথীর নাকি বাবা তোমাদের সাথী হওয়ার দিবস পালন করবে ? হয় কেউ সার্ভিস দেয় অথবা কেউ সার্ভিস নেয়, কিন্তু সেবার সময় সেবা কর, আর তারপরে এতটা স্বাভাবিক বজায় রেখে প্রিয় হও, যাতে বিশেষরূপে সামান্যতম কর্তব্যবন্ধন না হয়। সেবায় যে সহায়তা করবে সে তো বিশেষ হবে, তাই না ! হয় সে ভাই হবে অথবা বোন হবে, যে বিশেষ সেবা করে সে বিশেষ অধিকারও রাখবে ! সুতরাং সেবার সাথী হও কিন্তু সাক্ষী হয়ে সাথী হও। যখন সাক্ষীভাবের স্থিতি ভুলে যাও আর শুধু সাথী হও, তো বাবাকে তোমরা ভুলে যাও। সাক্ষী হয়ে পার্ট প্লে করার প্র্যাক্টিস কর।

প্রত্যেক বাচ্চার মাথায় ভাগ্যের চার বিশেষ রেখা জ্বলজ্বল করছে। ১) দিব্য জন্মের রেখা, ২) পরমাত্ম-পরিপালনের রেখা, ৩) পরমাত্ম-শিক্ষার রেখা আর ৪) নিঃস্বার্থ সেবার রেখা। সবার ললাটে ভাগ্যের চার রেখাই ঝলমল করছে। কিন্তু উজ্জ্বলতায় আর সদা একরস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করার মধ্যে তারতম্য হওয়ার কারণে প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। আদি থেকে এখন পর্যন্ত যাদের চার রেখার অনুভব সদা যথার্থরূপে চলতে থাকে, সেই অনুভব খুব অল্পসংখ্যকেরই আছে। মাঝে মাঝে কোনো না কোনো বিষয়ে ভাগ্যের রেখা হয় খন্ডিত হয়ে যায় নতুবা উজ্জ্বলতা কম হয়, স্পষ্ট হয় না। যেমন হস্তরেখাতেও তারা দেখে যে কারো কারও খন্ডিত হয়, কারও একরস হয়, কারও স্পষ্ট হয়, কারও স্পষ্ট হয় না। বাপদাদাও বাচ্চাদের ভাগ্যের রেখা দেখতে থাকেন। দিব্য জন্ম তো সবাই নিয়েছে, কিন্তু দিব্য জন্মের রেখা খন্ডিত হয় কিংবা স্পষ্ট হয় না, কারণ নিজ জন্মের ধর্মে অখন্ডতায় চলে না, সেইজন্য তাদের ভাগ্যের রেখা খন্ডিত হয়। ধর্ম কী, কর্ম কী - সে'সব তো তোমরা জানো, তাই না ! কার্যতঃ পরমাত্ম-পালনে তো সব ব্রাহ্মণ অগ্রচালিত হচ্ছে। হয় তোমরা সমর্পিত নয়তো প্রবৃত্তিতে আছে, কিন্তু চলছে বাবার ডিরেকশন অনুযায়ী। যারা প্রবৃত্তি মার্গের তারা কী বলবে ? নিজের উপার্জনে খাচ্ছ নাকি বাবার থেকে খাচ্ছ ? বাবার থেকে খাচ্ছ, কারণ তোমাদের সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে দিয়েছ তাহলে সব বাবারই তো হ'ল, তাই

না ! হতে পারে তোমরা আয় করছ, কিন্তু উপার্জিত ধন বাবাকে হস্তান্তর করে দিচ্ছ, নাকি নিজের কাজে ব্যবহার কর ? তোমরা ট্রাস্টি, তাই না ? ট্রাস্টির নিজস্ব কিছু থাকে না। গৃহস্থ হলে আমিত্ব বোধ হয়, ট্রাস্টি হওয়া অর্থাৎ সবকিছু বাবার। নিজের হাতে যখন খাবার বানাও তখনও তো এটাই মনে কর যে ব্রহ্মা ভোজন খাচ্ছ, তাই না ! প্রথমে ভোগ কাকে অর্পণ কর ? বাবাকেই তো অর্পণ কর, কর না ? অর্পণ করা অর্থাৎ বাবার থেকে খাওয়া। তোমরা ব্রহ্মা ভোজন খাও। হয়তো বা বাচ্চাদের জন্য কিছু ব্যবহার করছ, কিন্তু তবুও বাবার ডিরেকশন অনুসারে ব্যবহার করছ। ঠিক যেভাবে তোমাদের সমর্পিত বোন বা ভাই বিভিন্ন কার্যে যেমন তন-মনও ব্যবহার করে তেমনই ধনও ব্যবহার করে। একইভাবে, প্রবৃত্তিতে যারা থাকে তারাও মন বা ধন কোনো কিছুর জন্য ব্যবহার কর তো সে'সব বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই আমানত মনে করেই কার্যে প্রয়োগ কর, এ'ভাবেই তো কর, তাই না ? আমানতে কখনো অনধিকার প্রয়োগ করা অথবা মনমত মিশিয়ে দাও না তো ? সুতরাং পরমাত্মার লালন-পালন সব ব্রাহ্মণ আত্মার প্রাপ্ত হচ্ছে। লালন-পালন করাই হয় শক্তিশালী বানানোর জন্য। মাতার পালনের প্রত্যক্ষ রূপ কেমন হয় ? বাচ্চা শক্তিশালী হয়। তাইতো ব্রহ্মা-মায়ের পরিপালনে তোমরা সবাই মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে ওঠো। কিন্তু কিছু কিছু বাচ্চা শক্তিকে কার্যে প্রয়োগ করে আবার কিছু কিছু বাচ্চা প্রাপ্ত শক্তি অর্থাৎ পরিপোষণ কার্যে প্রয়োগ করে না অর্থাৎ মনের ধারণাকে প্র্যাকটিক্যাল রূপে প্রয়োগ করে না। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ পরিপোষণ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল থেকে যায় আর ভাগ্যের রেখা খন্ডিত হয়ে যায়।

একইরকম পঠন-পাঠনের রেখা - পঠন-পাঠনের এইম্ অবজেক্টই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত করা। শিক্ষক বাবা সবাইকে একই পাঠ পড়ান আর একই সময়ে পড়ান। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-জীবনের শিক্ষার পদমর্যাদা বা নেশা থাকে তা' সকলের একরকম থাকে না। 'যে ফরিস্তা সেই দেবতা' স্টেটস (স্থিতি) এর স্মৃতি সদা বজায় রাখে না, সেইজন্য ভাগ্যের রেখায় বিভিন্মতা এসে যায়। একইভাবে, সেবার রেখা, সেবার বিশেষত্ব হ'ল যা ব্রহ্মাবাবা সাকার রূপে অস্তিম বরদান হিসেবে স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছেন - "নিরাকারী, নির্বিকারী আর নিরহংকারী।" নিরাকার স্থিতিতে স্থিত হওয়া ব্যতীত কোনও আত্মাকে সেবার ফল দিতে পারবে না, কারণ আত্মার তির আত্মাকেই বিদ্ধ করে। যদি নিজে সদা এই স্থিতিতে স্থিত না হও, তবে যাদের তুমি সেবা কর তারাও সদা স্মৃতিস্বরূপ হতে পারবে না। নির্বিকারীর ক্ষেত্রেও একইরকম, কোনও বিকারের অর্থাৎ মনোবিকৃতির অংশ অন্য আত্মার শূদ্র বংশকে পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণ-বংশী বানাতে পারে না, সেই আত্মাকেও পরিশ্রম করতে হয়, সেইজন্য প্রীতিপূর্ণ ভালোবাসার ফল সদা অনুভব করতে পারে না। নিরহংকারী সেবার অর্থই হ'ল ফলস্বরূপ হয়ে ঝুঁকে পড়া। 'নির্মান' না হয়ে নির্মাণ অর্থাৎ সেবায় সফলতা প্রাপ্ত হবে না। সুতরাং 'নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহংকারী' - এই তিন বরদানকে সদা সেবাতে প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে আসা - একে বলে ভাগ্যের অখন্ড রেখা। এখন ভাগ্যের চার রেখাই চেক কর, সেগুলো অখন্ড নাকি খন্ডিত ! স্পষ্ট নাকি অস্পষ্ট ? কোটিতে কতিপয়ের মধ্যে তোমরা তো আছ, কিন্তু হতে হবে কতিপয়ের মধ্যেও কেউ। যারা কতিপয়ের মধ্যে কেউ হবে তারা এখন সকলের মাননীয় এবং ভবিষ্যতে পূজনীয় হয়। যারা ভাগ্যের অখন্ড রেখা যুক্ত, তাদের লক্ষণ হ'ল - তারা এখনও সব ব্রাহ্মণ-পরিবারের প্রিয় হবে। মাননীয় হওয়ার কারণে সকলের আশীর্বাদ, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের ভাগ্যের রেখাকে সদাসর্বদা দ্যুতিমান বানিয়ে রাখে। অতএব, নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা কর - আমি কে ? তাহলে শুনলে বাবা আজ কি দেখেছেন !

দুনিয়ার লোকে বলে পালনকর্তা, জন্মদাতা। কিন্তু তাদের কাছে জন্মদাতার পরিচয়ই নেই। আর সেখানে তোমরা নেশার সাথে বলতে পার জন্মদাতা পরমাত্মা কেমন, আর কেমনই বা পালনকর্তা পরমাত্মা! ব্রহ্মা-মায়ের পরিপালনও প্রাপ্ত হচ্ছে আর বাবার শ্রেষ্ঠ মতে যোগ্য আত্মাও হয়ে গেছ। বাবা বাচ্চাদের যোগ্য করে তোলেন আর মা করেন শক্তিশালী। এই দুই অনুভবই তোমাদের আছে, তাই না ! আচ্ছা ! গীতা পাঠশালার তোমরা বেশি এসেছ। যারা গীতা পাঠশালার তারা কে ? গীতার জ্ঞান শ্রবণকারী "হে অর্জুন ।" "অর্জুন" মনে করে গীতা-জ্ঞান শোনো নাকি "অর্জুন" অন্য কেউ ? "আমি অর্জুন"- নিজেদেরকে এমন ভাবে পার ? এমনভাবে সদা এই অনুভব করে শোনো আমি অর্জুন, গীতার জ্ঞান ভগবান বিশেষভাবে আমাকে শোনাচ্ছেন। গীতা পাঠশালা থেকে আগত তোমরা তো সর্বাগ্রে নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে। এই বিধিতে যদি শোনো তাহলে এগিয়ে যাবে। টিচারদের বিজি থাকার জন্য গীতা পাঠশালা ভালো। গীতা পাঠশালা চক্রবর্তীও বানায়, বিজিও রাখে। বৃদ্ধিও ভালো হয়। পরিশ্রম কম নেয়, সহায়ক হয় বেশি। গীতা পাঠশালার তাদের এটাই মহত্ব, তাই না ! সেইজন্য গ্রামের থেকে যারা, তারা বাবার প্রিয়। বৃহত্তর স্থানে মায়াও বৃহৎ রূপে আসে। যারা গ্রামের তাদের কাছে মায়াও আসে গ্রামের, তাইতো গ্রামের তোমরা খুব ভালো, বেশিসংখ্যক কোথা থেকে এসেছ ? কিন্তু এখন তো সবাই তোমরা মধুবন নিবাসী।

সব টিচারের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস কোনটা ? মধুবন, তাই না ! সে'সব দোকান, এটা ঘর। তাহলে স্মরণে কোনটা বেশি

থাকে - ঘর নাকি দোকান ? কারও কারও দোকান অধিক স্মরণে থাকে। এমনকি, ঘুমের সময়ও তাদের দোকান স্মরণে থাকে। তোমরা যেখানে চাও সেখানে তোমাদের বুদ্ধিকে স্থিত করতে পার। সেবাকেন্দ্রে থেকেও মধুবন নিবাসী হতে পার আর মধুবনে থেকেও সেবাধারী হতে পার, এই অভ্যাস তো আছে, আছে না ? ভাবনা এলো আর সেকেন্ডে স্থিতিতে স্থিত হওয়া, এটা হ'ল টিচারদের স্থিতির বিশেষত্ব। বুদ্ধিও সমর্পিত, তাই না ! নাকি শুধু সেবার জন্য তোমরা সমর্পিত ? সমর্পিত বুদ্ধি অর্থাৎ যেখানে চাও, যখন চাও সেখানে স্থিত হয়ে যাওয়া। এ' হ'ল বিশেষত্বের লক্ষণ। বুদ্ধি সহ সমর্পিত - তোমরা এমনই, তাই না ! নাকি তোমাদের বুদ্ধি অর্ধেক সমর্পিত আর সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত শরীরের দ্বারা ?

কোনো কোনো টিচারও বলে, যখন তারা যোগে বসে তখন আল্প-অভিমানী হওয়ার পরিবর্তে সেবা স্মরণে আসে। কিন্তু এ'রকম হওয়া উচিত নয়, কারণ লাস্ট সময় অশরীরী হওয়ার বদলে যদি সেবারও সঙ্কল্প চলে তাহলে সেকেন্ডের পেপারে ফেল হয়ে যাবে। সেই সময় "নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহংকারী" স্থিতি ব্যতীত বাবার আর কিছু স্মরণে ছিল না। ব্রহ্মা বাবা এটাই অস্তিম স্টেজ বানিয়েছিলেন, তাই না ! সম্পূর্ণরূপে নিরাকারী। তবুও সেবা যখন কর তোমরা সাকার রূপে এসে যাও, অতএব, এই অভ্যাস কর - যে সময়ে যে স্থিতি চাও সেই স্থিতি যেন হয়, নয়তো প্রবঞ্চিত হবে। এমন ভেবো না যে সেবার সঙ্কল্পই তো এসেছে, খারাপ সঙ্কল্প বিকল্প তো আসেনি ! যতই হোক, কন্ট্রোলিং পাওয়ার তো হয়নি, না ! কন্ট্রোলিং পাওয়ার যদি না থাকে তাহলে রুলিং পাওয়ার হবে না, তখন আবার রুলার হতে পারবে না। সুতরাং অভ্যাস কর। এখন থেকে বহুকালের অভ্যাস প্রয়োজন। এই বিষয়টা হালকাভাবে ছেড়ে দিও না। তাহলে শুনলে, টিচারদের কি অভ্যাস করতে হবে ? তখনই তোমাদের বলা হবে - টিচার্স বাবাকে ফলো করে। সদা ব্রহ্মাবাবাকে সামনে রাখ আর তিন বরদান স্মরণে রেখে ফলো কর। এটা তো সহজ, না ! এই অস্তিম বরদান খুব শক্তিশালী। এই তিন বরদান সদা স্মরণে রেখে যদি তা' প্র্যাকটিক্যালি কর তাহলে বাবার হৃদয় সিংহাসন আর রাজ- সিংহাসনের অধিকারী অবশ্যই হবে। আচ্ছা !

বাবা সমান সদা নলেজফুল, পাওয়ারফুল সব বাচ্চাকে, সদা ভাগ্যবিধাতা দ্বারা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্পষ্ট রেখাযুক্ত ভাগ্যবান বাচ্চারা সদা বাবা সমান ত্রি-বরদান প্রাপ্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদের, সদা ব্রাহ্মণ জন্মের পরিপালন আর পঠন-পাঠনকে অগ্রচালিত করে, এমন অখন্ড ভাগ্যবান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

অব্যক্ত বাপদাদার জোন ওয়াইজ সব বাচ্চার সাথে সাক্ষাৎ -

মহারাত্রি গ্রুপ:-

সদা নিজেদের সর্বপ্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ আত্মা মনে কর ? কখনো শূন্য হয়ে যাও না তো ? কারণ বাবা এত প্রাপ্তি করিয়েছেন, যদি সর্বপ্রাপ্তি নিজের মধ্যে সংরক্ষণ কর তাহলে কখনো শূন্য হতে পারে না। এই জন্মের ক্ষেত্রে তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বরং অনেক জন্ম এখানের পরিপূর্ণতা সাথে থাকবে। সুতরাং যখন তিনি এত দিয়েছেন যে ভবিষ্যতেও থাকবে, তাহলে এখন শূন্য কীভাবে হবে ? যদি বুদ্ধি খালি থাকে তাহলে অস্থিরতা থাকবে। কোনও জিনিস যদি পরিপূর্ণরূপে (ফুল) ভরা না হয় তাহলে টলমল করে। সুতরাং পরিপূর্ণ হওয়ার লক্ষণ হ'ল মায়া আসার কোনো মার্জিন নেই। মায়াই তোমাদের টলিয়ে দেয়। তো মায়া কি আসে নাকি না ? সঙ্কল্পে কি আসে ? মায়ার রাজ্যে তো অর্ধেক কল্প তোমরা অনুভব করেছ আর এখন তোমরা নিজের রাজ্যে যাচ্ছ, যখন মায়াজিৎ হবে তখন আবার নিজেদের রাজত্ব আসবে, আর মায়াজিৎ হওয়ার সহজ উপায় - সদা প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ থাক। কোনো একটাও প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেক না। সর্বপ্রাপ্তি হোক। এমন নয় - এই সবই তো আছে, শুধু তো একটা বিষয় নেই কোনো ক্ষতি নেই ! যদি সামান্যতমও কম হবে তো মায়া ছাড়বে না, সেই ক্ষেত্রেই তোমাদের টলিয়ে দেবে। অতএব, মায়া আসার মার্জিনই যেন না থাকে। মায়া আসে আর তোমরা তাকে তাড়াতে যাও, তো তা'তে টাইম চলে যায়। তাহলে মায়াজিৎ কি হয়েছে ? এ' রকম ভেবো না - দু' বছর বা তিন বছরের মধ্যে হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণদের জন্য স্লোগান হ'ল - "এখন নয় তো কখনো নয়।" এখন সময়ের গতি অনুসারে যেকোন সময় যা কিছু হতে পারে, সেইজন্য তীব্র পুরুষার্থী হও। আচ্ছা !

বরদান:- সময় আর সঙ্কল্প সহ নিজের সকল খাজানা উইল করে মোহজিত ভব

যেমন, বাচ্চাদের সবকিছু উইল করে দেওয়া হয়ে থাকে, সে'রকম তোমরাও বাবাকে নিজের ওয়ারিশ বানিয়ে সবকিছু যদি উইল করে দাও তবে উইল পাওয়ার এসে যাবে। এই উইল পাওয়ার দ্বারা আপনা থেকেই মোহ নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন সাকার বাবা সম্পূর্ণরূপেই নিজেকে উইল করেছেন সে'রকমই তোমাদের যে স্মৃতি, সময় এবং সঙ্কল্পের ভান্ডার আছে সে'সব উইল কর অর্থাৎ শ্রীমৎ অনুসারে সেবাতে

প্রয়োগ কর, তবে মোহজিত, বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- একে অপরের স্নেহী হওয়ার জন্য সরলতা আর সহনশীলতার গুণ ধারণ কর।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্জাতীয় যোগ দিবস, বাবার সব বাচ্চা সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত নিজের বিশেষ সহৃদয় দাতাস্বরূপ, সম্পূর্ণ পবিত্র স্বরূপে স্থিত হয়ে সকল আত্মাকে অঞ্জলিভর পবিত্রতা, সুখ, শান্তি দেওয়ার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যা কিছুই শুনেছো, তার উপর বিচার সাগর মন্ডন করো তবেই সারাদিন বুদ্ধিতে এই জ্ঞানের বর্ষণ হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - এখানের কোন্ দক্ষতা নতুন দুনিয়া স্থাপনে কাজে আসবে ?

*উত্তরঃ - এখানে বিজ্ঞানের যে দক্ষতা রয়েছে - যার দ্বারা এরোপ্লেন, ঘর-বাড়ী ইত্যাদি নির্মাণ করে, এই সংস্কার সঙ্গে করে ওখানেও নিয়ে যাবে। যদি এখানে জ্ঞান গ্রহণ না-ও করে, কিন্তু ওখানে এই দক্ষতা সাথে করে নিয়ে যাবে। তোমরা এখন সত্যযুগ থেকে নিয়ে কলিযুগের অন্তের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী জানো। তোমরা জানো যে এই নয়ন দ্বারা পুরোনো দুনিয়ার যা কিছু দেখো, সে'সব এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে।

*গীতঃ- তুমি রাত নষ্ট করলে শুয়ে, দিন নষ্ট করলে থেয়ে....

ওম শান্তি । বাবা বসে থেকে বাচ্চাদের বোঝান। হুবহু যেমনভাবে ৫ হাজার বছর পূর্বে বুঝিয়েছিল, তেমনভাবেই পুনরায় বোঝাচ্ছেন যে পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়া সত্যযুগের স্থাপনা কীভাবে হচ্ছে। এখন হলো পুরোনো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়ার সঙ্গমযুগ। বাবা বুঝিয়েছেন যে নতুন দুনিয়া সত্যযুগ থেকে নিয়ে এখন কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কি-কি হচ্ছে। কি-কি সামগ্রী আছে। কি-কি দেখো। যন্ত্র, তপস্যা, দান-পুণ্য ইত্যাদি কি-কি করে। এ'সব যা কিছু দেখতে পাওয়া যায় এর কিছুই থাকবে না। পুরোনো কোনো বস্তুই থাকবার নয়। যেমন পুরোনো ঘর ভাঙা হয় তখন তাতে যে মার্বেলের পাথর ইত্যাদি ভাল-ভাল জিনিস থাকে, সেগুলো রেখে দেয়। বাকি ভেঙে-চুড়ে দেয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে পুরোনো সবকিছুকে শেষ হতে হবে। এ'ছাড়া বিজ্ঞানের যে দক্ষতা(গুণ) আছে, তা বলবং থাকবে। তোমরা সবই জানো যে এই সৃষ্টি-চক্র কিভাবে আবর্তিত হয়। সত্যযুগ থেকে কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত কি-কি হয়। এই বিজ্ঞানও একধরনের বিদ্যা, এর দ্বারা এরোপ্লেন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সবকিছু তৈরী হয়েছে। প্রথমে এ'সব ছিল না, এখন তৈরী হয়েছে। দুনিয়া তো চলতেই থাকে। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড, প্রলয় তো হয় না। এই বিজ্ঞান যার দ্বারা এখন এত সুখ প্রাপ্ত হয়, সেই গুণও ওখানে থাকে। শেখা হওয়া জিনিস পরজন্মেও কাজে আসে। কিছু না কিছু থেকেই যায়। এখানেও ভূমিকম্প যেখানে হয় পুনরায় শীঘ্রই সবকিছু নতুন করে তৈরী করে দেয়। ওখানে নতুন দুনিয়ায় বিমান ইত্যাদি ইত্যাদি নির্মাণকারীরাও থাকবে। সৃষ্টি তো চলতেই থাকে। এই নির্মাণকারীরা আবারও আসবে। অন্তে যেমন মতি তেমনই গতি হবে। যদিও তাদের এই জ্ঞান নেই কিন্তু তার আসবে অবশ্যই আর এসে নতুন নতুন জিনিস নির্মাণ করবে। এই খেয়াল এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এখন সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যাবে, বাকি কেবল ভারতখন্ডই থাকবে। তোমরা হলে যোদ্ধা। নিজেদের জন্য যোগবলের দ্বারা স্বরাজ্য স্থাপন করছো। ওখানে সবকিছু নতুন হবে। তন্ত্রও যা তমোপ্রধান ছিল তা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরাও নতুন পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য এখন পবিত্র হচ্ছে। তোমরা জানো, আমরা বাচ্চারা এ'সব শিখে অত্যন্ত হুশিয়ার হয়ে যাব। অতি মিষ্টি ফুল হয়ে যাব। তোমরা কাউকে এ'কথা শোনাতে তখন সে অত্যন্ত খুশি হয়। যে যত ভালভাবে বোঝায়, তার উপর অত্যন্ত খুশি হয়। বলে -- এ তো অত্যন্ত ভাল বোঝায়, যখন মতামত লেখার জন্য বলা হয় তখন বলে বিচার-বিবেচনা করব। এতটুকুতেই কিভাবে লিখে দিই। একবার শুনে বাবার সাথে যোগ কিভাবে রাখবে, তা শিখতে পারা যায় না। ভাল তো লাগে। এ'কথা তোমরা অবশ্যই বোঝাও যে এখন পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। মাথার উপর অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। এ হলো পতিত দুনিয়া, অনেক পাপ করেছে। রাবণ-রাজ্যে সকলেই পতিত তবেই তো পতিত-পাবন বাবাকে আবাহন করা হয়। এই জ্ঞান এখন তোমাদের আছে। সত্যযুগে এ'টা কেউ জানে না যে এর পর ত্রেতা আসবে। ওখানে প্রলঙ্ক ভোগ করে। বাচ্চারা, এখন তোমরা কত বুদ্ধিমান হয়ে যাও, জানো যে আধ্যাত্মিক বাবা আমাদের পড়ান। বাবা হলেন বিশ্বের ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি (সর্বময়কর্তা)। ওদের(শাস্ত্রজ্ঞ) রয়েছে শাস্ত্রের অথরিটি। সেই শাস্ত্র পঠনকারীদের অলমাইটি বলা হয় না। এ'সব ভক্তিমার্গের শাস্ত্র। বাকি বাবা যে এ'সমস্ত তোমাদের পড়াচ্ছেন, এ হলো নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা (বিষয়)। বাচ্চারা, তাই তোমাদের অত্যন্ত খুশি হওয়া উচিত। বুদ্ধিতে সারাদিন যেন সারাদিন টপটপ করে পড়তে থাকে। স্টুডেন্ট যা কিছু পড়ে তা পরে রিভাইজও করে, যাকে বিচার সাগর মন্ডন বলা হয়ে থাকে। তোমরা এ'টা বোঝো যে বাবা আমাদের অসীম জগতের পড়া বা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত রহস্য বসে থেকে বোঝাচ্ছেন, যা তোমরা ছাড়া কেউই বুঝতে পারেনা, সেইজন্য তোমাদের অত্যন্ত খুশি থাকা উচিত। তোমরা হলে অতি উচ্চ বর্গের মানুষ। তোমাদের যিনি পড়ান, তিনি হলেন সর্বোচ্চ পিতা। তাই তোমাদের পারদ সদা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকা উচিত। সর্বদা বুদ্ধিতে এ'কথা রিভাইজ করো যে সর্বপ্রথমে আমরাই পবিত্র ছিলাম। তারপর ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়ে

গেছি। এখন ড্রামা প্ল্যান অনুসারে বাবা পবিত্র বানাচ্ছেন। সাধু-সন্ত সকলেই বলে যে আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। তোমরা জানো যে থ্রাইস্ট পুনরায় নিজের সময়ানুসারেই আসবে। খ্রীস্টানদের যেমন সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব ছিল, এখন সকলেই আলাদা-আলাদা হয়ে গেছে, পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করছে। এখন বলে, এক রাজ্য, এক ভাষা হোক। মতভেদ হবে না, তা কি করে হতে পারে! এখন তো পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করে আরোই পাকা হয়ে গেছে। এখন এ তো হতে পারে না যে সকলের এক দিব্য-মত হয়ে যাবে। যদিও বলে রাম-রাজ্য চাই কিন্তু বোঝে না কিছুই। তোমরাও প্রথমে কিছুই বুঝতে না। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমরা জানো যে আমাদের যুগই আলাদা। এই সঙ্গমযুগে ব্রহ্মা মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ ধর্মের স্থাপনা হয়। তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে রাজস্বষি। তোমরা পবিত্র হও আর শিববাবার থেকে রাজ্য প্রাপ্ত করো। তারা যোগ রাখে ব্রহ্ম-র সাথে, অদ্বিতীয় বাবার সঙ্গে রাখে না। কেউ কারোর সঙ্গে রাখে, কেউ কারোর সঙ্গে। কেউ কারোর পূজারী, কেউ (অন্য) কারোর। এ'কথা কারোর জানাই নেই যে উচ্চ থেকেও উচ্চ কে সেইজন্য বাবা বলেন -- এরা সকলেই হলো আসুরীয় সম্প্রদায়ের, তুচ্ছবুদ্ধিসম্পন্ন। রাবণের গোলাম। তোমরা এখন শিববাবার হয়েছো। তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার পাও নতুন দুনিয়া সত্যযুগের। বাবা বলেন -- হে আত্মারা, তোমাদের এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে সেইজন্য আমায় স্মরণ করো। কত সহজ কথা। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে তারপর তাঁকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। ভুল তো অনেক হয়েছে কিন্তু এ'কথা তাদের বুদ্ধিতেই বসবে যারা স্থায়ীভাবে এখানে আসতে থাকবে। মেলায় আসে তো অনেকেই, দেখো তাদের মধ্যে থেকে চারাগাছ কিভাবে রোপণ হয়। অনেক ধর্মাবলম্বীরা আসে, তাদের মধ্যে অধিকমাত্রায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা আসে, যারা দেবী-দেবতাদের পূজারী হবে। আমরাই পূজ্য তথা আমরাই পূজারী..... এর অর্থও বোঝাতে হয়। মেলা-প্রদর্শনীতে এত বেশি বোঝাতে পারবে না। কেউ ৪-৫ মাস আসে, বোঝে। কেউ একটু ভালভাবে বোঝে। তোমরা যত বেশি প্রদর্শনী, মেলা ইত্যাদি করবে ততই অধিকমাত্রায় আসবে। মনে করবে জ্ঞান অতি ভাল, গিয়ে বুদ্ধি। সেন্টারগুলিতে এত চিত্র থাকে না। প্রদর্শনীতে অনেক চিত্র থাকে। তোমরা বোঝাও -- তখন তাদের ভালোও লাগে কিন্তু বাইরে গেলেই মায়ার বায়ুমন্ডল থাকে, নিজেদের ধান্ডা অর্থাৎ কাজকর্ম করতে লেগে পড়ে। এখন এই পুরোনো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে নতুন হবে আর বাবা আমাদের জন্য স্বর্গের বাদশাহী স্থাপন করছেন। নতুন দুনিয়ায় আমরা গিয়ে নতুন মহল নির্মাণ করবো। এইরকম নয় যে নীচে থেকে মহল বেরিয়ে আসবে। সর্বপ্রথমে এই মুখ্য কথা নিশ্চয় করতে হবে যে তিনি আমাদের বাবাও, শিক্ষকও। তিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। ঔনার মধ্যেই সমগ্র নলেজ রয়েছে, তবেই তো মহিমা কীর্তন করা হয় জ্ঞানের সাগর....., ওই বীজ তো জড়(বস্তু), ওটি বলতে পারে না। এ হলো চৈতন্য। বাবা তোমাদের সমগ্র নলেজ দিয়েছেন যে অন্যদেরকেও যথার্থভাবে বোঝাতে হবে। মেলা বা প্রদর্শনীতে অগণিত মানুষ আসে। বেরিয়ে আসে কোটির মধ্যে কেউ। ৭-৮ দিন আসার পর উধাও হয়ে যায়। এরকম করতে-করতে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে। সময় অল্প, বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কর্মাজীত অবস্থা অবশ্যই পেতে হবে। পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণ অত্যন্ত জরুরী। নিজের দেখভাল করতে হবে। আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে -- এই চিন্তা যেন লেগে থাকে কারণ মাথার উপর জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা রয়েছে। রাবণ-রাজ্য হওয়ার কারণে সিঁড়িতে নেমেই এসেছো। এখন যোগবলের দ্বারা চড়তে হবে। রাত-দিন এই চিন্তাই যেন থাকে যে আমায় সতোপ্রধান হতে হবে আর সৃষ্টিচক্রের নলেজও বুদ্ধিতে চাই। স্কুলেও এ'টা থাকে যে আমরা অমুক-অমুক সাবজেক্টে পাশ করে যাব, এতে মুখ্য সাবজেক্ট হলো স্মরণের। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানও চাই। তোমাদের বুদ্ধিতে সিঁড়ির সমগ্র জ্ঞান রয়েছে যে এখন আমরা বাবাকে স্মরণের দ্বারা সত্যযুগী সূর্যবংশীয় ঘরানার সিঁড়ি চড়ি। ৮৪ জন্ম নিয়ে সিঁড়িতে নেমে এসেছো, এখন অতি শীঘ্র চড়ে যেতে হবে। গায়ন আছে, তাই না - সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। এই জন্মেই বাবার থেকে জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার নিয়ে তারপর দেবতা হয়ে যাব। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরাই সূর্যবংশীয় ছিলে, তারপর চন্দ্রবংশীয়, বৈশ্যবংশীয় হয়েছো। এখন তোমাদের ব্রাহ্মণ বানাই। ব্রাহ্মণ হলো শিখা (টিকি)। সর্বোচ্চ পরমপিতা পরমাত্মা এসে ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয় -- তিন ধর্মের স্থাপনা করেন। তোমরা জানো যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ বর্ণে রয়েছি। তারপর দেবতা ধর্মে আসবো। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রোজ কত জ্ঞান ভরপুর হতে থাকে, যা ধারণ করতে হবে। না হলে নিজ-সম তৈরী করবে কিভাবে? সূর্যবংশীয় ঘরানায় অতি অল্পসংখ্যক আসবে, যারা ভালভাবে পড়বে এবং পড়াবে। এইসময় তোমাদের গতি-মতি জগতের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র (ন্যারী)। যেমন বলা হয়, ঈশ্বরের গতি-মতি স্বতন্ত্র। তোমরা ছাড়া কেউই বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয় না। প্রদর্শনীতে আসে আবার চলেও যায়। তারা হয়ে যায় প্রজা। বাকি যারা ভালভাবে পড়বে, পড়াবে, তারা ভাল পদ প্রাপ্ত করতে পারে। পুনরায় তোমাদের এই মিশনারীও সবল হতে থাকবে। অনেকের আকর্ষণ হবে, আসতে থাকবে। নতুন কথার প্রচার হতে সময় তো লাগে, তাই না। তৎক্ষণাৎ অনেক চিত্রও তৈরী হয়ে যাবে। দিনে-দিনে মানুষও(সংখ্যা) বৃদ্ধি পেতে থাকে। তোমরা জানো, এই যে বোমা ইত্যাদির লড়াই হবে তারপর কি হবে। দিনে-দিনে অপরিমিত দুঃখ হতে থাকবে। শেষে এই দুঃখের দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ বিনাশ হবে না। শাস্ত্রে গায়ন আছে যে এই ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। তোমরা জানো যে আমাদের অবিকল এমন স্মারকচিহ্ন

আবুতে আছে। তার উপর বোঝানো উচিত, ও'টা হলো জড় স্মারক চিহ্ন। এখানে প্র্যাকটিক্যালি স্থাপনা হচ্ছে। বৈকুণ্ঠের জন্য রাজযোগ শিখছে। দিলওয়াড়া মন্দির কত সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে। আমরাও এখানে এসে বসেছি। প্রথম থেকেই আমাদের স্মারকচিহ্ন তৈরী হয়েই রয়েছে। তোমরা স্বর্গের রাজস্ব পাওয়ার জন্য এখানে বসেছো। বলে যে, বাবা আমরা তোমার থেকে রাজ্য নিয়েই ছাড়বো। যারা ভালভাবে সারাদিন স্মরণ করে এবং করায়, খুশিও তাদেরই থাকে। স্টুডেন্ট নিজেই বোঝে, আমরা পাশ হবো কি হবো না। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটির মধ্যে থেকে স্কলারশিপ কত অল্পসংখ্যকই পায়। মুখ্য হলো ৮ জন সোনা'র, তারপর ১০৮ রূপোর, বাকি ১৬০০০ তামার। দেখো যেমন পোপ মেডেলস দিত তখন সকলকে সোনার দিতো নাকি! কাউকে সোনার, কাউকে রূপোর। মালাও এ'ভাবেই হয়ে থাকে। তোমরা চাও গোল্ডেন প্রাইজ নেব। রূপোর নিলে চন্দ্রবংশে চলে আসবে। বাবা বলেন, আমায় স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর কোনো উপায়ই নেই। পাশ করার জন্য এই উৎসাহ রাখো। লড়াই-এ কম-বেশি ঝামেলা থাকবে পুনরায় তীব্রভাবে পুরুষার্থ করতে লেগে যাবে। পরীক্ষার সময় স্টুডেন্টও তীব্রগতিতে ছোট্টার জন্য পুরুষার্থ করতে শুরু করে দেয়। এ হলো অসীম জগতের স্কুল। প্রদর্শনীতে খুব প্র্যাকটিক্স করতে থাকো। প্রজেক্টরের দ্বারা এতখানি প্রভাবিত হয় না, যতখানি প্রদর্শনী দেখে বিস্মিত হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হোক, তার পূর্বেই নিজের কর্মাজীত অবস্থা তৈরী করতে হবে, স্মরণে যেন থাকে যে সতোপ্রধান হতে হবে।

২) সদা এই খুশিই যেন থাকে যে আমাদের শিক্ষা প্রদানকারী হলেন সর্বোচ্চ পিতা। পড়া ভালভাবে পড়তে এবং পড়াতে হবে। শুনে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।

বরদানঃ-

নির্বিকারী বা ফরিস্তা-স্বরূপের স্থিতির অনুভাবী আত্ম-অভিমানী ভব
যে বাচ্চারা আত্ম-অভিমানী হয় তারা সহজেই নির্বিকারী হয়ে যায়। আত্ম-অভিমানী স্থিতির দ্বারা মম্মাতেও(মনেও) নির্বিকারীভাব অবস্থার অনুভব হয়। এ'রকম নির্বিকারী, যাদের কোনো প্রকারের অপবিত্রতা বা ৫ তত্ত্বের আকর্ষণ আকৃষ্ট করে না - তাদেরকেই ফরিস্তা বলা হয়ে থাকে। এরজন্য সাকারে থেকে নিজের নিরাকারী আত্ম-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত হও।

স্লোগানঃ-

জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করার জন্য বিশেষভাবে অমৃতবেলায় একান্তপ্রিয় হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের চেহারা সদা আনন্দিত, বাণীতে যদি সাহস আর শক্তি থাকে, তাহলে তোমাদের কথার প্রভাব পড়বে"

*প্রশ্নঃ - বাবার কোন্ কর্তব্য আছে, যা মনুষ্য করতে পারে না ?

*উত্তরঃ - বিশ্বে শান্তি সৃষ্টি করা বা পতিত সৃষ্টিকে পাবন করা, এ হলো বাবার কর্তব্য । কোনো মনুষ্যই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারে না । যদিও তারা কনফারেন্স ইত্যাদি করে, শান্তির পুরস্কারও দেয়, কিন্তু শান্তি তখনই স্থাপন হবে, যখন প্রথমে মানুষ পবিত্রতাতে থাকবে । এই পবিত্রতা থেকেই শান্তি আর সমৃদ্ধি আসবে । বাবা এসে এমনই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন করেন, যেখানে শান্তি থাকবে ।

*গীতঃ- তুমিই মাতা - পিতা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা কার মহিমা শুনছে ? ব্রহ্মার, সরস্বতীর, নাকি শিবের ? যখন বলা হয়, তুমি ছাড়া আর কেউই নেই, তাহলে দ্বিতীয় আর কার মহিমা হতে পারে । যদিও ব্রাহ্মণ হলো উচ্চতম শিখা, কিন্তু তার উপরও তো শিব বাবা আছেন, তাই না । তিনি ছাড়া আর কারোরই মহিমা নেই । এখন অনেককেই শান্তির পুরস্কার দেওয়া হয় । এই দুনিয়ার খবরও তো শোনা চাই । তোমাদের বুদ্ধিতে নতুন দুনিয়ার খবর আছে । তোমরা এখন নতুন দুনিয়াতে যাচ্ছে । তাই বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, একজন ছাড়া আর কারোরই মহিমা নেই । বাবা বলেন, আমিই তোমাদের মতো পতিতকে পবিত্র করি । আমি না থাকলে তোমরা ব্রাহ্মণরা তো থাকতেই না । তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন শিখছো, বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারও গ্রহণ করছো । শূদ্ররা তো আর উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে পারবে না । তাই এক বাবার কাছেই বলিহারি যেতে হয় । যদিও এই আত্মিক সেবাধারী ব্রাহ্মণদেরও মহিমা আছে । দেবী - দেবতাদেরও মহিমা আছে, কিন্তু যদি শিব বাবা না থাকেন, তাহলে এদের মহিমাও কোথা থেকে আসবে ! এমন গাওয়াও হয় যে - আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই । উত্তরাধিকারও তাঁর থেকেই পাওয়া যায় । বাবা বলেন - আমি কোনো শান্তি পুরস্কার পাই না । আমি তো নিষ্কাম সেবাধারী । আমাকে কি মেডেল দেবে ? আমাকে কি কেউ মেডেল দেবে ! আমি পুরস্কার নিয়ে কি করবো ? কেউ সোনা ইত্যাদি দিয়ে মেডেল তৈরী করে দেয়, আবার পেপারেও খবর বের হয় । আমার জন্য কি করবে ? বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের বাবা । বাবার কর্তব্য হলো -- পতিতকে পবিত্র করা । আমাকে ড্রামা অনুসারে সবাইকে মুক্তি - জীবনমুক্তি দিতে হবে । সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি ? জনকের যেমন নাম আছে, তিনি আবার অনু জনক হয়েছিলেন । তেমনই এখানেও নাম আছে । যেমন কারোর নাম লক্ষ্মী, এখন সে তো জীবনবন্ধ অবস্থায় আছে, তোমরা এখন প্রকৃত লক্ষ্মী আর প্রকৃত নারায়ণ তৈরী হচ্ছে । ভারতে এমন নাম অনেকেরই আছে, অন্যে ধর্মের মানুষদের এমন - এমন নাম শুনবে না । ভারতে কেন রাখা হয় ? কেননা, এ হলো বড়দের স্মরণ । না হলে দেখা, তফাৎ কতো । এখানকার লক্ষ্মী - নারায়ণ নামের মানুষেরা মন্দিরে গিয়ে সত্যযুগী লক্ষ্মী - নারায়ণের সামনে মাথা নত করে, পূজা করে । তাঁদের বলা হবে শ্রী লক্ষ্মী - শ্রী নারায়ণ । নিজেদের তারা শ্রী বলতে পারে না । তারা পবিত্র - শ্রেষ্ঠ কিভাবে হতে পারে । ওরা বলবে, আমরা বিকারী, পতিত, আর এনারা নির্বিকারী, পাবন । তাঁরাও তো আসলে মনুষ্য । তাঁরা অতীত হয়ে গেছে । এই সব কথা আর কেউই জানে না । বাবা বসে তোমাদের বোঝান আর সমস্ত প্রকারের নির্দেশও দেন । এখন বিরাট রূপের চিত্রও অবশ্যই থাকা উচিত । দেবতারাই আবার অস্তিমে এসে শূদ্র হয় । এ তো বড়ই বিচিত্র, তাই না । দ্বিতীয় আর কারোরই এমন বিরাট রূপ তৈরী হয়নি । তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করো । পূজ্য - পূজারীও তোমরাই হও । এতো বেশী পূজারীদের জন্য পূজ্যও আবার পূজ্যও তো অনেক চাই । তাই কতো চিত্র বসে বানানো হয়েছে । হনুমানকেও পূজ্য বানিয়ে রাখা হয়েছে । তাই বিরাট রূপের চিত্রও জরুরী । হিসাব তো চাই । কোন হিসাবে আমরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করি । উপরে শিখাও অবশ্যই দিতে হবে । বিষ্ণুর রূপও ঠিক আছে, কেননা প্রবৃত্তি মার্গ তো । ব্রাহ্মণদের শিখাও খুব পরিষ্কার ভাবে বানানো প্রয়োজন । চিত্র এতো বড় বানানো প্রয়োজন যাতে লেখাও এসে যায় । তোমরা খুব সহজ ভাবে বোঝাতে পারো । বাস্তবে বাবা কোনো পুরস্কার পান না । তোমরা পুরস্কার পাও । পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধির রাজ্য তোমরাই স্থাপন করো । তোমরা যে কাউকেই বলতে পারো - আমরা এই স্থাপনা করছি । আমরা যে এতো সেবা করি, তার পুরস্কার আমরা পাই -- বিশ্বের বাদশাহী । এ কতো ভালো বোঝার মতো কথা । বাকি এখানে কেউ শান্তির পুরস্কার কি পাবে ? তোমরা লিখতে পারো, আমরা ২৫০০ বছরের জন্য শ্রীমৎ অনুযায়ী পবিত্রতা, শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করছি, কিন্তু বাচ্চাদের এখনো এতো নেশা চড়েনি । নেশা কাদের চড়বে ? শিব বাবার কি ? যার সম্পূর্ণ নেশা চড়ে, সে সেই নেশাতে বোঝাতে থাকে । প্রথমে তো ব্রহ্মার নেশা চড়ে,

তাই শিব বাবা বলেন, ফলো ফাদার । তোমাদেরও এমন উচ্চ পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে । এই বাবা বলেন, আমি বাবার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছি ॥ তোমরাও শিব বাবাকে স্মরণ করো । তোমরাও তো পুরুষার্থী । শিব বাবা বলে, আমার তো কর্তব্যই হলো পবিত্র বানানো, এতে আমার কি মহিমা করবে । আমাকে কি পুরস্কার দেবে ? কেউ আমার এই কর্তব্য কিভাবে নিতে পারে ? আজকাল অনেকেই শান্তির জন্য পুরস্কার পায় । তাহলে তোমরা তাদের বলতে পারো -- আপনারা শান্তি স্থাপন করতে পারবেন কি ? শান্তি তো একমাত্র বাবা স্থাপন করেন । প্রথমেই চাই পবিত্রতা । শান্তি তো থাকে শান্তিধামে, সুখধামে । নিরাকারী দুনিয়া কি পৃথিবীতে, নাকি সাকারী দুনিয়া স্বর্গে । এও বোঝাতে হবে । কে শান্তি স্থাপন করবে ? তোমরা ডাকতেও থাকো যে, এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করো । এ কথা কে বোঝান ? দুজনেই একত্রিত, তাই না । একজনের নাম নাও, আর দুজনের নাম নাও, যাই নাও না কেন । বাম্বু বাদশাহ আর পিরু উজির (শিব বাবা যদি রাজা হন তবে ব্রহ্মা বাবা উজির, উদাহরণ হিসেবে বলা হয়েছে) । তোমরা কি বোঝো ? কে বিচার সাগর মন্ডন করে ? শিব বাবা করবেন, নাকি ব্রহ্মা বাবা ? দুজনেই তো একত্রিত, তাই না । এ গুড় জানে আর গুড়ের বস্তু জানে (গুড় = শিব বাবা, গুড়ের বস্তু = ব্রহ্মা বাবা) । তোমরা জানতেই পারো না যে, চিত্র বানানো আর বোঝানোর জন্য কে নির্দেশ দিচ্ছে । আমরা যে আত্মিক সেবা করছি, তাও ড্রামা অনুসারে । যে পড়ে, আর যে পড়ায়, কেউই লুকিয়ে থাকতে পারে না । হ্যাঁ, তুফান তো অবশ্যই আসবে । এই পাঁচ বিকারই বিরক্ত করে । রাবণ রাজ্যে বুদ্ধি ভুল কাজই করায়, কেননা বুদ্ধিতে তালা লেগে যায় । মায়া সবাইকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে । তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন এখন পেয়েছো ।

বাবা বসে বোঝান, তোমরা ভারতবাসীরা কি হয়ে আছো । এই ব্রহ্মাও বুঝতে পারে, আমি কি ছিলাম, আর ৮৪ জন্মের পরে কি হই । ভারতে ৮৪ জন্ম এই লক্ষ্মী - নারায়ণেরই গণনা করা হবে । বাবাও এখানেই এসেছেন । শিব জয়ন্তীও এই ভারতেই পালন করা হয় । বাবা বলেন, আমি এই পতিত শরীরে প্রবেশ করে পতিত দুনিয়াতেই আসি । এক নম্বর পাবন, আবার এক নম্বর পতিত । এই সময় সকলেই তো পতিত, তাই না । সেবাপরায়ণ বাম্বাদের বুদ্ধিতে সারাদিন এই জ্ঞানই থাকে । বাবা বলেন - গৃহস্থ জীবনে থেকে এক তো পবিত্র থাকো, আর বাবাকে স্মরণ করো । সংসঙ্গও ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা হয় । দিনে তো মানুষ ব্যবহারিক জীবনে থাকে, ভক্তিও করে । কেউ কারোর পূজো করে, কেউ আবার অন্য কারোর । বাস্তবে স্ত্রীকে তো বলে, পতিই তোমাদের সবকিছু, তাহলে তো তাদের কারোর পূজো করা উচিত নয় । পতিকেই তারা গুরু - ঈশ্বর মনে করে, কিন্তু একথা বিকারীদের জন্য বলাই যায় না । পতিদেরও পতি, গুরুদেরও গুরু তো একই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা সকলেই হলে কেন, তোমাদের একজনই বর । ওরা আবার নিজের পতিকেই এমন মনে করে নেয় । বাস্তবে বাবা এসে তো মাতাদের উচ্চ পদ প্রদান করেন । গায়নও আছে যে, প্রথমে লক্ষ্মী, পরে নারায়ণ । তাহলে লক্ষ্মীর সম্মান বেশী হয়ে গেলো । তাই স্বর্গের মালিক হওয়ার কতো নেশা থাকা উচিত, তোমরা পূর্ব কল্পেও শিব জয়ন্তী পালন করেছিলে । বাবা এসেছিলেন এবং স্বর্গের স্থাপন করেছিলেন । বাবা এসে আমাদের রাজযোগ শেখান । আমরা রাজ্যও গ্রহণ করি এবং পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হতে হবে । আর কারোর বুদ্ধিতেই এই বিষয় থাকতে পারে না । বুদ্ধিতে এইসব বিষয় ধারণ হলে আনন্দের সঙ্গে থাকতে পারবে । এতে সাহস এবং শক্তির প্রয়োজন । এতে বলার অভ্যাসও করতে হয়, ব্যারিস্টাররাও যদি প্র্যাকটিস করে, তাহলে সুন্দর ভাবে তৈরী হয়ে যায় । নম্বরের ক্রমানুসারে তো অবশ্যই থাকে । ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, ফোর্থ ক্লাস তো হয়ই । বাম্বাদের অবস্থাও এমনই । বাম্বাদের মধ্যে তো খুবই মধুরতার প্রয়োজন । মধুরতা আর স্পষ্ট শব্দে কথা বললেই প্রভাব পড়বে । তাই শান্তি স্থাপনকারী হলেন একমাত্র বাবা, তাঁকেই ডাকতে থাকে । বাবা বলেন, আমাকে কি পুরস্কার দেবে ! বাম্বারা, আমিই তো তোমাদের উপহার দিয়ে থাকি । তোমরাই প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপন করো, কিন্তু তোমরা হলে গুপ্ত । ভবিষ্যতে প্রভাব পড়তে থাকবে । মানুষ মনেও করে, বি.কে.রা খুবই আশ্চর্য কাজ করে । দিনে দিনে মানুষ শুধরাতেও থাকবে । কারোর কাছে খুব বেশী ধন থাকলে, সে বাড়িও সুন্দর সুন্দর মার্বেলের তৈরী করে । তোমরাও খুব ভালোভাবে শিখে যাবে, তখন চিত্র ইত্যাদিও খুব সুন্দর হতে থাকবে । সবকিছুতেই সময় লাগে । এ তো অনেক বড় পরীক্ষা । তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । ব্যস, আর কোনোকিছুর সঙ্গেই আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কিভাবে হবে, সেই যুক্তিও বাবা বসে বলেন । গীতাতেও আছে -- মন্মনাভব, কিন্তু এর অর্থ কেউ বোঝে না । বাবা এখন এইসব সামনে বসে বোঝান । বাম্বারা জানে যে - অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি আর অর্ধেক কল্প হলো জ্ঞান । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে ভক্তি থাকে না । জ্ঞান হলো দিন, আর ভক্তি হলো রাত । মানুষেরই দিন আর রাত হয় । এ হলো অসীম জগতের কথা । ব্রহ্মার দিন, আর ব্রহ্মার রাত । দিনে দেখো, লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী, তাই না । এখন হলো রাত । এই গোলকধাঁধা কতো সুন্দর । ব্রহ্মা হওয়াতে পাঁচ হাজার বছর লাগে । ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, তাই না । তোমরা বলবে, আমরাই সেই দেবতা তৈরী হই । এ তো বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে স্মরণ করা চাই । সৃষ্টিচক্র বুদ্ধিতে থাকা উচিত । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র দেখে খুবই খুশী হওয়া উচিত । এই হলো এইম অবজেক্ট । আমরা রাজযোগ শিখছি -- নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য । কৃষ্ণ সত্যযুগের

প্রিন্স ছিলেন । ওখানে তো তিনি বসে গীতা শোনাবেনই না । এ কতো ভুল । এই ভুল বাবা ছাড়া কেউই বলতে পারে না । বাচ্চারা, এও তোমরাই জানো, আর তো সবাই বিষয় সাগরে ধাক্কা খেতে থাকে । অনেককেই বাবা গলা ধরে গর্তে ফেলে দেয় । বাবা বলেন -- তোমরা গর্তে পড়ে যেও না । না হলে খুবই অনুতাপ করতে হবে তোমাদের যাতে অনুতাপ করতে না হয়, তাই বাবা তোমাদের বোঝান । কারোর কারোর তো অনেক উৎসাহ আসে, চট করে মেনে যায় । কেউ আবার বলে - বাবা, আগে থেকেই বিষের ঠিক হয়ে আছে । এখন কি করবো ? বাবা বলেন - তুমি ম্যাজিক করে দেখাও । তাকে আগে থেকেই বলে দাও । তোমাকে পতির আঙা অনুযায়ী চলতে হবে । এই গ্যারেন্টি করতে হবে যে, আমরা পবিত্র থাকবো । প্রথম থেকেই যেন লিখে দেয়, আমি যা বলবো তাই মানবে । লিখিয়ে নাও, তারপর কোনো পরোয়া করো না । কন্যা তো লেখাতে পারবে না । তাদের পুরুষার্থ করা উচিত যে আমরা বিয়ে করবো না । কন্যাদের তো খুবই সাবধান থাকা উচিত । আচ্ছা ।

বাবা বলেন, তোমরা আমাকে কি মনে করো, যে বলো - হে পতিত পাবন এসে আমাদের পবিত্র বানাও, আমার কি এই কাজ ! বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করেন । তোমরা তাঁকে ডাকো, বাবা আমরা পতিত হয়ে গেছি, তুমি এসে আমাদের পবিত্র তৈরী করো । বাবা পরদেশে আসেন । এ তো পতিত দুনিয়া, তাই না ! আমাকে এনার মধ্যে প্রবেশ করে পবিত্র বানাতে হবে । ইনি তো আবার এসে পবিত্র শরীর ধারণ করবেন । আমার ভাগ্যে তো এও নেই । আমাকে পতিত শরীরেই আসতে হয় । এই জ্ঞান শুনে অনেকেই খুব খুশী হয় । এ কতো গভীর জ্ঞান । তাই পুরুষার্থও সম্পূর্ণ করা উচিত । ভালো পুরুষার্থীদের নামে তো বাবা মহিমা করেন । মানুষ তো মৌজ করতে থাকে, মনে করে আমরা যেন স্বর্গে বসে আছি । এখানে তো সহন করতে হয় । বাবাই থাওয়াবেন, পান করাবেন, বাবাই যেখানে খুশী বসাবেন । প্রতি পদে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণ শিব বাবাকে করতে হবে, আর অনুসরণ ব্রহ্মা বাবাকে করতে হবে । ব্রহ্মা বাবার সমান উচ্চ পুরুষার্থ করতে হবে । ঈশ্বরীয় নেশাতে থাকতে হবে ।

২) তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে । বাকি অন্য কোনো বিষয়ের পরোয়া করো না । প্রতি পদে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে ।

বরদানঃ:- সঙ্গম যুগে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে ডবল প্রাপ্তির অধিকারী ভব
যে বাচ্চারা সঙ্গম যুগে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে নেয়, তাদের সদা শান্তি এবং খুশীর ডবল প্রাপ্তির নেশা থাকে, কেননা অতীন্দ্রিয় সুখে এই দুই প্রাপ্তিই মিলেমিশে আছে । এখন তোমাদের মতো বাচ্চারা বাবাকে আর তাঁর উত্তরাধিকারের যে প্রাপ্তি করেছে, তা আর সম্পূর্ণ কল্পে হতে পারে না । এই সময়ে অতীন্দ্রিয় সুখ আর জ্ঞানের যে প্রাপ্তি তা আর কখনোই পাওয়া যাবে না । তাই এই ডবল প্রাপ্তির অধিকারী হও ।

স্লোগানঃ:- একে অপরের সংস্কারকে জেনে তার সঙ্গে তালমিল রেখে চলা - এটাই হলো উন্নতির সাধন ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের ভক্তির ফল প্রদান করতে, ভক্তির ফল হলো জ্ঞান, জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি পাওয়া যায়"

*প্রশ্নঃ - এই ব্রাহ্মণ কুলে বড় কাকে বলবে ? তার চিহ্ন কি সে সম্পর্কে বল ?

*উত্তরঃ - ব্রাহ্মণ কুলে বড়'র থেকে বড় হল যে খুব ভালো সার্ভিস করে। যার মধ্যে সবসময়ই স্ব-উন্নতি করার ভাবনা থাকে, যে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করে তীব্রভাবে এগিয়ে যায়। এমনই মহাবীর বাচ্চারা নিজের তন-মন-ধন সবকিছুই ঈশ্বরীয় সেবার দ্বারা সফল করে থাকে। নিজের আচার-আচরণের প্রতি বিশেষ ধ্যান দেয়।

*গীতঃ- তুমি রাত নষ্ট করেছ ঘুমিয়ে, দিবস নষ্ট করেছো খেয়ে....

ওম্ শান্তি । এই গানটা সঠিক নয়। এই দুনিয়াতে তোমরা যা কিছু শুনছ সব বৈঠক অর্থাৎ মিথ্যা। বাবা বসে বোঝান হে ভারতবাসী বাচ্চারা, বাচ্চারা যারা সামনে বসে আছে, তাদেরই বলছেন। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ ওটা হলো ভক্তি মার্গ। বেদ,শাস্ত্র, উপনিষদ ইত্যাদি কত কি ভক্তি মার্গে জন্ম-জন্মান্তর ধরে পড়ে আসছে। গঙ্গা স্নান করে আসছে। ওদের জিজ্ঞাসা কর, এই কুস্তুর মেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে? বলবে এ তো অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে। কবে থেকে করছ ? এটা বলতে পারব না। ওদের জানাই নেই যে ভক্তি মার্গ কবে থেকে শুরু হয়। কল্পের আয়ুকেও উল্টো করে দিয়েছে। ওরা বলে শাস্ত্রে লেখা আছে - ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত। এটা গীতাতেই আছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরা ব্রাহ্মণদের দিন আর অসীমের অনন্ত রাত। অর্ধকল্প দিন আর অর্ধকল্প রাত। সমান হতে হবে না! অর্ধকল্প থেকে ভক্তি শুরু হয়, এটা কারো জানা নেই। সোমনাথ মন্দির কবে নির্মাণ হয়েছে? সর্বপ্রথম সোমনাথের মন্দিরই তৈরি হয়েছিল - অব্যভিচারী ভক্তির জন্য। তোমরা জান অর্ধকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই ব্রহ্মার রাত শুরু হয়। লক্ষ বছরের কোনও প্রশ্নই নেই। বলে থাকে ১৩-১৪শ বছর হবে যখন মুহম্মদ গজনি মন্দির থেকে সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছ এই পুরানো দুনিয়ার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, অন্যান্য ধর্মের যারা মাঝে-মাঝে আসে তারা বাই-প্লট। এখন তো ওদেরও অস্তিমেরও অস্তিম সময়। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কত ভ্যারাইটি। সূর্যবংশীয় থেকে চন্দ্রবংশীয় হয়েছে, দুই কলা কমে গেছে তারপর অন্যান্য ভ্যারাইটি এসেছে। এই সময় হলো ভক্তি মার্গ। জ্ঞান দ্বারা হয় দিন অর্থাৎ সুখ। ভক্তি দ্বারা হয় রাত অর্থাৎ দুঃখ। ভক্তি সম্পূর্ণ হলেই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান প্রদানকারী একজনই জ্ঞানের সাগর বাবা। তিনি কখন আসেন, শিব জয়ন্তী কখন পালন করা হয়, এটাও কারো জানা নেই।

এখন বাবা বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন ভক্তি কত সময় ধরে চলে তারপর জ্ঞান কখন প্রাপ্ত হয়। অর্ধকল্প ধরে এই ভক্তি মার্গ চলে আসছে। সত্যযুগ ত্রেতায় এই ভক্তি মার্গের চিত্র ইত্যাদি কিছুই হয়না। ভক্তির অংশমাত্র সেখানে নেই। এখন কলিযুগের অস্তিম সময় যখন ভগবানকে আসতে হয়। এর মাঝখানে কেউ-ই ভগবানকে পায়না। ওরা বলে জানিনা কোন রূপে ভগবানকে পাওয়া যাবে? গীতার ভগবান যদি কৃষ্ণ হয় তবে সে কখন আসবে — রাজযোগ শেখাতে ? মানুষ তো কিছুই জানে না। ভক্তি মার্গ আর জ্ঞান মার্গ সম্পূর্ণ আলাদা। গীতায় আছে ভগবানুবাচ। আহ্বান ও করে - হে পতিত-পাবন এসো। একদিকে ডাকে, অন্যদিকে আবার গঙ্গা স্নান করতে যায়। কোনো নিশ্চয়ই (ধারণা) নেই পতিত-পাবন পরমাত্মা কে ? তোমরা বাচ্চারা এখন জ্ঞান পেয়েছ। তোমরা জান আমরা এখন যোগাবল দ্বারা সঙ্গতি পেয়ে থাকি। বাবা বলেন-মামেকম স্মরণ কর তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি - পতিত-পাবন বাবা বলেন আমি ৫ হাজার বছর আগেও এমনই বলেছিলাম যে বাচ্চারা দেহ সমেত দেহের সব সম্বন্ধ থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে আমাকে স্মরণ কর। এটা গীতার মহাবাক্য। কিন্তু আমি কবে গীতা শুনিয়েছিলাম, এটা কারো জানা নেই। আমি বলছি ৫ হাজার বছর আগে আমি তোমাদের গীতা শুনিয়েছিলাম। এই সময় সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বাবা এসে তোমাদের ডামার আদি-মধ্য-অন্ত, সম্পূর্ণ চক্রের রহস্যকে বুঝিয়ে বলেন। বাবা তো অবশ্যই অস্তিমেরই আসবেন তাইনা। তোমরা জান নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ কিভাবে হবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে কিভাবে আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক হতে পারব। এটা রাজযোগ তবে আমরা প্রজা কেন হব। যখন মাম্মা বাবা রাজা-রানী হবে তবে আমরা কেন রাজা-রানী হব না! মাম্মা তো যুবতী ছিলেন। ব্রহ্মা বাবা তো বৃদ্ধ তবুও সবচেয়ে উচ্চ পড়াশোনা করতেন। জোয়ানদের তো সবচেয়ে তীক্ষ্ণ হওয়া উচিত না ! বাবা বলেন শুধু আমাকে

স্মরণ কর, যতটা সম্ভব।

বাকি সব কিছুকে ভুলে যাও। পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য নাও। যেমন নতুন বাড়ি তৈরি হলে বুদ্ধি ঐ দিকেই চলে যায় তাইনা। ওটা চোখ দিয়ে দেখা যায়। আর এটা বুদ্ধি প্রয়োগ করে জানতে পারছ। অনেকেরই সাক্ষাত্কারও হয়ে থাকে। একে প্রকৃতপক্ষে বৈকুণ্ঠ, প্যারাডাইস, হেভনও বলে থাকে। নিশ্চয়ই কখনও ছিল। এখন আর নেই। এখন তোমরা পুনরায় রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য রাজযোগ শিখছ। প্রধান বিষয়ই হলো -- শিব ভগবানুবাচ। কৃষ্ণ তো ভগবান হতে পারে না। সে তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। ভগবান জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে আসতে পারেন না, এটা তো খুব পরিষ্কার। কৃষ্ণের যে রূপ সত্যযুগে ছিল সেটা তো আর হতে পারে না। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে নাম রূপের পরিবর্তন হয়। এই সময় ঐ আত্মাও তমোপ্রধান হয়ে গেছে। কেউ যদি বলে কৃষ্ণ দ্বাপরে ছিল কিন্তু তার ঐ রূপ তো দ্বাপরে হতে পারে না। দ্বাপরে পতিত থেকে পাবন করে তুলতে আসতে পারে না। কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকে। কৃষ্ণকে পতিত-পাবন বলা যায় না। গীতার ভগবান কৃষ্ণ নয়, শিব। তিনি অবশ্যই আসেন। শিব জয়ন্তীও হয়, নিশ্চয়ই কোনো রথে প্রবেশ করবেন। তিনি স্বয়ং বলেন আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি, যার নাম রাখি ব্রহ্মা। ব্রহ্মার দ্বারা বিষ্ণুপুরী স্থাপনা হয়। সামনেই মহাভারতের লড়াই অপেক্ষা করছে। এই নলেজ বুদ্ধিতে ভালোভাবে স্মরণে রাখতে হবে। বুদ্ধিতে এই স্মরণ থাকা উচিত যে আমরা হলাম স্টুডেন্টস। বাবা পড়াচ্ছেন। অল্প সময় বাকী আছে। তারপর বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। যে নিজেকে উচ্চ করে তুলবে, সেই উচ্চ পদ পাবে। কিন্তু মায়া এমনই যে বরবাদ করে ছাড়ে। কিছু বাচ্চার সার্ভিস করার জন্য উৎসাহ থাকে। ছোট-ছোট গ্রামে প্রোজেক্টের নিয়ে সার্ভিস করছে। অনেক প্রজা গড়ে তোলে অবশ্যই নিজে রাজা হবে। গৃহস্থ পরিবারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। মাতারা পবিত্র হতে চায় কিন্তু পতিরা হতে দেয়না, সুতরাং ঝগড়া চলতে থাকে। সন্ন্যাসীরা নিজেরা পবিত্র হওয়ার জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করে। তাদের তখন কেউ-ই কিছু বলেনা যে নিজের রচনা ছেড়ে কেন পালিয়ে যাচ্ছ। পবিত্র হওয়ার জন্য কেউ-ই বারণ করতে পারে না। আমি কাউকেই ঘর-পরিবার ছেড়ে যাওয়ার কথা বলিনা। শুধু বলি পবিত্র হওয়া উচিত, সুতরাং এর মধ্যে মানা করা কেন আসবে। কিন্তু এই বিষয়ে বার্তালাপ করার জন্য অতীব শক্তির প্রয়োজন। ভগবানুবাচ — তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। এরজন্য অবস্থা (স্থিতি) শক্তিশালী হওয়া উচিত, মোহ ইত্যাদি থাকা উচিত নয়, যা স্মরণে আসবে। বুদ্ধিযোগ কুটুম্বদের (আত্মীয়স্বজন) দিকে ধাওয়া করে, সেইজন্য সার্ভিস করার যোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। এখানে বেহদের সন্ন্যাস হতে হবে। এটা হলো কবরস্থান। আমাদের স্মরণ করতে হবে- বাবাকে। তিনি পরিস্থানে নিয়ে যান। এই ব্রাহ্মণ কুলে যে ভালো সার্ভিস করে, সেই সিনিয়র। তাদের প্রতি রিগার্ড রাখা উচিত, তাদের মতোই সার্ভিস করা উচিত তবেই উচ্চ পদ পাবে। এখন স্ব-উন্নতির প্রতি অধীর হওয়া উচিত। নিজেকে দেখা উচিত যে আমি কি বাবার উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি! বাবা এসেছেন পবিত্র করে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেটা কিভাবে অবহেলা করব ! বাবা সবাইকে জিজ্ঞাসা করলে বলে থাকে আমরা তো মহারানি হব। সুতরাং এমনই আচার-আচরণ হতে হবে না! কিছু বাচ্চা আছে খুব ভালো। কিন্তু যে পুরুষার্থ করে না সে কি পদ পাবে। প্রতিটি বিষয়েই পুরুষার্থ করেই প্রালব্ধ পাওয়া যায়। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে সুস্থ হওয়ার সাথে-সাথেই দিন-রাত পুরুষার্থ করে পড়াশোনা করে তীর গতিতে এগিয়ে যায়। এখানেও সার্ভিসে লেগে পড়তে হবে। বাবা সার্ভিস করার জন্য অনেক যুক্তি বলে দেন। প্রদর্শনীতে বোঝাবার অভ্যাস গড়ে তোল।

বাবা তো বলেন নিজের উন্নতি করে জীবন সফল কর। এই অধীরতা থাকা উচিত যে আমি কতটুকু সার্ভিস করছি, কতজনকে নিজের সমান তৈরি করতে পেরেছি। কাউকে নিজের সমান তৈরি করতে না পারলে উচ্চ পদ কিভাবে পাবে। তখন বোঝা যায় যে প্রজাদের মধ্যে যাবে অথবা দাস-দাসী হবে। সার্ভিস করার অনেক কিছু আছে। এখন তোমাদের ঝাড় ছোট। মজবুত হয়নি। তুফান এলে কাঁচা অবস্থাতেই পড়ে যাবে। মায়া ভীষণ ভাবে হয়রান করে থাকে। মায়ার কাজই হলো বাবার প্রতি বিমুখ করে তোলা। চলতে-চলতে গ্রহ যখন নেমে যায় তখনই বলে থাকে আমি তো বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। তন-মন-ধন দ্বারা সম্পূর্ণ সেবা করব। মায়া যে কিভাবে কোথায় ভুল করিয়ে দেয় তারপর শ্রীমত অনুসারে চলা ছেড়ে দেয়। তারপর কখনও আবার স্মৃতি এলে শ্রীমতে চলে। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়াতে রাবণ সম্প্রদায়। দেবতারা হলো রাম সম্প্রদায়। রাবণ সম্প্রদায়রা রাম সম্প্রদায়ের সামনে মাথা নত করে। তোমরা জান আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম। ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন কি অবস্থা হয়ে গেছে। বাবা এখন সবাইকে পুরুষার্থ করান। নয়তো খুব অনুতপ্ত হতে হবে। আমরা ভগবানের শ্রীমত অনুসারে চলিনি, বাবা তো প্রতিদিন বোঝান বাচ্চার ফাঁকিবাজি করবে না। সার্ভিসেবল বাচ্চাদের দেখেছ কত সুন্দর ভাবে সার্ভিস করছে। অমুক ফার্স্ট গ্রেড, অমুক সেকেন্ড গ্রেডে সার্ভিস করছে। পার্থক্য তো থাকবেই তাইনা। বাবা বাচ্চাদের তো সত্যিটাই বলবেন না ! অজ্ঞান কালে বাবা

থাপ্পড়ও মারেন। এখানে এই অসীমের পিতা কত স্নেহের সাথে বুঝিয়ে থাকেন, যে স্ব-উন্নতি কর।

যেভাবেই হোক পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার খুশি হয় যে ৫ হাজার বছর পরে আবার এসে বাচ্চাদের সাথে মিলিত হয়েছি। রাজযোগ শেখাচ্ছি। গান আছে না - তুমিও সেই আমিও সেই। সুতরাং বাবা বলেন তোমরাই সেই বাচ্চারা। এই কথা আর কেউ বুঝবে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে সার্ভিস করার জন্য উপযুক্ত করে তুলতে হবে। যে ভালোভাবে সার্ভিস করে তার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে রিগার্ড রাখা উচিত। নিজের উন্নতির জন্য খেয়াল রাখতে হবে।

২) তন-মন-ধন দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে সেবা করতে হবে। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। অসাবধানী হওয়া উচিত নয়।

বরদান:- মাস্টার অলমাইটি (সর্বশক্তিমান) অথরিটির সিটে স্থিত থাকতে সমর্থ সহজ আর সদা কর্মযোগী ভব যেমন কোনো মেশিনকে সেট করা হয়, একবার সেট করার পর অটোমেটিক ভাবে চলতে থাকে, ঠিক সেভাবেই মাস্টার অলমাইটি অথরিটির স্টেজে নিজেকে একবার সেট করে দিলে কখনোই কমজোরি শব্দ বেরোবে না। প্রতিটি সংকল্প, শব্দ বা কর্ম ঐ সেটিং-এর আধারেই অটোমেটিক চলতে থাকবে। এই সেটিং সহজ আর সবসময়ের জন্যই কর্মযোগী, নিরন্তর নির্বিকল্প সমাধিতে স্থিত থাকার জন্য সহজযোগী করে তুলবে।

স্লোগান:- - আমার পরিবর্তে বাবা-বাবা বলা — এটাই স্মরণকে সিদ্ধ করে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এটা হল সুন্দর কল্যাণকর সঙ্গমযুগ, যে যুগে স্বয়ং বাবা এসে পতিত ভারতকে পবিত্র বানিয়ে দেন”

*প্রশ্ন:- সঙ্গমযুগে যখন বাবা আসেন, তখন ওঁনার আসা মাত্রই কোন্ ইশারা পাওয়া যায় ?

*উত্তর:- এই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশের ইশারা সকলেরই প্রাপ্ত হয়ে যায়, কারণ বাবা আসেনই পতিত সৃষ্টির বিনাশ করতে। তাই বিনাশের দৃশ্যের দিব্য দর্শনও হয়ে থাকে। এখন তোমরা সামনেই নতুন দুনিয়ার বৃক্ষ দেখতে পাচ্ছ।

*গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা...

ওম্ শান্তি । বাস্তবে বলা উচিত যে আত্মা রূপী সন্তানদের উদ্দেশ্যে আত্মাদের পিতা গুড মর্নিং করছেন, কারণ বাচ্চারা জানে যে বাবা রাত্রিকে দিন বানানোর জন্যই আসেন। এটা নিয়ে হিসাব করা হয়। বাবা ঠিক কোন সময় আসেন ? কোনো তিথি বা তারিখ জানা নেই। অবশেষে বাবা আসেন কোন সময়ে ? নিশ্চয়ই যখন ১২টা বেজে ১ মিনিট হয়েছিল, তখন বাবা এই শরীরে প্রবেশ করেছিলেন। এটা হলো অসীম রাত্রি এবং দিন। এর কোনো তিথি বা তারিখ বলা সম্ভব নয়। তিনি কেবল নিজের সন্তানদেরকে বলেন যে আমি এসে রাত্রিকে দিন, নরককে স্বর্গ বা পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানিয়ে দিই। বোঝা যায় যে রাত্রিকেই বাবার আগমনের সময় বলা হয়। শিবরাত্রি বলা হয়। তিনি রাত্রিকে দিন বানানোর জন্য আসেন। তাঁর কি কোনো ঠিকুজি কুষ্ঠী আছে ? কৃষ্ণের জন্মেরও তিথি তারিখ কেউ জানে না, কারণ তাকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। এইসব কথা কেউই জানে না। কৃষ্ণের জন্ম কবে হয়েছিল ? সাল, তিথি, তারিখ কিছুই জানা নেই। কেবল রাত্রে পালন করা হয়। বাস্তবে শিববাবা রাত্রেই আসেন। তোমরা বাচ্চারা বলো যে শিববাবার রাত্রি। ভারতেই শিবরাত্রি পালিত হয়। শিবজয়ন্তীও বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে শিব জয়ন্তী বলা উচিত নয়। কারণ তাঁর তো মৃত্যু হয় না। মানুষের জন্ম মৃত্যু হয়। তাঁর তো মৃত্যুই হয় না। তাই শিব জয়ন্তী বলা ঠিক নয়। শিবরাত্রি বলাটাই সঠিক। এইসব কথা শিববাবাই বলছেন। অন্য কেউ এভাবে বলতে পারবে না। অনেকেই শিবোহম বলে, কিন্তু কেউই বলতে পারবে না যে আমি কখন আসি। এসে কোন্ কর্তব্য করি ? শিববাবা বলছেন এখন অর্ধেক কল্পব্যাপী রাত্রি শেষ হয়ে দিনের শুরু হচ্ছে। এখন গীতার পর্ব রিপিট হচ্ছে। মৃত্যুর ঝড় খুব নিকটে এসে হাজির। এটা পতিত দুনিয়া, কলিযুগের অন্তিম সময়। সামনেই বিপদ। বোঝা যায় যে এটাই সেই মহাভারতের যুদ্ধ যার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে লেখা আছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ হয়। তাহলে অবশ্যই গীতার ভগবান এসেছেন। কলিযুগের অন্তিমেই আসবেন। সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার কখনোই দ্বাপর যুগে থাকতে পারেন না। মানুষ ৮৪ টা শরীর পায়। প্রত্যেক জন্মেই চেহারা বদলে যায়। এক জন্মের সাথে অন্য জন্মের চেহারা মিলবে না। হয়তো এখন কৃষ্ণের পূজা করে কিন্তু হুবহু একই চেহারা বানাতে পারবে না। তাঁর ছবি তোলাও সম্ভব নয়। এমনি আন্দাজে মাটির কিংবা কাগজের ওপর ছবি বানিয়ে নেয়। যখন তোমাদের দিব্য দর্শন হয়, তখন তোমরা একদম একই চেহারা দেখতে পাও। কিন্তু ছবি তোলা সম্ভব নয়। মীরা তো কৃষ্ণের সঙ্গে নাচ করত। সে খুব বিখ্যাত ছিল। প্রধান ভক্তদের মধ্যে তার নাম করা হয়। কৃষ্ণকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণের দর্শন পেত। কৃষ্ণের সাথেই ভালোবাসা ছিল। এইভাবে দিব্য দর্শন হত বলে সে পবিত্র থাকতে চাইত। জানত যে ঐ দুনিয়ায় বিকার থাকে না। কৃষ্ণকে ভালোবাসলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। কোনো পতিত ব্যক্তির সাথে কৃষ্ণের দেখা হবে না। মীরা পবিত্র ছিল বলেই তার এত মহিমা। বাবাই এইসব রহস্য বলছেন। ভক্তিমার্গে ওদের অল্প সময়ের জন্য কিছু ক্ষণস্থায়ী ভাবনা পূরণ হয়ে যায়। দর্শন হয়, যা মনস্কামনা থাকে, সেগুলো অল্প সময়ের জন্য পূরণ হয়ে যায়। অনেক রকমের দেবতা আছে। তাদের দর্শন পেতে চায়। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সেইসব মনস্কামনা পূরণ হয়ে যায়। এগুলো ভক্তিমাগেই আছে। বেদ শাস্ত্র পড়লে কিংবা মাথা ঠুকলে মুক্তি কিংবা জীবন মুক্তি পাওয়া যায় না। আগে বেনারসে গিয়ে কাশী কলবট খেত। মনে করত যে শিবপুরীতে যাবে অর্থাৎ মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু যেতে পারে না। কেবল বাবাই মুক্তিতে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁকেই মুক্তি এবং জীবন মুক্তির দাতা বলা হয়। অন্য কেউ নিয়ে যেতে পারে না। সত্যযুগে যখন লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন জীবন মুক্তি ছিল। জীবন বন্ধন ছিল না। খুব কম মানুষ ছিল। এখন কত কোটি কোটি মানুষ আছে। সত্যযুগে এত মানুষ ছিল না। তখন বাকি সবাই কোথায় ছিল ? এইসব এখন তোমরা জেনেছ। এখন তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য এবং অন্তিমের জ্ঞান পেয়েছ। কেউই রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য এবং অন্তিমের কাহিনী জানতে পারে না। এখন তোমরা জেনেছ যে এখন এই পতিত সৃষ্টির অন্তিম সময়। ওরা মনে করে যে কলিযুগের এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। কিন্তু তোমরা জানো যে কলিযুগের এখন বিনাশ হবে। তাই বাবা এসে সমস্ত জ্ঞান

শোনাচ্ছেন। ভগবান হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানেই তাঁর জন্ম হয়। তিনি সঙ্গমযুগে আসেন এবং বিনাশ হওয়ার ইশারা দেন। বিনাশের দিব্য দর্শনও করিয়ে দেন। দেখানো হয়েছে যে অর্জুনের দিব্য দর্শন হয়েছিল। তোমরা বাচ্চারাও অনেকে দর্শন করেছে। যত নিকটে আসবে, তত বেশি দেখতে পাবে। মানুষ যখন ঘরের নিকটে আসে, তখন সব কথা মনে পড়ে। তোমাদেরও অনেক দিব্য দর্শন হবে। মুক্তিধামে গিয়ে, তারপর সেখান থেকে জীবন মুক্ত অবস্থায় আসতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা বরাবর বিশ্বের মালিক ছিলাম। বাবা বলেন, আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পর এসে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। এখন ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য স্থাপন কার্য চলছে, যা সঙ্গমযুগেই হয়। ওরা শুধু, তোমরা ব্রাহ্মণ। আর এরা দেবতা। কোনো শাস্ত্রে এইসব কথা লেখা নেই। মানুষ জানেই না যে কাকে সঙ্গমযুগ বলা হয়। একেই বলা হয় সুন্দর কল্যাণকর সঙ্গমযুগ। এই যুগেই পতিত ভারত পবিত্র হয়ে যায়। বাবাও কল্যাণকারী। তিনি ভারতেই আসেন। বাবা বলছেন, এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তোমরা পতিত হয়ে গেছ। একজনও পবিত্র নেই। সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। তোমরা শ্রেষ্ঠ দেবী দেবতা ছিলে। তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছ। এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ, এরপর দেবতা হবে। অন্তিম সময়ে তিনি এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ দ্বারা স্থাপন করেন। কি স্থাপন করেন? স্বর্গ। দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। তোমরা এখানে দেবী দেবতা হওয়ার জন্য এবং দিব্য গুণ ধারণ করার জন্যই এসেছ। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ওখানে কোনো বিকারগ্রস্ত মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। প্রথমেই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। একবার প্রতিজ্ঞা করে যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো, তাহলে রসাতলে চলে যাবে। চন্ডাল হয়ে জন্ম নেবে। কোনো পতিত এখানে বাবার সামনে আসতে পারে না। যদি কোনো ব্রাহ্মণী ভুল করেও নিয়ে চলে আসে, তাহলে তার ওপরেও অনেক দোষ লেগে যায়। দুজনেই চন্ডাল হয়ে যায়। যে পবিত্র হতে পারে না, তার এখানে আসার অনুমতি নেই। পার্সোনাল ভাবে এসে বুম্বতে পারে, কিন্তু সভার মধ্যে আসতে পারে না। যদি ভুল করে নিয়ে চলে আসে, তাহলে বড়ই দোষ হয়ে যায়। এখানে আসে তো অনেকেই। সকলেই জানে যে অসীম জগতের বাবার কাছে যাচ্ছি। তাই অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মীরা পবিত্র ছিল বলে তার কত সম্মান। এখন তোমরা জ্ঞান অমৃত পান করাচ্ছ আর ওরা বলছে আমাদের বিষ চাই। বিষের (বিকার) জন্য অবলাদের ওপর কত অত্যাচার করে। এখানে কৃষ্ণের কোনো ভূমিকাই নেই। এটা খুব বড় ভুল যে ভগবানের বদলে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন, ভক্তরা বলে যে ভক্তি করার পর ভগবান এসে ফল দেন। তাহলে এখন ভক্তি করে তো আর কোনো লাভ নেই। কিন্তু কিছুই বোঝে না। ভারত একসময় গোল্ডেন এজেন্ড ছিল। এখন আয়রন এজেন্ড হয়ে গেছে। মানুষ বলে - হে পতিত পাবন, তুমি এসো। এর অর্থ এটাই যে নিজেদের পতিত বলে মনে করে। কিন্তু কাউকে যদি তুমি পতিত বা নরকবাসী বলো, তাহলে সে বুম্বতে পারবে না। বাবা যখন বুদ্ধিমান বানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন স্বর্গ ছিল। এখন অববুধ হয়ে যাওয়ার জন্য কাণ্ডাল হয়ে গেছে। যখন দেবী দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন ভারত কত শ্রেষ্ঠ ছিল। বলা হয়, স্বর্গ ছিল, লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। কিন্তু তারপরেও শাস্ত্রে এমন সব কথা লিখে দিয়েছে যে মানুষ ভাবে ওখানেও অসুর ছিল। এইসব শাস্ত্রের দ্বারা কারোর সদগতি হয় না। বাবা এসেই সদগতি করান। এটা রাবণ রাজ্য। সেইজন্যই মানুষ রাম রাজত্ব চায়। কিন্তু মানুষ জানে না যে কবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল। জ্ঞানের সাগর বাবা সবাইকে সদগতিতে নিয়ে যান। এই কথাগুলো ভালো করে বুম্বতে হবে। প্রত্যেক আত্মাই অবিনাশী ভূমিকা পেয়েছে। শান্তিধাম থেকে আত্মা এই পৃথিবীতে অভিনয় করতে এসেছে। আত্মাও অবিনাশী, ড্রামাও অবিনাশী। সেই ড্রামাতে আত্মা হলো অবিনাশী এক্টর। আত্মা পরমধামে থাকে। ৮৪ জন্মের গায়ন আছে। ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয়। পরমাত্মা প্রতিটি কণায় কণায় আছে বলে দিলে অনেক গ্লানি করা হয়। তিনি তো ভারতের অনেক উপকার করেন, স্বর্গ বানিয়ে দেন। রাবণ এসে অপকার করে নরক বানিয়ে দেয়। এটাই হলো সুখ দুঃখের খেলা। এখন এটা কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে। বাবা এসে কাঁটা থেকে ফুল বানিয়ে দিচ্ছেন। সবথেকে বড় কাঁটা হলো কাম বিকার। এখন বাবা বলছেন, আমি পবিত্র বানাতে এসেছি। যে পবিত্র হবে, সে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। বাবা সহজ যোগ শেখাতে এসেছেন। তিনি বলছেন, আমাকে অর্থাৎ নিজের প্রেমিককে স্মরণ করো। সব আত্মাই সেই অদ্বিতীয় প্রেমিকের প্রেমিকা। তিনি এসে সবাইকে মুক্তিধামে নিয়ে যান। কিন্তু বাবা বলছেন, তোমরা পতিত হয়ে গেছ, তাই যেতে পারবে না। আমাকে স্মরণ করলে সেই খাদ বেরিয়ে যাবে। ড্রামা অনুসারে যখন সময় আসে, তখন আমি তোমাদের মতো সন্তানদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য আসি। এটাই সেই মহাভারতের যুদ্ধ। এই মৃত্যুপুরীতে এটাই শেষ যুদ্ধ। অমরপুরীতে কোনো যুদ্ধ হয় না। ওটা তো রাম রাজ্য। ওখানে ধর্মাত্মারা থাকে। এখানে পাপ আত্মারা আছে। তারা পাপ করতে থাকে। পুণ্য আত্মাদের দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয়। বাবা বলেন - আমি এক সেকেন্ডে তোমাদের উত্তরণ কলায় নিয়ে যাই। এতে কেবল একটা অন্তিম জন্ম লাগে এবং অবতরণের সময় ৮৪ জন্ম লেগে যায়। তাই বাবা বলছেন, উঠতে-বসতে আমাকে স্মরণ করো। এই সাধু-সন্ন্যাসীদেরও উদ্ধার করার জন্য আমাকে আসতে হয়। তমোপ্রধান বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা যা শোনে সেটাই সত্যি সত্যি বলতে থাকে। তারা অন্ধশ্রদ্ধা করে তাই না! একে বলা হয় অন্ধবিশ্বাস, তারা পুতুলের পূজা করতে থাকে, তাদের বায়োগ্রাফিকে জানে না। এখন বাবা এসে এ'সবের জ্ঞান প্রদান করেন, একে রুহানী স্পিরিচুয়াল নলেজ

বলা হয়। ওইসব হলো শাস্ত্রের ফিলোজফি। এটাও বাবা-ই এসে বাচ্চাদের বোঝান। দুনিয়াতে তো এমন একজন মানুষও নেই, যে পরমপিতা পরমাত্মাকে যথার্থ রীতিতে জানে ! মানুষ হয়ে যদি বাবাকে না জানে তাহলে তো পশুর চেয়েও খারাপ। দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা গায়ন করা হয়, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন... দুজনেই মানুষ কিন্তু এখানে হলো কাঁটায় ভরা জঙ্গল। বাবা তোমাদের কাঁটা থেকে ফুল বানান। ভারত সত্যের দেশ ছিল, তারপর রাবণ এসে মিথ্যের দেশ বানিয়ে দিয়েছে। একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা সত্যের দেশ বানান। বাবা-ই এসে পরিচয় দেন, ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের। এই জ্ঞান তখন থাকবে না। তোমরা বাচ্চারা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হও। বাহুবলের দ্বারা কখনো কেউ বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করতে পারে না। ভারত বিশ্বের মালিক ছিল, ভারতই এখন কাঙাল হয়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধি এমন যে, বাইরে বোর্ডেও দেখে লেখা রয়েছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী... তবুও বোঝে না যে এটা একটা ঈশ্বরীয় পরিবার। অনেক বি. কে রয়েছে, এতে অন্ধশ্রদ্ধার বিষয় থাকতে পারে না। এটা হলো ঈশ্বরীয় পরিবার। ওরা মনে করে এটা কোনো ইনস্টিটিউশন। আরে, এটা তো ফ্যামিলি না ! কুমার, কুমারী... এটা তো হলো ঘর তাই না ! তোমরা এত প্রদর্শনী করো, বোঝাও, তবুও খুব কমজনই বুঝতে পারে। তারা যখন সাত দিনের কোর্স করে এবং খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে তখনই তাদের বুদ্ধিতে বসতে পারে, বাবা পুনরায় এসেছেন অসীমের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) উত্তরণ কলায় যাওয়ার জন্য উঠতে-বসতে এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে। বাবার সমান সবার উপকার করতে হবে।

২) জ্ঞান অমৃত পান করতে হবে এবং অন্যদেরও পান করাতে হবে। কাঁটাদের ফুল বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ-

মরজীবা (জীবন্মৃত) স্থিতির দ্বারা সাহস এবং উল্লাসের অবিনাশী স্ট্যাম্প লাগিয়ে প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব ! যারা প্রাপ্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়, তাদের প্রতিটি আচরণে, চোখে মুখে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। কিন্তু সাহস এবং উৎসাহ উদ্দীপনার অবিনাশী স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য নিজের অতীতের এবং ঈশ্বরীয় মর্যাদার বিপরীত যে সংস্কার, স্বভাব, সংকল্প এবং কর্ম হয় তার প্রতি জীবন্মৃত হও। প্রতিজ্ঞা রূপী সুইচকে সেট করে প্রাক্তিক্যালে প্রতিজ্ঞা অনুসারে চলতে থাকো। সাহসের সাথে উৎসাহ উদ্দীপনা থাকলে তবেই প্রাপ্তির বলক দূর থেকেই দেখা দেবে।

স্লোগানঃ-

যারা মেলা বা ঝামেলায় ডবল লাইট হয়ে থাকে, তারা-ই ধারণার মূর্ত প্রতীক।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent

3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদেরকে স্মৃতি এনে দিচ্ছেন তোমরা পবিত্র ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে পতিত হয়ে গেছো, এখন পুনরায় পবিত্র হও"

*প্রশ্নঃ - বোধহীন থেকে সুবুদ্ধিমান হয়ে ওঠা বাচ্চাদেরকে বাবা কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে তারপর তাঁর রায় প্রদান করেন ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে কতো ধন দিয়েছিলাম, তোমাদের কাছে অগাধ ধন ছিল, কিন্তু তোমরা তারপর সেরসব কোথায় হারিয়ে ফেললে ? তোমরা এতখানি ইনসলভেন্ট কীকরে হয়ে গেলে ? ভারত ছিল সোনার চড়ুই পাখী, সেটা এই রকম কীকরে হয়ে গেল ? এখন বাবা রায় দিচ্ছেন যে, বাচ্চারা পুনরায় পুরুষার্থ করে, রাজযোগ শিখে তোমরা স্বর্গের মালিক হও।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখানে কাকে স্মরণ করে ? নিজেদের বেহদের বাবাকে। তিনি কোথায় আছেন ? তাঁকে তো আহ্বান করা হয় পতিত পাবন, তাই না....? আজকাল সন্ন্যাসীরাও বলে থাকে পতিত - পাবন সীতারাম....। অর্থাৎ আমাদেরকে, এই পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর জন্য এসো। এটা তো বাচ্চারা বোঝে যে, পবিত্র, নতুন দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা হয়। এখন তোমরা কোথায় বসে আছো ? কলিযুগের অস্তিম্বে। সেইজন্য আহ্বান করে - বাবা এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও। আমরা কারা ? অহম্ আত্মা। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। আত্মা পবিত্র হলে তখন শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। আত্মা পতিত হলে তখন শরীরও পতিত। এই শরীর তো হল মাটির পুতুল। আত্মা তো হল অবিনাশী। আত্মা এই অরগ্যান গুলির দ্বারা বলে থাকে, আহ্বান করে - আমরা অত্যন্ত পতিত হয়ে গেছি, আমাদেরকে এসে পবিত্র বানাও। বাবা পবিত্র বানান, ৫ বিকার রূপী রাবণ পতিত বানায়। পবিত্র বলা হয় সত্যযুগকে, পতিত কলিযুগকে বলা হয়। এখন তোমাদেরকে বাবা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন - তোমরা পবিত্র ছিলে। তারপর এইভাবে এইভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছো। এখন অনেক জন্মের অস্তিম্বেও অস্তিম্বে রয়েছে। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এটা হল মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ, আমি হলম এর বীজরূপ। আমাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি হলেন গড ফাদার লিবারেটর, গাইডও। প্রত্যেকে নিজের জন্য বলে থাকে আমাকে মুক্ত করো আর পান্ডা বানিয়ে শান্তিধামে নিয়ে যাও। সন্ন্যাসী প্রমুখরাও বলে থাকে স্থায়ী শান্তি কীভাবে পাওয়া যায় ? এখন শান্তিধাম হল তো গিয়ে মূল বতন। যেখানে আত্মারা থাকে, শরীর নয়। আত্মারা নগ্ন অর্থাৎ শরীর ছাড়াই থাকে। সেটা হল শান্তিধাম বা নির্বিকারী দুনিয়া, যেখানে আত্মারা থাকে। বাচ্চাদেরকে সিঁড়ির চিত্রের ওপরেও বোঝানো হয়েছে যে, কীভাবে আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে এসেছি। ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকি। এই ৮৪ জন্ম হল ম্যাক্সিমাম। কেউ কেউ আবার এক জন্মও নিয়ে থাকে। এক থেকে ৮৪ পর্যন্ত। আত্মারা উপর থেকে আসতেই থাকে। এখন বাবা বলছেন আমি এসেছি পবিত্র বানাতে। বাচ্চারা চিঠি লেখার সময় ঠিকানা লেখে - শিব বাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা বাবা। শিব বাবা হলেন আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মাকে বলা হয় আদি দেব, অ্যাডম, দাদা। দাদার মধ্যে বাবা আসেন - বলেন তোমরা আমাকে আহ্বান করেছে - হে পতিত পাবন এসো। আত্মারা এই শরীরের দ্বারা আহ্বান করেছে। মুখ্য তো হল আত্মাই না ? এটা হলই দুঃখধাম। এখানে মানুষ দেখতে দেখতেই বসে বসেই মারা যায়। ওখানে এই রকম কোনও অসুখ বিসুখই হয় না। নামই হল স্বর্গ। কতো সুন্দর নাম। নাম বললেই মন খুশীতে ভরে যায় - সত্যযুগ হল হেভেন, প্যারাডাইস। খ্রীষ্টানরাও বলে থাকে - থ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর আগে প্যারাডাইস ছিল। এখানে ভারতবাসীদের তো এটা জানাই নেই। কেননা তারা অনেক সুখ দেখেছে তো দুঃখও অনেক দেখেছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ৮৪ জন্মও তাদেরই হয়। অর্ধ কল্প পরে অন্য ধর্মের লোকেরা আসে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, অর্ধ কল্পে কেবল দেবী-দেবতারা ছিলেন আর কোনো ধর্ম ছিল না। তারপর ত্রেতাতে রামরাজ্য হলেও তখনও ইসলাম বা বৌদ্ধ ধর্মও ছিল না। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বলে দেয় দুনিয়ার আয়ু তো লক্ষ বছরেরও বেশি। সেই কারণে মানুষ মনে করে কলিযুগ তো এখন ছোট বাচ্চা। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, কলিযুগের আয়ু শেষ হয়েছে। এরপর সত্যযুগ আসবে। সেইজন্য তোমরা এসেছো বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে। তোমরা সবাই স্বর্গের অধিবাসী ছিলে। বাবা আসেনই স্বর্গ স্থাপন করতে। বাকিরা সবাই শান্তিধামে, (আত্মাদের) গৃহে চলে যায়। তারপর এখানে এসে পার্ট প্লে করে। শরীর ব্যাতিরেকে আত্মা তো কিছুই বলতে পারে না। সেখানে শরীর না থাকার কারণে আত্মা শান্ত থেকে। তাকে মূললোক, শান্তিধাম বলা হয়। এ'সব কথা শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্র তো মানুষের তৈরী। সত্যযুগে এ'সব থাকে না। তারা তো ভক্তিই করে না। সেইজন্য শাস্ত্রেরও দরকার পড়ে না। দেবতারা ভক্তি করে না। পরবর্তীকালে দেবতাদের ভক্তি মানুষ করে। সেটা তো

হলই দেবতাদের দুনিয়া। এটা হল মানুষের দুনিয়া। দেবতাদের রাজত্ব ছিল, এখন নেই। কারোরই জানা নেই যে কোথায় গেছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি (একচ্ছত্র রাজত্ব) ছিল। এই নলেজ এখন তোমরা প্রাপ্ত করো। আর কোনো মানুষেরই এই নলেজ থাকে না। বাবা এসে মানবকে এই নলেজ প্রদান করেন, যার দ্বারা মানব দেবতা হয়ে যায়। তোমরা এখানে আসোই মানব থেকে দেবতা হতে। দেবতারা কখনো অশুদ্ধ পানীয়, আহার গ্রহণ কিস্বা বিড়ি ইত্যাদি খায় না। তারা হলেন দেবতা। এখানে সবাই হল মানুষ। সেটা হল পবিত্র, এটা হল পতিত। বাবা বসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মাই শোনে এই অরগ্যান গুলির দ্বারা। শাস্ত্রে এ'সব কথা নেই। সত্যযুগে রাবণ থাকেই না। দুঃখের কোনো নাম নেই। তারপর ধীরে ধীরে দুঃখ শুরু হয়। তারপর তোমাদের কাছে অগাধ ধন থাকে। ভক্তিমার্গে তোমরা মন্দির বানাও। সবার প্রথমে হয় সোমনাথের মন্দির। বড় বড় হীরে জহরত ছিল তোমাদের কাছে। তার মূল্য কেউই নির্ধারণ করতে পারবে না। মুখ্য হল সোমনাথের মন্দির। যদিও রাজারা প্রত্যেকে নিজেদের আলাদা আলাদা মন্দির বানিয়ে থাকবে, কারণ তারাও তো পূজা করবে। পূজা প্রথমে হয়ে থাকে শিবের। সোমনাথও শিবকেই বলা হয়। সোমনাথ অর্থাৎ যিনি সোমনরস পান করান। জ্ঞান হল অমৃত। সুতরাং বাবা বসে বোঝান। বাবাকেই ঠুথ বলা হয়। বাবা বলেন - আমিই এসে ভারতকে সত্যযুগ বানাই। তোমরা সবাই দেবতা কীভাবে হতে পারো, সেও আমি এসে তোমাদেরকে শেখাই। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা কার্য করান। ব্রহ্মা হয়ে গেলেন শ্যামলা(সাগর), কেননা অনেক জন্মের অন্তিমের জন্ম এটা। ইনি আবার সুন্দর হবেন। কৃষ্ণের চিত্রও তো সুন্দর আর শ্যাম, তাই না ! মিউজিয়ামেও তো খুব সুন্দর সুন্দর চিত্র রয়েছে, যার ওপরে তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। তোমরা জানো যে আমরা শান্তিধামে নিজেদের গৃহে যাই, আমরা হলম সেখানকার অধিবাসী। তারপর এখানে এসে ভূমিকা পালন করি। বাচ্চাদের তো সবার আগে এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে, এ কোনো সাধু - সন্ত ইত্যাদি পড়ান না। ইনি তো সিন্ধু এর অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু এনার মধ্যে যিনি প্রবেশ করে বলেন, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁকে কেউই জানে না। বলেও থাকে - ও গড ফাদার, কিন্তু তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল কী, তা কেউ জানে না। এরপর বলে দেয় তিনি হলেন সর্বব্যাপী। আরে পরমাত্মা কোথায় রয়েছেন ? তারা বলে দেয় প্রত্যেক ঘটে ঘটে তিনি থাকেন, সকলের ভিতরে রয়েছেন। আরে প্রত্যেক ঘটে ঘটে তো তাদের আত্মা বসে আছে। পরমাত্মা বাবাকে তো আহ্বান করে বাবা এসে আমাদের অর্থাৎ পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। তোমরা আমাকে আহ্বান করো এই কর্ম, এই সেবা করানোর জন্য। আমরা যারা ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছি তাদেরকে শুদ্ধ বানাও। পতিত দুনিয়াতে আমাকে নিমন্ত্রণ দিয়ে থাকো। বাবা তো পবিত্র দুনিয়া দেখেনই না। পতিত দুনিয়াতেই তোমাদের সেবা করতে এসেছি। এখন এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে যাবে। বাকি তোমরা যে রাজযোগ শিখছো, সেখানে গিয়ে রাজার রাজা হয়ে যাও। তোমাদের অগণিত বার বানানো হয়েছে। সবার আগে হল ব্রাহ্মণ কুল, প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো গাওয়া হয়ে থাকে। যাকে অ্যাডম, আদি দেব বলা হয়। এটা কারো জানা নেই। অনেকেই এমন আছে যারা এসে শুনে তারপর মায়ার বশ হয়ে যায়। পূণ্যাত্মা হতে হতে পাপ আত্মা হয়ে যায়। মায়া হল খুবই জোরদার, সবাইকে পাপ আত্মা বানিয়ে দেয়। এখানে কেউই পবিত্র, পূণ্য আত্মা নেই। পবিত্র আত্মা দেবী দেবতারাই ছিলেন। যখন সবাই পতিত হয়ে যায়, তখন বাবাকে আহ্বান করে। এখন হলই রাবণ রাজ্য, পতিত দুনিয়া। একে বলাই হয় কাঁটার জঙ্গল। সত্যযুগ হল গার্ডেন অফ ক্লাওয়ার্স। মুঘল গার্ডেনে কতো ফার্স্ট ক্লাস সুন্দর সুন্দর ফুল থাকে। আকন্দ ফুলও পাওয়া যাবে। কিন্তু অন্য গুলোর সাথে তার কী প্রভেদ তা কেউই বোঝে না। শিবের ওপরে আকন্দ ফুল চড়ায়, তাই না ? এও বাবাই বোঝান। আমি যখন চড়াই তখন তার মধ্যে কেউ হল ফার্স্ট ক্লাস ফুল, কোনোটা বেলি, কেউ বা জুঁই (রতন জ্যোত) আবার কেউ আকন্দও। নস্বর ক্রমানুসারে আছে না ! তো একে বলাই হয় দুঃখধাম, মৃত্যু লোক। সত্যযুগে হল অমরলোক। নতুন দুনিয়া যিনি বানান, তিনি হলেন বাবা। তাঁকেই নলেজফুল বলা হয়। তিনি হলেন চৈতন্য বীজরূপ। তাঁকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। এমন নয় যে তিনি সকলের অন্তরকে (মনের কথাকে) জানবেন, অন্তর্যামী তিনি। মানুষ এ'সব মিথ্যা বলে। বাকি তিনি যে জ্ঞানের সাগর সে'কথা ঠিক। তিনি হলেন চৈতন্য বীজরূপ। সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তকে জানেন। সেইজন্যই তাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান বাচ্চারা তোমরা অন্যদেরকে দিচ্ছে। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ... এই চক্র ঘুরতেই থাকে। সঙ্গমযুগে দুনিয়া চেঞ্জ হয়ে থাকে।

এখন তোমরা সঙ্গমযুগে দাঁড়িয়ে রয়েছো আর তোমরা হলে রাজযোগী। বাবা বসে পড়াচ্ছেন। যারা বাবার সন্তান হয়ে যায়, তারা রাজযোগ শেখে। সবার প্রথম মুখ্য এই কথাটিই বুঝতে হবে যে - বাবা, যেমন বাবাও, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম ফাদারও। এখন তোমাদেরকে শিব বাবা পড়ান। ইনি তোমাদের সঙ্গরুও। তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। যাকে শিবের বরষাত্রী বলা হয়। এসব ভক্তদেরকে ভগবান পড়িয়ে স্বর্গবাসী বানিয়ে দেন। এ'সব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্র তো এই দাদা অনেক পড়েছেন। বাবা পড়েন না। বাবা তো নিজেই সঙ্গতি দাতা। তাঁর তো কোনো শাস্ত্র পড়বার দরকার নেই। তিনি কেবল রেফার করেন, তাও কেবল গীতাকে। সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি গীতা হল ভগবানের গাওয়া এ'

কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয়, তা ভারতবাসী জানে না। বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়ে তাঁকে যেন ডিফেম করে দেয়। বাবার ইলসাল্ট করে থাকে, সেইজন্য পতিত হয়ে যায়। তাহলে পবিত্র কে বানাবে? যাকে এত ডিফেম করা হয়েছে, তিনিই এসে পবিত্র বানান। তিনি বলেন আমি নিষ্কাম সেবা করি। তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই। আমি হই না। স্বর্গে তোমরা আমাকে স্মরণও করো না। দুঃখ স্মরণ করে সবাই, সুখে করে না কেউ। একে দুঃখ আর সুখের খেলা বলা হয়। স্বর্গে আর কোনো ধর্ম হয়ই না। তারা সবাই আরও পরে আসে। খ্রীষ্টানরা নিজেরাই বলে ৩ হাজার পূর্বে স্বর্গ ছিল, আর কোনো ধর্ম সেখানে ছিল না। আমরা আত্মারা শান্তিধামে ছিলাম। এই সব কথা আর কোনো শাস্ত্রে নেই। বাবা এই জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি করেন, যার নামই গীতা রাখা হয়েছে।

বাবাকে আহ্বান করা হয় যে এসে এখান থেকে স্বর্গে নিয়ে চলো। তো পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। ন্যাচারাল ক্যালামিটিজ, তুফান খুব তীব্রতার সাথে আসবে। বাবা এসে অবুঝকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন বানাচ্ছেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে কতো ধন দিয়েছিলাম। অগণিত ধন দিয়েছিলাম, তারপর এ'সব কোথায় হারালে? বেহদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা সেগুলির কী করেছো? তোমরা এতটা ইনসলভেন্ট কীকরে হয়ে গেলে? অর্ধ কল্প ধরে ধন হারাতে হারাতে তোমরা ইনসলভেন্ট হয়ে গেছো। ভারত, যা কিনা সোনার চড়ুই পাখী ছিল, সেটাই এখন কী হয়ে গেছে? তখন পতিত পাবন বাবা এসেছেন, রাজযোগ শেখাচ্ছেন। সেটা হল হঠ যোগ, এটা হল রাজযোগ। এই রাজযোগ হল নারী পুরুষ উভয়ের জন্য। ওই যোগ তো কেবল পুরুষরা শেখে। এখন বাবা বলেন - পুরুষার্থ করে স্বর্গের মালিক হয়ে দেখাতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হতেই হবে। অবশিষ্ট আর অল্প সময়, যুদ্ধও শুরু হয়ে যাবে। অ্যাটমিক বম্বস শুরু তখনই করবে যখন তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হবে আর স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বানাতে থাকবে। বাবা আবারও বাচ্চাদেরকে বলেন - স্মরণের যাত্রা করতে থাকো, এতেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) দেবতা হতে হবে, সেইজন্য আহাৰ এবং পানীয় অত্যন্ত শুদ্ধ রাখতে হবে। অশুদ্ধিকে ত্যাগ করে দিতে হবে।

২) ফার্স্ট ক্লাস ফুল হতে হবে। স্বর্গে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে যোগ্য হতে হবে। কর্মাতীত অবস্থা বানানোর জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা সিমরণ অর্থাৎ স্মরণের যোগ্য হয়ে ওঠা যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত ভব তোমাদের এক একটি কর্ম যত শ্রেষ্ঠ হবে, ততই শ্রেষ্ঠ আত্মাদের মধ্যে স্মরণ করা হবে। ভক্তিতে নামকে স্মরণ করা হয়, কিন্তু এখানে যে শ্রেষ্ঠ আত্মারা রয়েছে, তাদের গুণ এবং কর্ম গুলিকে উদাহরণ স্বরূপ করে তোলবার জন্য সিমরণ করে থাকে। কিন্তু এখানে যে শ্রেষ্ঠ আত্মারা রয়েছে, তাদের গুণ এবং কর্ম গুলিকে উদাহরণ স্বরূপ বানানোর জন্য সিমরণ করে থাকে। সুতরাং তোমরা শ্রেষ্ঠ কর্মের আধারে স্মরণ যোগ্য হতে থাকবে, এর জন্য যোগযুক্ত হও। যোগযুক্ত হলে প্রতিটি সংকল্প, শব্দ বা কর্ম যুক্তিযুক্ত অবশ্যই হবে, তাদের দ্বারা অনুপায়ুক্ত কোনো কর্ম বা সংকল্পই হওয়া সম্ভব নয় - সেখানে এই কানেকশনও থাকবে।

স্লোগান:- নিমিত্ত আর নির্মাণচিত্ত - এটাই হল সত্যিকারের সের লক্ষণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অগাধ ঈশ্বরীয় সুখ প্রাপ্ত হয়েছে, সেইজন্য তোমাদের মায়াবী সুখের পরোয়া করা উচিত নয়, সেই সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান"

*প্রশ্নঃ - বাবার সকল বাচ্চাদের প্রতি একটিই আশা - কী সেটা ?

*উত্তরঃ - আমার সব বাচ্চারা খুব ভালো ভাবে ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে সিংহাসনাসীন হোক, তারা যেন বাবার কাঁধে চড়ে । বাবা দেখেন যে কে কতখানি সৌরভ ছড়াচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে যেন কোনো রকম দুর্গন্ধ না থাকে। তাই বাচ্চাদেরও এইরকম পুরুষার্থে লেগে পড়া উচিত। কখনোই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা উল্টো কর্ম করা উচিত নয়।

*গীতঃ- বদলে যাক এই দুনিয়া, আমরা বদলাব না...

ওম্ শান্তি। এই গীতের কিছু তাৎপর্য বাবা বলে দেন, এতে বদলানোর কোনো কথাই নেই। বাচ্চারা বাবাকে বলতে পারে না যে, আমরা আপনার বাচ্চা নয়, কিন্তু অনেক সময় সেটা বদলে যায় । এমনিতে বাচ্চারা কখনোই বাবার কাছে বদলে যায় না, তারা তো বাচ্চা থাকেই। কিন্তু কুটুম্ব অর্থাৎ পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এখন অ তিনি তো হলেন বেহদের বাবা। তিনি বলেন আমি আমার পরমধামে থাকি। যেমন তোমরা এখানে এসে পাট প্লে করে থাকো, গৃহস্থী বানিয়ে থাকো, আমাকেও এসে গৃহস্থী বানাতে হয়। এখানে সামনে তোমরা আমাকে মাতা- পিতা বলে থাকো। যদিও আগেও তোমরা ডাকতে তুমি মাতা-পিতা... কিন্তু সেই সময় আমি গৃহস্থী ছিলাম না। এই সময় এসে গৃহস্থী হয়েছি। গৃহস্থীও দুটি চারটি বাচ্চার নয়। অসংখ্য বাচ্চা আসছে যাচ্ছে। যদিও বলে - আমরা বদলাব না, কিন্তু মায়া তাদেরকে বদলে দেয়। বাবা হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ । এনার থেকে উচ্চ বাবা আর কেউই হতে পারে না। সাধারণ মনুষ্য তনে তিনি প্রবেশ করেছেন। বাচ্চারা জানে যে, ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য পুরুষার্থ অনুযায়ী সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় । অনেকেই আছে যারা (এই পথে) চলতে চলতে তারপর বদলে যায়। কারণ এ হল মায়ার যুদ্ধ। তাই মায়ার সুখ তার দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। এখানে তোমাদের হল গুপ্ত সুখ। তোমরা জানো যে, ভবিষ্যতে আমরা অগাধ সুখ নেব। এখানকার সুখের দিকে যদি বুদ্ধি যায়, তবে সেই সুখ স্মরণে আসতে থাকবে । অস্তিম সময়েও সেই সুখ স্মরণে আসতে থাকবে। সেইজন্য এই সব মায়াবী সুখের প্রতি উৎসুক থাকা উচিত নয়। গাওয়াও হয়ে থাকে এই সুখ হল কাক বিষ্ঠার সমান। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে, সুখ তো আমাদের সত্যযুগে প্রাপ্ত হবে। সেই সুখ প্রাপ্ত করবার জন্য আমরা মাতা পিতার হয়েছি। বাবা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময় গৃহস্থী হয়েছিলেন, যে কারণে তাকে মাতা-পিতা বলা হয়। গান তো গায়, কিন্তু তার অর্থ বোঝে না। এখন বাচ্চারা জানো যে বেহদের বাবাও যেমন তিনি, আবার মা'ও। এই মা এর দ্বারা অর্থাৎ প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেছেন। এখন প্রজাপিতা এবং শিব দুজনেই তো হলেন বাবা। বাবা তো মায়ের দ্বারাই অ্যাডপ্ট করবেন, তাই না ? এখন স্বমেব মাতাশ্চ... এনাকে বলবে নাকি ব্রহ্মাকে বলবে ? বলে তো থাকে আমরা সবাই হলাম ব্রাদার, তিনি বাবা। তাতে তো মাতার কোনো প্রশ্নই নেই। গাওয়া হয়ে থাকে - তুমি মাতা-পিতা। এখন মাতা-পিতা কীভাবে হন, এটা হল বোঝার মতো ওয়ান্ডারফুল বিষয়। মানুষ এতে মূষরেও পড়ে। কেননা শরীর তো হল মেল এর। সেইজন্য মাতাকে অ্যাডপ্ট করা হয়েছে। তিনি হলেন সরস্বতী, কন্যা তিনি। কিন্তু কন্যার দ্বারা তো অ্যাডপ্ট করা হয় না। ইনি যেমন মাতা তেমনই আবার পিতাও। তিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তখনই তিনি ব্রহ্মাকে নিজে বলেন, তুমি আমার বাচ্চাও আবার পল্লীও। অবশ্যই বাবা এনার দ্বারাই অ্যাডপ্ট করেন। তখন তিনি তো মাতাও হয়ে গেলেন। তবুও বাবা বলেন, তোমরা স্মরণ আমাকেই করবে। দুনিয়ার মানুষ তো অনেক রকমের লকেট পরে থাকে। ইনি তো হলেন বাবা। বাবা বলেন, বাচ্চারা তোমাদেরও নিজের সবকিছু ভুলে যেতে হবে। দেহ সহ দেহ সম্বন্ধীয় যা কিছু রয়েছে, সব কিছুকে ভুলে পরমপিতা পরমাত্মার সাথে যোগ লাগাও। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য ফরমান হল, আমাকে, তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। এতে প্রেরণার কোনো ব্যাপার নেই। প্রেরণার দ্বারা বাবা কোনো কাজ করেন না। এই ড্রামার অনুসারে সব কিছুই হতেই হবে। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে টাইম ওয়েস্ট হয়ে যায়। অন্যদের সাথে যদি বুদ্ধিযোগ লাগাও, তবে বাবার আদেশের অবজ্ঞা হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করাতেই হল পরিশ্রম, এতেই ভুল হয়ে যায়। বাবা বলেন, তোমরা হলে প্রিয়তমা। চলতে ফিরতে আমাকে অর্থাৎ প্রিয়তমকে স্মরণ করবার পুরুষার্থ করো। গীতাতেও ভগবানুবাচ রয়েছে - মামেকম্ স্মরণ করো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। এটা কে বলেন ? শিববাবা নাকি শ্রীকৃষ্ণ ? কাকে স্মরণ করতে হবে ? শ্রীকৃষ্ণ তো সঙ্গমে থাকতে পারে না। হ্যাঁ, কৃষ্ণের আত্মা অবশ্যই রয়েছে । তিনিও নিজে শিখে তারপর

অন্যদেরকে শেখান। ইনি হলেন মুখ্য, প্রথম নম্বর প্রিন্স। এনার সাথে তো আরও অনেকেই রয়েছে না ? রাধাও সাথে রয়েছে। কিন্তু ফার্স্ট প্রিন্স হলেন ইনি। রাধা তো তবুও পরে আসছেন। প্রথমে হল এনার নাম। এ'সব হল বড়ই গৃহ্য বিষয়। সেইজন্য বাবা বলেন মুখ্য একটি বিষয়কেই নাও যে, গীতা কৃষ্ণের গান নয়। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যাবে না। এই কথাটির মধ্যেই রয়েছে সমস্ত কথা, জেতার জন্য। এক বাবা'ই ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় এই তিন ধর্ম স্থাপন করেন। প্রথমে হল ডিটি ইজম, তারপরে ইসলামিজম, বৌদ্ধ ইজম, খ্রীষ্টানিজম... তারপরে তো ছোট ছোট ধর্ম অনেক আছে। সন্নতি হয়ে থাকে গীতার ভগবানের দ্বারা। সকলের সন্নতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। সকলের জগৎ গুরুও হলেন একজনই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি সন্নতি করেন। এ'কথা সবাইকে খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো।

বাবার যে মুরলী বেরায়, সকল স্টুডেন্টের অধিকার রয়েছে মুরলীকে খুব ভালো ভাবে পড়বার। যার মধ্যে মুরলীর শখ রয়েছে, সে মুরলীকে তিন চার বার অবশ্যই পড়বে। মুরলী ছাড়া আর কোনো কিছুই শোনা উচিত নয়। মুরলীকে কেউ যদি ৫ থেকে ৮ বার পড়ে, তবে সে ব্রাহ্মণীর থেকেও এগিয়ে যেতে পারে। প্রত্যেককে নিজের উন্নতি করতে হবে। বাস্তবে ব্রাহ্মণীরা (টিচাররা) হল মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। ভালো খাবার দাবারের প্রতি যদি কারো বুদ্ধি যায়, তবে মৃত্যুকালেও সেটাই স্মরণে আসবে। এই সময়ই যদি সার্ভিস নিয়ে নাও তবে সব শেষ। সার্ভিসে যারা থাকবে, তারা সর্বদা ওবিডিয়েন্ট হয়ে থাকবে। যেমন জনক বচ্চী (জানকী দাদী), কারোর থেকেই তিনি কোনও সেবা নেন না। কারো কারো তো এমন অভ্যাস হয়ে যায় যে, তারপরে আর বোলো না কী হয়। কাপড় কাচার লোক না পাওয়া গেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোথাও যেতে পারে না। এতে বেশীদূর নবাবী চলতে পারে না। সার্ভেন্ট হয়ে সার্ভিস করতে হবে। বাবাও তো হলেন সার্ভেন্ট, তাই না ? তিনি বলেন আমি হলাম উচ্চ থেকেও উচ্চ, কিন্তু কতো সাধারণ তনে এসেছি। আমি কোনো ঘোড়া কিনা গাড়ি ইত্যাদি চাই না। ইনি তো তবুও হলেন বাবা। বাণপ্রস্থের পরে বাচ্চাদের কর্তব্য হল - বাবার সেবা করা। তিনি হলেন শিব বাবার রথ, তা সত্ত্বেও বাবা কোনো সেবা নেন না বাচ্চাদের কাছ থেকে। বাচ্চাদের নিজেদের পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ ধ্যান দিতে হবে। বিধিসম্মতভাবে ঈশ্বরীয় পড়বে, পড়াবে তবে সত্যযুগেও বিধিসম্মতভাবে রাজস্ব করবে। সত্যযুগে কোনো কিছুই বেকায়দায় চলে না। প্রতিটি বিষয়ে অ্যাক্যুরেট হতে হবে। আমরা বিশ্বের রাজকুমার রাজকুমারী হই, সেই ম্যানার্স এখানেই শিখতে হয়। কৃষ্ণের কতো মহিমা - মহারাজকুমার। বাবার থেকে বেশী কৃষ্ণের নামই করা হয়। রাধা-কৃষ্ণের মা'বাবা কেউই এদের চেয়ে বেশী মার্কস নিতে পারবে না, যতখানি রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে থাকে। তাদের থেকেও উচ্চ পাঠ এরা পড়ে থাকে। সব থেকে বেশী মার্কস কৃষ্ণ নিয়ে থাকে, কিন্তু জন্ম তো কোথাও নিতেই হবে। কিন্তু যার কাছে জন্ম নেয় তার কৃষ্ণের মতো ততো মান হয় না। তার মা বাবা নিশ্চয়ই আগে জন্ম নেবে। তবুও তাদের সন্তান কৃষ্ণেরই মহিমা বেশী হয়ে থাকে। এই সব হল বড়ই গুপ্ত কথা। এ গুলো হল চিটচ্যাট করবার মতো বিষয়। মূল কথাটি হল নিজেকে অশরীরী আত্মা মনে করো। আমরা হলাম অসীম পিতার সন্তান, আমাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন এখানেই হতে হবে। এখন কেউই সম্পূর্ণ হয়নি। সকলে পুরুষার্থী। এনার রেজাল্ট তো বাবা দেখেন - ইনি (ব্রহ্মা) সবচেয়ে আগে এগিয়ে যাবেন। সেইজন্য ফলো ফাদার বলা হয়ে থাকে। শেষ সময় পর্যন্ত ফাদার কেই তো ফলো করতে হবে। ড্রামাতে যা কিছু হবে বুঝতে হবে - এটাই হল রাইট। কোনো বিষয়েই সংশয় আসতে পারে না। আত্মা (মা) মারা গেলেও তখনও হালুয়া (জ্ঞান) থাকে... তোমাদেরকে তো মন্বনাভব হয়ে থাকতে হবে। দুঃখের তো কথাই নেই। ড্রামাতে যেটা রয়েছে সেটাই হতে হবে। ড্রামা হল অনাদি কাল থেকে পূর্ব থেকেই বানানো। তাতে যেটা রয়েছে সেটাই হবে। বাচ্চাদেরকে কাজ হল পুরুষার্থ করে নিজের জীবনকে হীরে তুল্য বানানো। কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো উল্টো কাজ করা যাবে না। এমন নয় যে, যেটা ভাগ্যে রয়েছে। পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে সম্পূর্ণ সমাচারও দিতে হবে। কোনো কোনো সেন্টারের তো কোনো খবরই আসে না। অনেক সেন্টার চলছে। কেউ কেউ তো ব্রাহ্মণী ছাড়াই পার্শালা খুলে সার্ভিস করতে থাকে। নম্বর অনুক্রম তো আছে না ! যারা খুব ভালো সার্ভিস করে তারাই বাবার হৃদয়ে বসতে পারে। সিংহাসনাসীন হয়ে থাকে। বাবা তো চান বাচ্চারা খুব ভালো করে পড়াশোনা করে যেন বাবার কাঁধে চড়তে পারে। পরীক্ষা তো একটিই কিন্তু পদ তো নানান রকমের। প্রতিটি ফুল আলাদা আলাদা সুগন্ধ। কোনো কোনোটার আবার খুব বাজে গন্ধ। কামাল করে দেখানোর মতোও অনেক বাচ্চা রয়েছে। প্রেম রয়েছে, মনোহর রয়েছে, দিদি রয়েছে... সবাই এদের মহিমা করে। কারোর তো আবার নামই করে না। পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য বাবাকে কতোই না পরিশ্রম করতে হয়। বানরদেরকে মন্দির তুল্য করে তোলেন। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজা, প্রজা, গরীব, বড়লোক সবই তৈরী হয় তাই না ! পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। নইলে জন্ম জন্মান্তরের জন্য সেটাই হয়ে যাবে। তখন খুবই অনুশোচনা হবে যে, বাবার কাছ থেকে কেন আমি সম্পূর্ণ বর্সা নিইনি। টিচার, গুরুও বলবেন ফলো করো। ইনি তো টিচার গুরু সবই একজনই। সুপ্রিম ফাদার, সুপ্রিম টিচার, সুপ্রিম গুরুও তিনিই। সেই নিরাকারই হলেন নলেজফুল, তাঁর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সকলের সন্নতিদাতা হলেন তিনি, যার সাধনা সবাই করে থাকে। সাধু অর্থাৎ যিনি সাধনা করেন। তিনি কাউকে মুক্তি কীকরে দিতে পারেন ?

বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তির প্রয়োজন। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে যিনি আসবেন তারও যেন এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকে, যাতে তিনি বলতে পারেন যে, এই প্রদর্শনী মানবকে হীরের মতো বানিয়ে দেবে। এই প্রদর্শনী পরমপিতা পরমাত্মার ডায়রেকশনে বানানো হয়েছে। উদঘাটন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা করানো উচিত, যিনি নিজেও কিছু বোঝাতেও পারবেন। একদিন বড় বড় ব্যক্তিরও তোমাদের কাছে এসে বুঝবে। সল্যাসী ইত্যাদিরও আসবে। সেই ড্রেসে বসেই শুনবে। এখন বাবা ডায়রেকশন দিচ্ছেন - মন্মনাভব, বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। বিনাশও সামনে উপস্থিত। বাবা বলেন - আমি কত বড় গৃহস্থী হয়েছি। সবথেকে বড়র থেকেও বড় গৃহস্থ ধর্ম আমি পালন করি। ড্রামাতে আমার পার্টি হল এই রকম। উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের পরিশ্রম করা উচিত। পুরুষার্থ করে মা-বাবার সিংহাসনাসীন হওয়া উচিত। আমরা হলাম শিববাবার সন্তান, মনের মধ্যে এই রকম নেশা থাকতে হবে। আমরা বাবার থেকে কোনও অংশে কম যাব না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান সত্যিকারের সেবাধারী হতে হবে। কারোর কাছ থেকেই সেবা নেবে না। ওবিডিয়েন্ট (আজ্ঞাকারী) হয়ে থাকতে হবে।

২) ড্রামাতে যা কিছু সীন চলে সেটাই রাইট। তাতে কোনো প্রকারের সংশয় ওঠাবে না। নিজের জীবনকে হীরের মতো বানানোর পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- এই পুরানো দুনিয়াকে বিদেশ মনে করে এর থেকে উপরাম থাকতে পারা স্বদেশী ভব
যেরকম কোনো কোনো লোক বিদেশের কোনো জিনিসকেই টাচ করে না, মনে করে নিজের দেশের জিনিসই ব্যবহার করবো, সেইরকম তোমাদের কাছে পুরানো দুনিয়াই হল বিদেশে। সেখানে উপরাম থাকো অর্থাৎ পুরানো দুনিয়ার যে সব জিনিস রয়েছে, স্বভাব-সংস্কার রয়েছে, সেগুলি যেন এতটুকুও আকৃষ্ট না করে। স্বদেশী হও অর্থাৎ আত্মিক রূপে নিজের উচ্চ দেশ পরমধাম আর এই ঈশ্বরীয় পরিবারের হিসাবে মধুবন দেশের নিবাসী মনে করে, তার নেশাতে থাকো।

স্নোগানঃ:- ঝামেলাতে ফেঁসে যাওয়ার পরিবর্তে সদা মিলন মেলাতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সদা সমর্থ কীভাবে হবে?"

আজ সমর্থ বাবা তাঁর চতুর্দিকের মাস্টার সমর্থ বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। এক হয়ে থাকে সদা সমর্থ দ্বিতীয় হল কখনো সমর্থ, কখনো ব্যর্থের দিকে না চাইলেও আকৃষ্ট হয়ে যায়। কেননা যেখানে সমর্থ স্থিতি, সেখানে ব্যর্থ হতে পারে না, সংকল্পও ব্যর্থ উৎপন্ন হবেই না। বাপদাদা দেখছিলেন যে, কোনো কোনো বাচ্চা এখনও পর্যন্ত বাবার কাছে ফুরিয়াদ (অনুযোগ) করে যে, কখনো কখনো ব্যর্থ সংকল্প বাবার স্মরণকে ফুরিয়াদে বদলে দেয়, চাইছে না, অথচ এসে যাচ্ছে। অশুদ্ধ চিন্তার স্টেজে তো মেজরিটি, মেজরিটি সময় পর্যন্ত সমাপ্ত করে ফেলেছে, কিন্তু ব্যর্থ দেখা, ব্যর্থ শোনা এবং ভাবা, ব্যর্থ সময় নষ্ট করা - এতে ফুল পাশ হয়নি। কেননা অমৃতবেলার থেকে সারাদিনের দিনচর্যাতে নিজের মন আর বুদ্ধিকে সমর্থ স্থিতিতে স্থিত করবার প্রোগ্রাম সেট করো না, সেই কারণেই আপসেট হয়ে যাও। যেমন নিজের স্থূল কার্যের প্রোগ্রামকে তোমরা তোমাদের দিনচর্যা অনুসারে সেট করে থাকো, ঠিক সে রকমই নিজের মন্থা সমর্থ স্থিতির প্রোগ্রাম সেট করলে স্বাভাবিকভাবেই কখনোই আপসেট হবে না। যত নিজের মনকে সমর্থ সংকল্পে বিজি রাখবে, ততই মনেরও আপসেট হওয়ার সময়ই মিলবে না। আজকাল দুনিয়াতে যারা উঁচু উঁচু পজিশনে থাকে, যাদেরকে আই. পি. বা ভি. আই. পি. বলা হয়, তারা সবসময় নিজের কাজের দিনচর্যাকে সময় অনুসারে সেট করে থাকে। তাহলে তোমরা কারা? তারা যতই ভি. আই. পি. হোন, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে ঈশ্বরীয় সন্তান হওয়ার কারণে, ব্রাহ্মণ-জীবন হওয়ার কারণে তোমরা যত ইচ্ছা ভি. ভি. লাগিয়ে যাও তাও কম হবে। কারণ তোমাদের আধারে বিশ্বের পরিবর্তন হয়ে থাকে। তোমরা হলে বিশ্বের নব-নির্মাণের আধার-মূর্তি। অসীম ড্রামার মধ্যে তোমরা হলে হীরো অ্যাক্টর আর হীরে তুল্য জীবন তোমাদের। তাহলে কতখানি বড় হলে! এই শুদ্ধ নেশা সমর্থ বানিয়ে থাকে আর দেহ-অভিমানের নেশা নীচে নিয়ে আসে। তোমাদের হল আত্মিক রুহানী নেশা, সেইজন্য নীচে নিয়ে আসে না, সদা উচ্চ উড্ডতি কলার দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং ব্যর্থের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হল - নিজের মন-বুদ্ধির দিনচর্যা তোমরা সেট করছো না। মনকে বিজি রাখার কলা সম্পূর্ণ ভাবে ইউজ করো না।

দ্বিতীয়তঃ, বাপদাদা অমৃতবেলার থেকে রাতে ঘুমানো পর্যন্ত মনসা-বাচা-কর্মণা এবং সম্বন্ধ-সম্পর্কে কীভাবে চলতে হবে অথবা থাকতে হবে - এই প্রতিটি কর্মে নিজের মনসা স্থিতির ডায়রেকশন, আঙ্গা প্রাপ্ত হয়েছে। আর তোমরা সকলে আঙ্গাকারী বাচ্চা হয়েছে, নাকি হচ্ছে? আঙ্গাকারী অর্থাৎ বাবার সম্বন্ধে বাবার ফুট স্টেপ গ্রহণকারী অর্থাৎ কদমের ওপর কদম রেখে চলা। আর দ্বিতীয় সম্পর্ক হল সজনীর। তো সজনীও কী করে? তাদের কোন্ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়? সাজনের কদমে কদমে চলো। সুতরাং আঙ্গাকারী অর্থাৎ বাপদাদার আঙ্গা রূপী কদমে কদম রাখা। সেটা সহজ নাকি কঠিন? কোথায় কদম রাখব - সঠিক পদক্ষেপ নাকি ভুল, এ'সব ভাবারও প্রয়োজন নেই। সহজই। কিন্তু সারাদিনে চলতে চলতে কোনো না কোনো আঙ্গার উল্লঙ্ঘন হয়ে যায়। বিষয় গুলো ছোট ছোট, কিন্তু অবজ্ঞা হওয়ার ফলে একটু একটু করে বোঝা জড়ো হয়ে যায়। যে আঙ্গাকারী তার সর্ব সম্বন্ধ থেকে পরমাত্ম আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। এটাই হল নিয়ম। সাধারণ ভাবেও কোনো মনুষ্য আত্মা কোনো কিছুই জন্য ডায়রেকশন দিলে, "যথা আঙ্গা" বলে সেই কাজটা যদি করে দেওয়া হয়, তখন সেই ব্যক্তির মন থেকে যে কাজটা করল তার প্রতি আশীর্বাদ অবশ্যই নির্গত হয়। আর এ তো হল পরমাত্ম আশীর্বাদ। পরমাত্মার আশীর্বাদের কারণে আঙ্গাকারী আত্মা সদা ডবল লাইট উড্ডতি কলার হয়ে থাকে। তার সাথে সাথে আঙ্গাকারী আত্মার আঙ্গা পালন করবার রিটার্নে বাবার দ্বারা উইল পাওয়ার বিশেষ বরদানের রূপে, উত্তরাধিকারের রূপে প্রাপ্ত হয়। বাবা সব পাওয়ারের উইল বাচ্চাদেরকে দেন, সেইজন্য সকল পাওয়ার সহজেই প্রাপ্ত হয়ে যায়। অতএব এই রকম উইল পাওয়ার প্রাপ্তকারী আঙ্গাকারী আত্মা - উত্তরাধিকার, বরদান আর আশীর্বাদ, এই সব প্রাপ্তি গুলি করে থাকে। যে কারণে তারা খুশীতে নাচতে থাকে, "বাঃ বাঃ" এর গীত গাইতে গাইতে উড্ডতে থাকে। কারণ তাদের প্রতিটি কর্ম তাদেরকে প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত করায়। কর্ম হল বীজ। যখন বীজ শক্তিশালী, ফলও তখন সেইরকমই প্রাপ্ত হবে, তাই না? তাই প্রত্যেক কর্মের প্রত্যক্ষ ফল বিনা পরিশ্রমে স্বতঃতই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যেমন ফলের শক্তিতে শরীর শক্তিশালী থাকে, ঠিক সেই রকমই কর্মের প্রত্যক্ষ ফলের প্রাপ্তির কারণে আত্মা সদা সমর্থ থাকে। তো সদা সমর্থ থাকার দ্বিতীয় আধার হল - সদা আর স্বতঃ আঙ্গাকারী হওয়া। এই রকম সমর্থ আত্মা সদা সহজে উড্ডতে থেকে নিজের সম্পূর্ণ গন্তব্য - 'বাবার সমীপ স্থিতি'কে প্রাপ্ত করে থাকে। সুতরাং ব্যর্থের দিকে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হল অবজ্ঞা। বড় বড় অবজ্ঞা তোমরা কর না। কিন্তু ছোট ছোট অবজ্ঞা হয়ে যায়। যেমন মুখ্য প্রথম আঙ্গা হল - পবিত্র হও, কামজিত হও। এই আঙ্গা পালনে মেজরিটি

পাশ করে যাও, সরলমতি মাতা'রাও এতে পাশ হয়ে যায়। যে বিষয়টিকে জগতের মানুষ অসম্ভব মনে করে, তাতে তোমরা পাশ হয়ে যাও কিন্তু তারই যে অন্য ভাই ক্রোধ - তাতে কখনো কখনো অর্ধেকই ফেল হয়ে যায়। এরপর চালাকিও কম করে না। কোনো কোনো বাচ্চা বলে - ক্রোধ করিনি তো, কেবল একটু শাসন তো করতেই হয়, ক্রোধ আসে না, একটু শাসন তো করতেই হয়। যখন অসম্ভবকে সম্ভব করে নিয়েছো, সেটা তো হল তার ছোট ভাই। সুতরাং এটাকে আঙা বলবে না অবঙা ?

এতেও ছোট অবঙা অমৃতবেলার নিয়ম আধা পালন করে থাকে। ঘুম থেকে উঠে বসে যাও, কিন্তু বাবার যেইরূপ আঙা, সেই বিধির দ্বারা সিদ্ধিকে প্রাপ্ত করে থাকে ? শক্তিশালী স্থিতি হয় ? সুইট সাইলেন্সের সাথে সাথে নিদ্রার সাইলেন্সও মিশ্রিত হয়ে যায়। বাপদাদা যদি তোমাদের প্রত্যেকের এক সপ্তাহের টি. ভি. দেখায়, সে'সব দেখতে বেশ মজাই লাগবে। তো আধা আঙা তোমরা মানছো - নেমিনাথ হয়ে যাচ্ছো, কিন্তু সিদ্ধিস্বরূপ হচ্ছে না। একে কী বলা হবে ? এই রকম ছোট ছোট আঙা রয়েছে। যেমন আঙা রয়েছে - কোনো আত্মাকেই দুঃখ দেবে না, নেবেও না। এক্ষেত্রেও তোমরা দুঃখ দাও না, কিন্তু নিয়ে তো নাও, তাই না ? ব্যর্থ সংকল্প চলার কারণই এটাই - ব্যর্থ দুঃখ নিয়ে নিয়েছো। শুনে নিলে মানেই দুঃখী হলে। কানে নেওয়া কথাটা না চাইতেও মনের মধ্যে চলতে থাকে - এটা বলল কেন, এটা তো ঠিক বলল না, এটা হওয়া উচিত নয়...। ব্যর্থ শোনা, দেখার অভ্যাস ৬৩ জন্ম ধরে রয়েছে। সেইজন্য এখনও সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়ে যাও। ছোট ছোট অবঙা গুলি মনকে ভারী বানিয়ে দেয় আর ভারী হওয়ার কারণে উচ্চ স্থিতির দিকে উড়তে পারে না। এটা হল অত্যন্ত গূহ্য গতি। যেমন পূর্ব জন্মের পাপ-কর্মের বোঝা আত্মাকে উড়তে দেয় না। সেই রকমই এই জন্মের ছোট ছোট অবঙা গুলির বোঝা, সেই রকম স্থিতি চাও - সেটা অনুভব করতে দেয় না।

ব্রাহ্মণদের আচরণ (চাল) হল খুবই সুন্দর। বাপদাদা জিজ্ঞাসা করেন - কেমন আছো ? তো সকলেই বলবে - খুব ভালো, সব ঠিক আছে। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করেন যে, যেমন স্থিতি হওয়া উচিত সেই রকম রয়েছে ? তখন চুপ করে যায়। এই কারণে এই অবঙার বোঝা সদা সমর্থ হতে দেবে না। তো আজ এই স্লোগান স্মরণে রাখবে - 'না ব্যর্থ ভাববে, না ব্যর্থ দেখবে, না ব্যর্থ শুনবে, না ব্যর্থ বলবে, না ব্যর্থ কর্মে সময় নষ্ট করবে।' তোমরা সব খারাপকে পার করে গেছো। এখন আঙাকারী চরিত্রের চিত্র বানাও। একেই বলা হয় - 'সদা সমর্থ আত্মা।' আচ্ছা !

সকল টিচার তোমরা হলে আর্টিস্ট। চিত্র বানাতে পারো ? নিজের শ্রেষ্ঠ চরিত্রের চিত্র বানাতে পারো, তাই না ! তো বড়'র থেকেও বড় চিত্রকার সে, যে প্রতিটি কদমে চরিত্রের চিত্র বানাতে পারে। এই চরিত্রের চিত্র বানানোর জন্য তোমাদের জড় চিত্র অর্ধ কল্প ধরে চলতে থাকে। তো টিচার্স অর্থাৎ বড়'র থেকেও বড় চিত্রকার। নিজের চিত্রও বানাও আবার অন্য আত্মাদেরকেও চিত্রকার তোমরা বানিয়ে দাও। অন্যদেরকেও শ্রেষ্ঠ চরিত্র বানানোর নিমিত্ত টিচার তোমরা। এতেই তোমরা বিজি থাকো, তাই না ? ফুল বিজি থাকো। এক সেকেন্ডও মন-বুদ্ধিকে অবসরে রাখলে, ব্যর্থ সংকল্প নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেবে। বলেছিলাম না যে, সেবার প্রত্যক্ষ ফল সদা প্রাপ্ত হবে - এটাই হল লক্ষণ সদা আঙাকারী আত্মার। কখনো সেবার প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয় আবার কখনো হয় না, এর কারণ কী ? কোনো না কোনো অবঙা হয়ে থাকে। টিচার্স অর্থাৎ অমৃতবেলার থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত প্রতিটি আঙার কদমে কদম রেখে চলা। এই রকম টিচার তোমরা নাকি কখনো কখনো অসতর্ক হয়ে যাও ? অসতর্ক হয়ো না। দায়িত্বের মুকুটধারী তোমরা। কখনও মুকুট ভারী অনুভূত হলে নামিয়ে দিয়ে থাকে। তোমরা নামিয়ে ফেলার দলের নও, তাই না ? সদা আঙাকারী অর্থাৎ সদা দায়িত্বের মুকুটধারী। টিচার তো তোমরা সকলে, কিন্তু একেই বলা হবে যোগ্য টিচার, যোগী টিচার।

টিচার কখনো কমপ্লেন করতে পারে না। তারা অন্যদেরকে কমপ্লিট করে থাকে, কমপ্লেন করে না তারা। কখনো এই রকম পত্র লেখো না তো যে - কী করব, হয়ে গেছে, হওয়া তো উচিত নয়। সে'সব তো সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই না ? আগেও বলেছিলাম - পত্র নিশ্চয়ই লিখবে, মধুবনে অবশ্যই পত্র পাঠাবে, কিন্তু "আমি সদা ও. কে." - ব্যস্ এই দুটি লাইন লেখো। যে পড়বে তারও টাইম নেই। তারপর তোমরা কমপ্লেন করে থাকো যে, পত্রের উত্তর আসেনি। বাস্তবে তোমাদের সকলের পত্রের উত্তর বাপদাদা প্রতিদিনকার মুরলীতে তো দিয়েই দেন। তোমরা লিখবে ও. কে. আর বাপদাদা ও. কে. 'র রিটার্নে বলেন - "স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার"। তাহলে এটা রেসপন্সই হল না ? সময়কে বাঁচাতে হবে। সেবার সমাচার শটে লেখো। তাহলে সময়ের ইকোনমি, কাগজেরও ইকোনমি, পোস্টের ইকোনমি যেন হয়। ইকোনমি হতে পারে ? পত্র ৩ পাতাতেও লেখা যেতে পারে। বিস্তারিত ভাবে কাউকে যদি লেখার ডায়রেকশন দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই লেখো কিন্তু ক্ষমা চেয়ে পত্র লিখলে তখন দুই লাইনে লিখতে পারো। লুকিও না কিন্তু শটে লেখো। এমন অনেক পত্রও থাকে যার মধ্যে কোনো সারবস্তু থাকে না। বাবাকে বলছে - আমার এই কাজটা করে দাও, আমাকে ঠিক করে দাও, আমার কাজকর্মের

অবস্থা ভালো নয়, ঠিক করে দাও, আমার স্ত্রীর শরীর ঠিক করে দাও... এই রকম পত্র একবার নয় ১০ বার পাঠাতে থাকে। তো এখন ইকোনমির অবতার হও আর বানাও। আচ্ছা !

এই মেলা সকলের ভালো লাগে তাই না ? দুনিয়ার মানুষ বলে মেলা তো দুই দিনের আর তোমাদের মেলা হল চার দিনের। সকলের পছন্দ এই মেলা ? আচ্ছা !

চতুর্দিকের সদা সমর্থ আত্মাদেরকে, সদা প্রতিটি কদমে আত্মাকারী থাকা আত্মাকারী বাচ্চাদেরকে, সদা ব্যর্থকে সমর্থ পরিবর্তন করতে পারা বিশ্ব পরিবর্তক আত্মাদেরকে, সদা নিজের চরিত্রের চিত্রকার বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

অব্যক্ত বাপদাদার জোন অনুযায়ী বাচ্চাদের সাথে সাক্ষাৎকার : বশ্বে, গুজরাত গ্রুপ : -

অসীম জগতের পিতার অর্থাৎ অসীম জগতের মালিকের বালক আমরা এই রকম মনে করো ? বালকই মালিক হয়ে থাকে, সেইজন্য বাপদাদা বাচ্চাদেরকে "মালেকম্ সলাম" বলে থাকে। অসীম জগতের পিতার অসীম উত্তরাধিকারের বালক তথা মালিক তোমরা। তো অসীম উত্তরাধিকারের খুশীও তো অসীমই হবে, তাই না ? বাবা বাচ্চাদেরকে নিজের থেকেও আগে রাখেন। বিশ্ব রাজ্যের অধিকারী বাচ্চাদেরকে বানান, নিজে তো হন না। সুতরাং বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুইয়েরই অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে আর দুটোই হল অসীম। সত্যযুগেও তো সীমিত কোনো কিছুই হবে না, না ? না ভাষার, না রঙের, না দেশের। এখানে তো দেখো কত কিছুই সীমিত। অসীম আকাশকে সীমায় বেঁধে দিয়েছে। ওখানে সীমিত কোনো কিছুই হবে না। তাহলে তো অসীম রাজ্যভাগ্য হয়ে গেল ! কিন্তু অসীম রাজ্য-ভাগ্য যারা প্রাপ্ত করবে, আগে এই সময় নিজের দেহের সীমার থেকে উর্ধ্বে যেতে হবে। যদি দেহ ভাবের সীমার থেকে বের হবে, তবে বাকি সব সীমার থেকেও বেরিয়ে যেতে পারবে। সেইজন্য বাপদাদা বলেন - আগে দেহ সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধের থেকে অলিপ্ত হও। প্রথমে দেহ তারপর দেহের সম্বন্ধী। তো এই দেহ ভাবের সীমার থেকে বেরিয়েছো ? কারণ দেহের সীমানা কখনোই উপরে নিয়ে যাবে না। দেহ হল মাটি, মাটি সব সময় ভারী হয়। কোনো জিনিস মাটির হলে সেটা ভারী হবে, তাই না ? এই দেহ তো হল পুরানো মাটি, এতে ফেঁসে গেলে কী পাবে ? কিছুই পাবে না। সুতরাং সদা এই নেশা রাখা যে, "অসীম পিতা আর অসীম উত্তরাধিকারের বালক তথা মালিক আমি"। যখন বালক হতে হবে সেই সময় মামিক হয়ো না আর যখন মালিক হতে হবে তখন সেই সময় বালক হয়ো না। যখন কোনও মতামত (রায়) দিতে হবে, প্ল্যান ভাবতে হবে, কোনো কাজ করতে হবে সেই সময় মালিক হয়ে করো, কিন্তু যখন মেজরিটির দ্বারা বা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের দ্বারা যদি কোনো বিষয় ফাইনাল হয়ে যাবে, সেই সময় বালক হয়ে যাও, সেই সময় মালিক হয়ে যেও না। আমার সিদ্ধান্তটাই ঠিক, আমার প্ল্যানটাই ঠিক - না। সেই সময় মালিক হয়ো না। কোন্ সময় রায়বাহাদুর হতে হবে আর কোন্ সময় রায় মেনে নেবে - যে এই পদ্ধতিটিকে বুঝে যায়, সে কখনোই নীচে-উপরে হয় না। সে পুরুষার্থ এবং সেবাতে সফল হয়। নিজেকে মোল্ড করতে পারে, নিজেকে নত করতে পারে। যে নত হতে পারে তার সর্বদা সেবার ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব সেবার বিধি হল - বালক তথা মালিক, সময় অনুসারে বালক হওয়া, সময় অনুসারে মালিক হওয়া - এই বিধিকে জানো ? যদি ছোট বিষয়কে বালক হওয়ার পরিবর্তে মালিক হয়ে সিদ্ধ করতে যাও, তবে পরিশ্রম বেশী লাগবে আর ফলও কম প্রাপ্ত হবে। আর যে বিধিকে জানে, সময় অনুসারে তার পরিশ্রম কম আর ফলও বেশী প্রাপ্ত হয়। তার মুখে সর্বদা হাসি থাকবে। নিজেও খুশী থাকবে আর অন্যদেরকে দেখেও খুশী হবে। কেবল আমি খুব খুশী-এমন নয়, বরং খুশী করতেও হবে, খুশী থাকতেও হবে, তখনই রাজা হবে। নিজেকে যদি মোল্ড করো তবে গোল্ডেন এজের অধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। আচ্ছা !

বরদানঃ- স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় রীতির দ্বারা নিজেকে বিজি রেখে মায়াজীত, বিজয়ী ভব নিজেকে সেবানারী মনে করে নিজের আগ্রহ এবং উৎসাহের সাথে সেবাতে বিজি থাকো, তবে মায়া কোনো চান্স পাবে না। যখন সংকল্পে, বুদ্ধিতে কিস্বা স্থূল কর্মণার থেকে ফ্রি থাকো, তখন মায়া চান্স নিয়ে নেয়। কিন্তু স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় রীতিতে খুশী মনে সেবাতে বিজি থাকো, তবে খুশীর কারণে মায়া সম্মুখীন হওয়ার সাহস করতেই পারবে না। সেইজন্য নিজেই টিচার হয়ে বুদ্ধিকে বিজি রাখার ডেইলী প্রোগ্রাম বানাও, তবে মায়াজীত, বিজয়ী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- নিশ্চয় আর নেশার (ফলক) সাথে বলো বাবা আমার সাথে আছেন, তবে মায়া সমীপে আসতে পারবে না।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ভারতভূমি হল সুখদাতা বাবার জন্মভূমি, বাবা-ই এসে সমস্ত বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করেন"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, সর্বাধিক উচ্চ বিশাল দীর্ঘ কাহিনী কোনটি, যা তোমাদের কাছে সাধারণ ?

*উত্তরঃ - এই ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের কাহিনী অতি দীর্ঘ এবং সুউচ্চ। এই কাহিনী মানুষ বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই কাহিনী অতি সাধারণ। তোমরা জানো -- এই ড্রামা কীভাবে হুবহু রিপীট হয়, এই সিঁড়ি কীভাবে আবর্তিত হতে থাকে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়ঃ.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা মাহাত্ম্য ভরা গান শুনেছে। কার মহিমা ? সর্বোচ্চ ভগবানের। যাকে পতিত-পাবন, দুঃখহরণকারী সুখপ্রদানকারীও বলা হয়ে থাকে। সুখ প্রদানকারীকে স্মরণ করা হয়ে থাকে। বাচ্চারা জানে, সুখ প্রদানকারী হলেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই। সকল মানুষমাত্রই ঐনাকেই স্মরণ করে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও বলে যে বাবা এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এটা জানে না যে সুখ বাবা দিয়ে থাকেন। তাহলে দুঃখ কে আর কখন দেয়, এও তোমরাই বোঝো। নতুন দুনিয়াই আবার পরে পুরোনো হয়, তখন তাকে দুঃখধাম বলা হয়ে থাকে। কলিযুগের অন্তের পর পুনরায় সত্যযুগ অবশ্যই আসবে। সৃষ্টি তো একটাই। মানুষ সৃষ্টির এই চক্রকে একদমই জানে না, সেইজন্য বাবা জিজ্ঞাসা করেন -- তোমাদের এ'রকম অবোধ বানায় কে? বাবা তো কাউকে দুঃখ দেন না। বাবা তো সদা সুখ দেন। তোমরা জানো, সুখ প্রদানকারীর জন্মস্থানও ভারতে তো দুঃখ প্রদানকারীর জন্মস্থানও ভারতেই। ভারতবাসীরা যদিও শিব-জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু বোঝে কিছুই না, এ হলো উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবানের জয়ন্তী। ঐনার শিব। তা কেউ জানতেই পারে না। রাবণকে প্রতি বছর জ্বালাতে থাকে। কিন্তু তা কি জিনিস ? কবে থেকে এসেছে ? কেন জ্বালানো হয়? এ'সব কিছুই জানে না। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে তারা এ'সব জানবেই না। বাবা বোঝান -- প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা-আলাদারকমের। মানুষের ভূমিকারই গায়ন রয়েছে। মানুষই সমঝদার হয়, জানোয়ার তো অবুঝ। এইসময় মানুষও অবুঝ হয়ে পড়েছে। এটা জানেই না যে দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পতিত-পাবন কে ? অপবিত্র কীভাবে হয়েছি ? পবিত্র কীভাবে হবে ? আহ্বান করে কিন্তু অর্থ জানে না। এইসময় হয়ই ভক্তিমার্গ। শাস্ত্রও সবই ভক্তিমার্গের। শাস্ত্রে কোনো সঙ্গতির জ্ঞান নেই। কথিতও রয়েছে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য..... ব্যস্। এতখানি বুদ্ধিতে আসে। এরও অর্থ জানে না। জ্ঞানের সাগর একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই, অবশ্যই ঐনাকেই জ্ঞান প্রদান করতে হবে। তিনিই সঙ্গুরু, সঙ্গতিদাতা সেইজন্য ঐনাকে আহ্বান করা হয় যে এসে আমাদের দুর্গতি থেকে রক্ষা করো। দ্বাপরে আমরা প্রথমে সতাপ্রধান পূজারী হই পুনরায় পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে নেমে আসে। যে মানুষই আসে সিঁড়ি তো অবশ্যই নামবে। যদিও বুদ্ধ ইত্যাদিদের নাম সিঁড়িতে দেখিনি। যদি তাদের দেখিয়ে দাও-ও, তবুও তাদেরকেও সিঁড়ি তো নামতেই হবে, তাই না! তাদের সতো-রজো-তমোতে তো আসতেই হবে। এখন সকলেই তমোপ্রধান। এখন বাবা বোঝান -- এই শাস্ত্র সবই ভক্তিমার্গের, যেখানে অনেক প্রকারের কর্মকান্ড রয়েছে। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবা-ই। জ্ঞানসাগরই এসে প্রকৃত জ্ঞান শোনান। অর্ধেককল্প হলো দিন, সেখানে ভক্তির কোনো কথাই নেই। দিনে কখনো ঠোঁকর খায় না, ওখানে তো সুখই সুখ। সেই বাবারই উত্তরাধিকার তোমরা কল্পের সঙ্গমে পাও। এই জ্ঞান বাবা সেই বাচ্চাদেরই দেন, যাদের কল্প-পূর্বে দিয়েছিলেন আর কল্প-কল্পে দিতেই থাকবেন। তাদের বুদ্ধিতেই বসবে যে রচয়িতাই রচনার জ্ঞান প্রদান করছেন। কত চিত্র তৈরী করে। পরে আবার তাদের ক্যালেন্ডারসও তৈরী হবে। নতুন কোনো জিনিস বেরোলে তখন তা ছড়িয়ে পড়ে। এখন ভারতে রচয়িতা বাবা এসে রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান প্রদান করছেন। এও ছড়িয়ে পড়বে আর বাইরে সকলের কাছে যাবে, তখন তারা বলতে পারবে না যে আমরা স্বর্গে কেন যাই না! সকলেই জেনে যাবে। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, এতে তফাৎ হতেই পারে না। দুনিয়ায় তো অনেক মত আছে। কেউ বলে প্রাকৃতিক বলে, কেউ বলে আত্মা অলিঙ্গ (কলঙ্কবিহীন)..... ভবিষ্যতে একমাত্র বাবারই শুনবে। অবশ্যই বুঝবে যে আমরা এই ড্রামার অ্যাক্টসও। এ হলো বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ (কল্প)। সকলের বুদ্ধির তালা খুলে যাবে। এখন তালা বন্ধ রয়েছে। তোমাদের ধর্মের কথা আলাদা। এছাড়া ড্রামা প্ল্যান অনুসারে তারা স্বর্গে আসতে পারে না। আমাদের ধর্ম-স্থাপক অমুক সময়ে এসেছেন। থাইস্ট কি কোনো স্বর্গে এসেছে নাকি! এ'সমস্ত কথা এই বৃক্ষের থেকেই বুদ্ধিতে আসবে, সিঁড়ির থেকে নয়। বৃক্ষ অতি সুন্দর। মনে করবে এ হলো পূর্ব-রচিত নাটক। এছাড়া যোগের কথা তোমরা বোঝো। আমরা পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করলে তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। যখন যোগযুক্ত হয়ে যাবে তখন নিজের বিষয়েও জেনে যাবে। রচয়িতা এবং রচনার জ্ঞান ভবিষ্যতে সব বুঝে

যাবে। এখন নয়। ড্রামাও অতি যুক্তি-যুক্তভাবে তৈরী করা হয়েছে। লড়াই তো লাগবেই। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই ড্রামার রহস্য রয়েছে। যদি কেউ নতুন এসে যায় তখন শুরু থেকে বোঝাতে হয়। এ অতি দীর্ঘ কাহিনী। অতি উচ্চমার্গের (কাহিনী), কিন্তু তোমাদের জন্য সাধারণ। তোমরা জানো এই সিঁড়ির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। বাবা বলেন -- মিষ্টি বাচ্চারা, ভক্তিমার্গে তোমরা কত কষ্টে করেছো। এও ড্রামায় নির্ধারিত। এই সুখ-দুঃখের খেলা তোমাদের উপরে রচিত হয়েছে। তোমরা অনেক উঁচুও হও তো নিচুও হয়ে যাও। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সমগ্র বৃক্ষের জ্ঞান তো অবশ্যই আমার কাছেই থাকবে। বটবৃক্ষের উদাহরণও এর উপরেই রয়েছে। সন্ধ্যাসীরাও উদাহরণ দেয়। কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে কিছুই নেই। তোমরা তো জানো কিভাবে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এখন সেই ফাউন্ডেশন নেই। এছাড়া সম্পূর্ণ ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে। সব ধর্মই রয়েছে, কেবল একটি ধর্মই নেই। দেখো, বটবৃক্ষ কিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মূল বা শিকড় নেই। তবুও বৃক্ষ সদাই সবুজ-তরতাজা। অন্যান্য বৃক্ষ শিকড় ছাড়া শুকিয়ে যায় কারণ শিকড় ছাড়া কিভাবে জল পাবে। কিন্তু সেই বটবৃক্ষ সম্পূর্ণ সতেজভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ তো আশ্চর্যের, তাই না! তেমনই এই বৃক্ষেও দেবী-দেবতা ধর্ম নেই। নিজেকে বোঝেই না, দেবতা ধর্মের বদলে হিন্দু বলে দিয়েছে। যখন থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকে দেবী-দেবতা বলার যোগ্য থাকে নি। তাই নাম বদল করে হিন্দু রেখে দিয়েছে। দেবতাদের কেবল জড় চিত্রের নিদর্শনই রয়ে গেছে, যার জন্য মনে করে -- স্বর্গে ওনাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু সেই স্বর্গ কোথায় ছিল, তা কেউ জানেই না। সত্যযুগের আয়ু অনেক লম্বা-চওড়া করে দিয়েছে। যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তা পুনরায় আপন সময়ানুসারেই রিপিট হবে। সে রকমই চেহারা কি এখন হতে পারে নাকি! সে তো পুনরায় স্বর্গেই হবে। এই জ্ঞান তোমরাই বোঝ। বাকি ওরা সকলেই ভক্তি করে পতিত হতেই থাকে। পবিত্র দুনিয়া ছিল। বাবা বসে থেকে তোমাদের বোঝান, বলাও হয়ে থাকে, তুমি সর্বজ্ঞ (যিনি সবকিছু জানেন)। বাবা বলেন -- আমি বসে-বসে কোনো এক-একজনের হৃদয়কে জানবো নাকি! কেউ বলে বাবা তুমি তো সবকিছু জানো। আমরা বিকারে যাই -- তুমি সবই জেনেছো নিশ্চই। বাবা বলেন -- সারাদিন বসে-বসে আমি এই-ই জানবো কী? আমি তো এসেছি পতিতদের পবিত্র করতে। তোমরা জানো, আমরা বাবার থেকে সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাকি সকলেই মুক্তিধামে ফিরে চলে যাবে। কিভাবে যাবে ? এতে তোমাদের কি এসে যায়। বাবা-ই এসে তোমাদের মুক্তি-জীবনমুক্তিতে নিয়ে যান। হিসেব-নিকেশ চুক্ত করে সকলকে যেতে হবে। তোমাদের সত্যপ্রধান হতে হবে। তোমরা অন্যের কথায় কেন যাও ? তমোপ্রধান থেকে সত্যপ্রধান করেন একমাত্র বাবা-ই। ভক্তিতে এক রতিও জ্ঞান থাকতে পারে না। বলা হয় জ্ঞান আর ভক্তি। জিজ্ঞাসা করো জ্ঞান কত সময় আর ভক্তি কত সময় পর্যন্ত চলে ? তখন কিছুই বলতে পারে না। ভক্তি আলাদা জিনিস, বাবা নিজেই বোঝান, আমি কীভাবে আসি, কার মধ্যে প্রবেশ করি। মানুষ ভক্তিমার্গে আবদ্ধ হয়ে থাকার কারণে আমায় চেনাই মুশকিল, সেইজন্য তোমরা শিব-শঙ্করের চিত্রের মাধ্যমে বুঝিয়ে থাকো। ওরা দু'জনকেই এক করে দেয়। উনি (শঙ্কর) সূক্ষ্মলোক নিবাসী, উনি (শিব) পরমধামের অধিবাসী, দু'জনের স্থান আলাদা-আলাদা। তাহলে একই নাম কীভাবে রাখতে পারে ! উনি নিরাকারী, উনি আকারী। এইরকম বলা হবে নাকি যে শঙ্করের মধ্যে শিবের প্রবেশ হয়েছে, সেইজন্য তোমরা শিব-শঙ্কর বলে দাও। বাবা বলেন -- আমি তো এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করি। তোমাদের একথা কে বলেছে যে শিব-শঙ্কর এক ? শঙ্করকে তো কখনো কেউ গড ফাদার বলে না। ওঁনার গলায় সাঁপ ঝুলিয়ে চেহারাই কেমন করে দিয়েছে। তারপর আবার দেখানো হয় সাঁড়ের উপর চড়ে রয়েছে। শঙ্করকে তো ভগবান হিসেবে একদমই মানবে না। ভক্তিতে একমাত্র শিববাবাই সকলের মনোকামনা পূর্ণ করেন। শঙ্করের উদ্দেশ্যে তো কেবল বলা হয় নয়ন উন্মীলিত করেন আর বিনাশ হয়ে যায়। এছাড়া সূক্ষ্মলোকে কোনো সাঁড়, সাঁপ ইত্যাদি হয় নাকি! ওদের তো জন্ম এখানেই হয়েছে। কত প্রস্তরবুদ্ধির হয়ে গেছে। এও বোঝে না যে আমরা অপবিত্র। বাবা বলেন -- আমি এই সাধুদেরও উদ্ধার করতে এসেছি। সাধনা করা হয় কিছু প্রাপ্তির জন্য। তাহলে সাধুরা আবার নিজেদের শিব বা ভগবান কীভাবে বলতে পারে! শিবের তো সাধনা করার প্রয়োজনই নেই। ওদের তো নামই হলো সন্ধ্যাসী। ভগবানকে কখনো সন্ধ্যাস নিতে হয় কি ? যারা সন্ধ্যাস গ্রহণ করে তাদের গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতে হয়। ভগবানকেও এই বেশ ধারণ করতে হয় কী ? তিনি তো হলেনই পতিত-পাবন। তিনি বলেন -- আমি এই বেশধারীদেরও উদ্ধার করি ? ড্রামানুসারে প্রত্যেকেই আপন-আপন ভূমিকা পালন করে। ভক্তিমার্গে মানুষ যাকিছু করে, তা বোঝে না। শাস্ত্রের দ্বারা কারোর সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতি হয় অদ্বিতীয় পিতার মাধ্যমে। ড্রামানুসারে এই শাস্ত্রও জরুরী। গীতায় কি কি লেখা রয়েছে। গীতা কে শুনিয়েছেন, সেটাও কেউ জানে না। তোমাদের মুখ্যতঃ জোর দিতে হবে গীতার উপর। গীতাই হলো সর্ব শাস্ত্রময়ী শিরোমণি। এখন এই ধর্মশাস্ত্র কে এবং কখন রচনা করেছিল, এরফলে কি হয়েছিল? কেউ জানেনা। গীতার যাকিছু লিখে এসেছে, তা পুনরায় রিপিট হবে। আমরা তাদের ভাল বা খারাপ কিছুই বলি না। কিন্তু বুঝি এসব হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী, যারজন্য মানুষ নেমে যায়। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে অবরোহণ কলায় তো আসতেই হবে। যখন সকলে আপন-আপন ভূমিকা পালন করতে চলে আসে তখন শেষে বাবা আসেন সকলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেইজন্য ওঁনাকে বলা হয় পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতিদাতা। তিনি যখন আসেন তখনই এসে

রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। এখন বাবা বসে থেকে পড়াচ্ছেন, সেটাও মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। তা নাহলে ভগবান আমাদের পড়িয়ে বিশ্বের মালিক করে দেন তাহলে কত খুশি হওয়া উচিত। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না। পুনরায় ভক্তিমার্গে সেই ভক্তিরই শাস্ত্র হবে। ২৫০০ বছর এই ভূমিকা পালন করতেই হবে। এই চক্রের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। ও'সব লোকেরা তো না পতিত-পাবনকে জানে, না পবিত্র থেকে পতিত কে বানায় -- তা জানায়। কেবল খেলনা (মূর্তি) তৈরী করে খেলতে থাকে, বোঝে না কিছুই। তোমাদের বলবে -- তোমরাও ভারতবাসী! তাহলে তোমরা কিভাবে বলো যে কেবল ভারতবাসীরাই কিছু বোঝে না, তারা অবুঝ। তোমরা বলো -- এ'সব অসীম জগতের বাবা বলেন, তিনিই জ্ঞান প্রদান করছেন। আমরা ঔ'নার দ্বারাই সমঝদার হয়েছি। প্রদর্শনীতে অনেক লোক আসে, বলে যে এই জ্ঞান খুব ভাল। বাইরে গেলেই শেষ কারণ ও'রা সকলেই হলো রাবণের গোলাম। তোমরা এখন রামের

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণের শক্তির দ্বারা সমস্ত হিসেব-নিকাশ চুকিয়ে সতোগ্রহণ হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। অন্য কোনো বিষয়ে যাওয়া উচিত নয়।

২) ভগবান আমাদের পড়িয়ে বিশ্বের মালিক বানান, সেই খুশিতেই থাকতে হবে। আধ্যাত্মিক সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- সাধারণত্বের দ্বারা মহানতাকে প্রসিদ্ধ করা সিম্পল (সাধারণ) এবং স্যাম্পল (দৃষ্টান্তস্বরূপ) ভব যেমন কোনো সহজ বস্তু যদি স্বচ্ছ হয় তখন তা নিজের দিকে অবশ্যই আকৃষ্ট করে। সেইরকম মন্মার সঙ্কল্পে, সম্বন্ধে, ব্যবহারে, আচার-আচরণে যে সাধারণ (সিম্পল) এবং স্বচ্ছ থাকে, সে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ(স্যাম্পল) হয়ে সকলকে নিজের দিকে স্বতঃ-ই আকৃষ্ট করে। সিম্পল অর্থাৎ সাধারণ। সাধারণত্বের দ্বারাই মহানতা প্রসিদ্ধ হয়। যে সাধারণ অর্থাৎ সিম্পল নয়, সে সমস্যা-স্বরূপ হয়ে যায়।

স্নোগানঃ:- হৃদয় থেকে বলো 'আমার বাবা' তবেই মায়ার অচৈতন্যতার রুদ্ধ নয়ন খুলে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অভ্যাস করো আমি আত্মা, আমি আত্মা, দেহের বোধ ত্যাগ করো, ব্যস্, শিব বাবাকে স্মরণ করতে করতে ঘরে ফিরে যেতে হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চার উপর শিব বাবার অনেক দয়া হয় ?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চারা তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে, বাবার হয়ে বাবার এই সেবা কাজ করে না, তাদের উপর বাবার অনেক দয়া হয়। বাবা বলেন -- আমার বাচ্চা হয়েছে তো ফার্স্ট গ্রেড হয়ে দেখাও। যা জ্ঞান রত্ন পাচ্ছো, তার দান করো।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগাতে এসেছি....

ওম্ শান্তি। বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, তিনি বাচ্চাদেরও এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান বোঝাতে থাকেন আর চিত্রের উপরও খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন। এই সিঁড়ির চিত্রের উপর বাবার (ব্রহ্মা) সারা রাত চিন্তন চলেছিল, কেননা বোঝানোর জন্য এ হলো খুব ভালো চিত্র, আর এ ভারতবাসীদের জন্যই। শিব বাবা তো জ্ঞানের সাগর, এই বাবাও জ্ঞানের তরঙ্গ তুলতে থাকেন, একে বলা হয় বিচার সাগর মন্ডন। বাচ্চারা, তোমাদের খুব অল্পই বিচার সাগর মন্ডন চলে। কোনো কোনো বাচ্চা তো বিচার সাগর মন্ডন করেই না। প্রত্যেকেরই বুদ্ধি চালিত হওয়া উচিত। সিঁড়ির উপর অনেক মন্ডন চলে। মূল বতনও উপরে দেখাতে হয়। সিঁড়ি তো হলো স্থূল বতনের, ৮৪ জন্মের। জ্ঞান ব্যতীত এই চিত্র কেউ বানাতে পারবে না। বাচ্চারা, জ্ঞান তো তোমাদের মধ্যেই আছে। সিঁড়ির চিত্র তৈরী করার সময়ও বিচার সাগর মন্ডন চলতে থাকা উচিত। এ খুব ভালো জিনিস। উপরে অবশ্যই মূল বতন রাখার প্রয়োজন। তোমাদের বোঝানো হয় - আত্মারা মূল বতনে তারার মতো থাকে। মূল বতনের পরে হলো ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর পুরী, যাকে সূক্ষ্ম বতন বলা হয়। এই সিঁড়িতে তো ভারতকেই দেখানো হয়। ভারত পাবন ছিলো, এখন পতিত হয়ে গেছে। সব অক্ষরই লিখতে হয়। বেচারী মানুষ তো কিছুই জানে না। যারা পূজ্য ছিলো, তারাই আবার পূজারী হয়েছে, একথা কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই একথা জানতে পারে এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। কেউ তো খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে লেগে যায়। আমি হলাম আত্মা। শরীরকে যেন ভুলে যায়, আর কিছুই দেখতে পায় না, কেননা বোঝানো হয় যে, তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো। দেহ বোধ যেন শেষ হয়ে যায়। এমন বলা হয় না - আমি মরলে আমার কাছে দুনিয়া মৃত। শিব বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই অবস্থা তৈরী করতেও পরিশ্রম আছে সিঁড়ির উপরও বোঝানো হয় যে, ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিলো, তাই সেখানে সুখ - শান্তি আর পবিত্রতা ছিলো। এখন মানুষ দুঃখী হয়ে গেছে তাই তারা ঘরকে স্মরণ করে। এই সিঁড়ির চিত্রের উপর কাউকে বোঝানো খুবই ভালো। সিঁড়ির চিত্রের সামনে গিয়ে বসলেও বুদ্ধিতে থাকবে যে - আমরা ভারতবাসীরা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছিলাম। এই ৮৪ জন্ম সিদ্ধ করতে হবে। এরপর এই হিসাবে বোঝানো হয় যে -- যারা অর্ধেক কল্প পরে আসে, তাদের অবশ্যই কম জন্ম হবে। সারাদিন বুদ্ধিতে এই জ্ঞান যেন ঝরতে থাকে। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে সম্পূর্ণ নির্বিকারী আর পূজ্য মনুষ্য ছিলো, তারপর তারা বিকারী পূজারী হয়েছিলো। বিকারী হওয়ার কারণেই তারা নিজেদের হিন্দু বলতে থাকে। আর কেউই নিজেদের নাম পরিবর্তন করেনি। হিন্দুরাই পরিবর্তন করেছে। বাচ্চারা তোমরা এখন এই জ্ঞান পাচ্ছো। জ্ঞানের সাগর বাবা তোমাদের এই নতুন জ্ঞান দিচ্ছেন। সিঁড়ির চিত্রের উপর অনেক বাচ্চাদেরই নজর দিতে হবে। কেউ যদি চিত্রের সামনে এসে বসেও যায়, তাহলেও তার বুদ্ধিতে সবকিছুই এসে যাবে। সারারাত যেন তোমাদের বুদ্ধি চলতে থাকে যে কিভাবে ৮৪ এর চক্র বোঝানো যায়। অর্ধেক কল্প হলো রাবণ রাজ্য, পরে যারা আসবে তারা এই জ্ঞান ধারণই করতে পারবে না। যারা সত্যযুগ আর ত্রেতাতে আসবে তারাই ধারণ করবে। আর যারা সত্যযুগ আর ত্রেতাতে আসবে না, তারা এই জ্ঞান ধারণই করতে পারবে না। এখন তো ভারতের কতো বেশী জনসংখ্যা। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে এক পুত্র আর এক কন্যা হয়। পরের দিকে কিছু গড়বড় হয় কিন্তু বিকার থাকে না। রাবণ রাজ্য হয় দ্বাপর থেকে কিন্তু ত্রেতাতে দুই কলা কম হওয়ার কারণে পবিত্রতা কিছু কম হয়ে যায়। মানুষ রাবণ রাজ্য আর রাম রাজ্যকেও বুঝতে পারে না। যারা রাজস্ব পাবে তারা খুব ভালোভাবে পড়বে। কারোর কল্যাণ করার জন্য খুব শখ থাকার প্রয়োজন, কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে প্রচেষ্টাও করে না। সঠিক ধারণা করতে পারলে বাবা সেবাতেও পার্থিযে দেবেন। যাদের সেবার শখ থাকে তারা রাতদিন সেবা কাজ করে। সিঁড়ির রহস্যকে কেউ যদি বুঝতে পারে তাহলে খুশীর পারদ চড়ে যাবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, আমরা বাচ্চারা হলাম নদী, তাহলে একে প্রদর্শন করতে হবে। দিনে দিনে বুদ্ধি হতে থাকবে। রাজস্ব তো স্থাপন

হতেই হবে । সিঁড়িতেও দেখানো হয়েছে, সত্যযুগে শ্রেষ্ঠাচারী পাবন ভারত, তাই এখন পতিত, ব্রষ্টাচারী দুর্গতির ভারত হয়ে গেছে । সকলের যখন দুর্গতির অবস্থা, তখন বাবা এসে সদগতি করেন । এতে যদিও কোনো আত্মা ভালো, কেউ আবার মন্দ হয় । ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি এতো পাপ কর্ম করে না । বেশ্যা ইত্যাদি অনেক পাপ কর্ম করে । এ হলো বেশ্যালয় । সত্যযুগ হলো শিবালয়, তার স্থাপনা শিব বাবা করেন । একে কৃষ্ণপুরীও বলা হয় অর্থাৎ কৃষ্ণালয় বলা হবে.... কিন্তু স্থাপনা তো শিব বাবাই করেন, তাই না । এই সিঁড়ির চিত্রও প্রয়োজনীয় । এর উপর তো খুব নজর দেওয়া উচিত । সিঁড়ির চিত্রকে দেখলে সমস্ত ৮৪ জন্মের চক্র বুদ্ধিতে এসে যায়, কিন্তু অন্তর খুবই শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন । শিব বাবার সঙ্গে যোগ থাকলে তখনই নেশা চড়ে আর পদও প্রাপ্ত করতে পারবে । এমন বলা উচিত নয় যে, ভাগ্যে যা আছে, তাই প্রাপ্ত করবো... সেবার শখ থাকা উচিত । শরীরের উপর তো কোনো ভরসা নেই । ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও অনেক আসতে থাকবে, তখন খালি হাতে যেতে হবে । ভূমিকম্প লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, তাই ভয় থাকা উচিত যে, যোগের যাত্রাতে আমরা যেন সতোপ্রধান হয়ে যাই, তারপর অন্যদেরও তৈরী করতে হবে । ধন দান করলে ধন বিলুপ্ত হয় না... তোমাদের অনেক পরিশ্রম করতে হবে । বাবা তো বোঝাতে থাকেন, তোমাদের ২১ জন্মের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তাই খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে থাকো । পুরুষার্থের সময়ও এখনই । দুনিয়াতে কেউই জানে না যে, ২১ জন্মের জন্য কিভাবে রাজস্ব পাওয়া যায় । তোমরা এই সিঁড়ির চিত্রের উপর খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারবে । ৮৪ জন্ম কিভাবে হয় ? উপরে লেখাও আছে -- শিব ভগবান উবাচঃ, নিরাকার পতিত পাবন, জ্ঞানের সাগর বোঝাচ্ছেন । যাদের বোঝাচ্ছেন, তারা আবার অন্যদের বোঝাবে যে -- বাচ্চারা, তোমরা এখন অফুরন্ত সম্পদ পাচ্ছো, তাই তোমাদের তা নেওয়া উচিত । তোমাদের উচ্চ পদ প্রাপ্ত করা উচিত । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গের জ্ঞান । এক পরিবারের থেকে একজন জ্ঞানে আছে, আর একজন নেই, খিট - খিট তো হবেই । এখন এই চারা লাগানো হচ্ছে । আমরা পূজ্য থেকে পূজারী কিভাবে হলাম ! এই রহস্যই হলো খুব বোঝার । যে সবথেকে বেশী পবিত্র হয়, সেই আবার সবথেকে বেশী পতিত হয় । এনার অনেক জন্মের অন্তিমে আমি প্রবেশ করেছি । সবই তো পতিত । বাবাও যেমন বোঝান, দাদাও তেমন বোঝান, দাদীরাও তেমনই বোঝান । এখানে হলো ভাই - বোনের ব্যাপার । কেউ যদি গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল ফুলের মতো থাকে তাহলে তোমাদের থেকেও তীক্ষ্ণ এগিয়ে যেতে পারে । যারা কাঁটার জঙ্গলে থেকেও সেবা করে, তারা বেশী ফল প্রাপ্ত করে । যারা গৃহস্থ জীবনে থেকে খুব ভালো সেবা করে, তারা সেবাতে খুবই আনন্দ পাবে । শিব বাবাও তো সাহায্য করবেন । তিনিও বলবেন - আচ্ছা, এই সেবা ছেড়ে অমুক জায়গায় যাও । যেমন দেখো, নিমন্ত্রণ পাওয়া যায় প্রজেক্টর শোয়ের জন্য । ৪ - ৫ মুখ্য চিত্রও সঙ্গে নিয়ে যাও । ওখানে সেবা করে এসো । যারা সেবার প্রতি শৌখিন থাকবে তারা বলবে, আমরা গিয়ে বুম্বিয়ে আসি । ওখানে গিয়ে সেন্টারও খুলতে পারে । নিমন্ত্রণ তো অনেক পাওয়া যায় । এরপর সেবার বৃদ্ধি হতে থাকবে । বাবা মহিমা তো করবেন, তাই না । এখানে বাচ্চারা অনেক ভালো সেবা করবে । কেউ তো আবার সেবার থেকে তিন ক্রোস দূরে পালিয়ে যায় । সেবার নেশা থাকলে সাহায্যও পাওয়া যায়, বাবার এই সেবা যতো করবে তত শক্তি সঞ্চয় হবে, আয়ুও বৃদ্ধি হবে । খুশীর পারদ চড়তে থাকবে । নিজের কূলে নামিদামীও হতে পারবে । পুরুষার্থ করে যখন এতো উঁচু হতে পারো তখন এতটা পুরুষার্থ তো করা উচিত । চলন দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, কার সেবার প্রতি শখ আছে । রাতদিন নিজের এই উপার্জনের চিন্তা করতে হবে । এ হল অনেক বড় উপার্জন । বাবারও কখনো কখনো খেয়াল আসে যে, গিয়ে বাচ্চাদের রিফ্রেশ করি । তাহলে খুব আনন্দ হবে । বাবার তো সেবাপরায়ণ বাচ্চাদের কথাই মনে পড়ে । অমৃতবেলায় বিচার সাগর মন্ডনের নৃত্য খুব ভালোভাবেই চলে, যার যা কাজ তাতেই লেগে থাকে । ভোরবেলা বিচার সাগর মন্ডন চলতে থাকে । বাচ্চাদেরও প্রথমে মুরলী খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । রিভাইজ করে তারপর এসে মুরলী চালাবে । আগে বাবা রাত দুটোর সময় উঠে লিখতেন তারপর ভোরবেলা মাশ্চা মুরলী পড়ে তারপর বলতেন । মুরলী যদি হাতে নাও থাকত, তবুও ভালোভাবে বলতে পারতেন । যে বাচ্চাদের মুরলী পড়ার আর তার উপর চিন্তন করার শখ থাকে, তারা সার্ভিস করতে থাকবে । মুরলী পড়লে জেগে উঠবে । এই মুরলী ছাপার কাজ তো খুব জোর চলেবে । টেপের কাজও খুব বেড়ে যাবে । মুরলী বিদেশ পর্যন্ত যাবে । কারোর বুদ্ধিতে এই মুরলী বসে গেলে একদম নেশা চড়ে যাবে । উঠতে - বসতে ৮৪-র চক্র বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকবে । কারোর বুদ্ধিতে তো কিছুই বসে না খুশীর পারদও তাই চড়ে না ।

তোমাদের তো সারাদিনে এই কাজই থাকা চাই । এই হলো উঁচুর থেকে উঁচু কারবার । বাবাকে তো ব্যাপারীও বলা হয় । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যাপার বিশেষ কেউই করবে । সারাদিন বুদ্ধিতে এই কথাই ঘোরা উচিত আর খুশীতে আনন্দে মজে থাকা উচিত । এই খুশী হলো সম্পূর্ণ আন্তরিক । আত্মার খুশী হয় - আহা ! আমরা বাবাকে পেয়ে গেছি । অসীম জগতের বাবা আমাদের ৮৪ জন্মের কাহিনী শুনিয়েছেন । বাচ্চারা তো বাবাকে আর টিচারকে ধন্যবাদ জানাবে । তাই না । স্টুডেন্ট যখন টিচারের কাছে পাস করে তখন টিচারকে উপহারও তো দেয় । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের উচ্চ পড়া পড়ান, যাতে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই । এই পড়া হলো খুবই সহজ, কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ

মনোযোগ দেয় না । এ হলো এক নম্বর জ্ঞান । এই জ্ঞান বুঝতে পারলে ভবিষ্যতের জন্য অফুরন্ত সম্পদ পাওয়া যায় । এ তো জাদু তাই না ।

প্রত্যেক বাচ্চা বুঝতে পারে যে, আমরা কোন্ গ্রেডে আছি । সমস্তকিছুই এই সেবার উপর নির্ভর করে । বাবা তো বলবেন, তোমরা থার্ড গ্রেড থেকে বের হয়ে ফার্স্ট গ্রেডে এসে যাও, তাহলে কিছু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে । এখানে ২১ জন্মের রেজাল্ট বের হয়ে যায় । বাবার তো দয়া হয় মানুষ ব্যর্থ সময় নষ্ট করে । বাবা বোঝান যে, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে আমাকে সদগতি করানোর জন্য আসতে হয় । এ হলো দুর্গতির দুনিয়া । জিজ্ঞেস করো, তোমরা দুর্গতিতে আছো কি ? তখন বলবে, আমাদের জন্য তো এটাই স্বর্গ । আমরা তো স্বর্গেই বসে আছি । একথা বুদ্ধিতে আসে না যে, সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় । এতো বড় বড় পণ্ডিত - বিদ্বান কারোর বুদ্ধিতে আসে না যে, এ হলো পুরানো আয়রন এজড দুনিয়া । সবাই ঘোর অহংকারের সঙ্গে বসে আছে । ভক্তিমার্গের কতো জোর । ভক্তির তো জৌলুশ অনেক । কুস্ত্র মেলায় তো লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় । এ হলো অস্তিম জৌলুশ । মায়া এইদিকে আসতেই দেয় না । ইঁদুরের মতো ফুঁ দিয়ে সমস্ত রক্ত চুষে নেয় আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভোরবেলা উঠে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে । মুরলী পড়ে তার উপর চিন্তন করে ধারণা করতে হবে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের ব্যবসা করতে হবে ।

২) সেবার অনেক শখ রাখতে হবে । শরীরের কোনো ভরসা নেই তাই ২১ জন্মের উপার্জন এখনই জমা করতে হবে ।

বরদানঃ:- সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা নিজের রেজিস্টারকে স্বচ্ছ করে লোকপ্রিয়, প্রভুপ্রিয় ভব
সায়েন্স যেমন এমন কিছু আবিষ্কার করেছে যাতে সব লেখাই মুছে ফেলা যায়, আর বুঝতে পারা যায় না ।
তোমরাও তেমনই সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা নিজের রেজিস্টারকে রোজ স্বচ্ছ করো, তাহলে প্রভু প্রিয় বা
দৈবী লোকপ্রিয় হয়ে যাবে । সত্যতা - স্বচ্ছতাকে সবাই পছন্দ করে । তাই একদিনের কৃত ব্যর্থ সঞ্চল বা
ব্যর্থ কর্ম দ্বিতীয় দিন যাতে লিক না হতে পারে তারজন্য অতীতকে অতীত করে দিয়ে ফুলস্টপ লাগিয়ে
দাও, তাহলে রেজিস্টার স্বচ্ছ থাকবে আর সাহেব (বাবা) খুশী হয়ে যাবেন ।

স্লোগানঃ:- ব্যর্থ সঞ্চল করা বা অন্যের ব্যর্থ সঞ্চল করার নিমিত্ত হওয়া - এও অপবিত্রতা ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা অর্ধ কল্পের জন্য সুখধামে হলিডে পালন করবে কেননা ওখানে দুঃখের লেশ মাত্র নেই"

- *প্রশ্ন:- ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের বাবা এমন কোন্ যুক্তি বলে দেন, যে যুক্তির দ্বারা নিজেদের জীবন সফল করে তুলতে পারে ?
- *উত্তর:- বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের জীবন সফল করে তোলায় জন্য তোমাদের তন-মন-ধন সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় নিয়োজিত কর। ফাদারকে অনুসরণ কর। তারপর দেখ এর বদলে তোমরা কি পাচ্ছ। আত্মা সত্যোপধান হয়ে যাবে। শরীরও অতীব সুন্দর পাবে। অগাধ ধন প্রাপ্তি হবে।
- *গীত:- অবশেষে সেইদিন এল আজ....

ওম্ শান্তি । যখন বাবা ওম্ শান্তি বলেন দাদাও ওম্ শান্তি বলেন। বাচ্চারাও মনে মনে বলে ওম্ শান্তি। যখন কেউ বক্তৃতা দেয় তখনও বলে থাকে ওম্ শান্তি। ওখানে যারা বসে থাকে তারাও বলে থাকে ওম্ শান্তি। রেসপন্স অবশ্যই করতে হয়। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ আত্মা আর পরমাত্মার এখন মিলন হচ্ছে। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা আর পরমাত্মা দীর্ঘ কাল বিচ্ছিন্ন ছিল..... যার সঙ্গে দীর্ঘ সময় আলাদা ছিলে, তাঁর সাথেই সামনে মিলিতে হও। উনি আসেন নিজের ভূমিকা পালন করতে। ভক্তি মার্গে যাকে এতোদিন ধরে খুঁজেছ, শেষ পর্যন্ত সেইদিনও আসে যখন যখন বাবার সাথে মিলিত হও। ভারতই শুধুমাত্র এক অবিনাশী খন্ড, বাকি সব বিনাশী খন্ড। নতুন দুনিয়াতে শুধুমাত্র ভারতই হয়। ভারতের বিনাশ কখনোই হয়না। এখন কত খন্ড হয়ে গেছে। ভারতে যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন সেখানে অন্য কোনও খন্ড ছিল না, শুধু ভারতবাসীরাই ছিল অন্য কোনও ধর্মের মানুষ ছিল না। ভারতে শুধুমাত্র দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখন শুধুই তাদের চিত্র রয়ে গেছে। স্মৃতি চিহ্ন তো থাকা উচিত তাইনা। সর্বপ্রথম কত ছোট ঝড় হয়। তাকে বলা হয় রামরাজ্য, ঈশ্বরীয় রাজ্য। ঈশ্বরের স্থাপনা করা তাইনা। এখন তো হলো আসুরি স্থাপনা আর সত্যযুগে দৈবী স্থাপনা। অর্ধ কল্প ঈশ্বরের স্থাপনা চলে তারপর আসুরি স্থাপনা শুরু হয়, যাকে রাবণ রাজ্য বলা হয়। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া আর এটা বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। দুনিয়াতে কেউ-ই জানে না যে এই দুনিয়ার চক্র কীভাবে ঘোরে। দেবী-দেবতারা বা কোথায় গেছে। পবিত্র থেকে পতিত কিভাবে হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে তো হবেই তাই না ! কলা হ্রাস পেতে থাকে। যেমন চন্দ্র গ্রহণ হলে বলা হয় যে দান দিয়ে গ্রহণ থেকে মুক্তি পাও। এখন বাবা বলছেন ৫ বিকারকে ত্যাগ কর। যখন তোমরা রাবণের জেল থেকে ছাড়া পাবে তখনই রামরাজ্য শুরু হয়ে যাবে। ওখানে ৫ বিকার থাকে না। এটাও কারো জানা নেই। মানুষ মনে করে এটা প্রথম থেকেই চলে আসছে। দুনিয়াতে মানুষের অনেক মত। তোমাদের একমত, একে বলে অদ্বৈত মত। এখানে হলো আসুরি মত।

তোমরা জানো ভারতবাসীর রামরাজ্যে ছিলে। পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই নলেজ এখন বসেছে। আমরাই পূজ্য ছিলাম তারপর পুনর্জন্ম নিতে-নিতে পূজারী হয়ে গেছি। ওরা মনে করে পরমাত্মাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে ওঠেন, সবটাই ওঁনার লীলা, সবাই পরমাত্মা, এটাই সবচেয়ে বড় ভুল। এখন বাচ্চারা তোমাদের তো খুশি হয়, যে বাবাকে অর্ধকল্প ধরে স্মরণ করেছি, তাঁকে পেয়ে গেছি। বলাও হয়ে থাকে দুঃখের সময় সবাই তাঁকে স্মরণ করে, সুখের সময় কেউ স্মরণ করে না। ঐ আত্মারাই যখন দুঃখী হয়ে পড়ে তখনই বাবাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে কেউ বাবাকে আহ্বান করে না। সুতরাং এখনই আত্মার সাথে পরমাত্মার, পরমাত্মার সাথে আমরা আত্মাদের মিলন হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, এর মধ্যে জলের সাগরের কোনো কথা নেই। সঙ্গমে দেখ কত বড় কুস্তুর মেলা হয়, এখন প্রকৃত অর্থেই তোমাদের মেলা হচ্ছে। সবাই তো একত্রে মিলিত হতে পারবে না। কত জায়গা থেকে কত মানুষ আসে। মেলায় কত লক্ষ মানুষ যায় স্নান করতে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই স্নান করে আসছে। বলে থাকে এই মেলা হতেই থাকে। ছোট আর বড় কুস্তুও বলা হয়ে থাকে। বাবা তো একবারই আসেন পতিতদের পবিত্র করে তুলতে। গঙ্গা তো পতিত-পাবন সেকি জ্ঞান শোনাতে পারবে ? এখানে তো পতিত-পাবন বাবা বসে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনিয়ে থাকেন। বাচ্চারা জানে এখন দুনিয়ার কি অবস্থা। বাচ্চারা তো বিনাশ দেখেছে। এই ব্রহ্মাই তো অর্জুন প্রমাণ হলেন তাইনা। মানুষ রূপী রথ। ইনি বলেন আমি বিনাশও দেখেছি, নিজের রাজধানীও দেখে তবুই ছেড়েছি। ঘর ইত্যাদি সবকিছু চুট করে ছেড়ে দিয়েছি। বিনাশ তো হবেই। এটা কোনো নতুন বিষয় নয়।

এ'হলো ঈশ্বরীয় দরবার, এখানে কোনো পতিতের বসা উচিত নয়। পতিত হলে একদম রসাতলে চলে যাবে, সেইজন্য পতিতদের আসার হুকুম নেই। কিন্তু তবুও কেউ-কেউ চলে আসে। মনে করে এরা কি করে জানবে আমি যে বিকারগ্রস্ত। বড়ই নোংরা চিন্তা ভাবনা। বিলেতে ৪ - ৫ জন সন্তানের জন্ম দিলে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। সত্যযুগে একটাই সন্তান হয়, তাও বিকারের দ্বারা নয়। ওখানে রাবণ রাজ্য হয় না। ওটা হলো রামরাজ্য। কন্যার বিবাহ হলে গুপ্ত ভাবে অনেক কিছু দিয়ে থাকে, যা কারো জানা থাকে না। বাবাও বলে থাকেন বাচ্চারা তোমাদের গুপ্ত রূপে দান করে থাকি। কেউ কি জানতে পারে, আমি কি দিচ্ছি। এ'হলো গুপ্ত। কেউ-ই বুঝতে পারে না যে এই বি.কে. রা বিশ্বের মালিক হবে। এখন তোমরা বুঝেছ, আমরা বিশ্বের মালিক ছিলাম তারপর ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছি। আমরা কল্পে-কল্পে বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। তোমরা বলেও থাকো বাবা আমরা কল্পে-কল্পে তোমার সাথে মিলিত হই। কল্প পূর্বেও মিলিত হয়েছিলাম। বাবাকেই রাম বলা হয়। ইনি ত্রেতার রাম নন, রামকে তো তাঁর বাচ্চারাই বাবা বলবে। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এখন বাবা তোমরা বাচ্চাদের বলছেন। বাচ্চারা তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করে এমন হতে হবে। এই দেবী-দেবতাদের কত মহিমা করে থাকে। কিন্তু কিছুই জানে না। বলে থাকে অচ্যুতম্ কেশবম্ - এখন কোথায় রাম, কোথায় নারায়ণ। সবাইকে মিশিয়ে দেয়, অর্থ কিছুই নেই। এখন তোমাদের বিস্তারিত ভাবে সবকিছু বোঝান হয়। দ্বাপর থেকে এই ভক্তি মার্গ শুরু হয়। ৮৪ চক্র আবর্তন করে নীচে নামতেই হবে। গাওয়াও হয় ৮৪ জন্ম। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - এখানে তোমরা বসে আছ সবাই কি ৮৪ জন্ম নেবে নাকি কেউ-কেউ ৮০-৮২ জন্ম নেবে? সবাই কি পাশ করবে? যারা চলে যাবে (জ্ঞান থেকে) তাদের জন্ম কি কম হবে না?

অবস্থা অনুসারেই তো প্রত্যেকের ভূমিকা হবে তাইনা। অনেক আছে যারা আশ্চর্যজনকভাবে পালিয়ে যায়। তারা সত্যযুগে কিভাবে আসবে। ওরা তো প্রজার মধ্যেও অনেক দেরি করে আসবে কেননা গ্লানি করে থাকে। এদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক সূর্যবংশে আসতে পারে। নম্বরানুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী মালা তৈরি হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। ওঁনার মধ্যে কোন্ জ্ঞান রয়েছে, এটাও কেউ জানেনা। তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছ। ওরা তো শুধু স্তুতি করে, কিছুই বোঝেনা। একেই বলা হয় ভক্তি মার্গ। উৎসব যা কিছু পালন করা হয় সবই এই সময়ের, যা পরে উদযাপিত হয়। তোমাদের তো অর্ধকল্পের জন্য সুখের হলি-ডে প্রাপ্ত হয়। কখনও দুঃখের লেশ মাত্র দেখবে না। হলিডে হয় কারণ তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। বাবা বোঝান এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তাকে মৃত্যুলোক বলা হয়। মৃত্যুলোক মূর্দাবাদ....অমরলোক জিন্দাবাদ হয়। সুখ আর দুঃখ, রাম রাবণের খেলা। রামের দ্বারা তোমরা রাজ্য পেয়ে থাকো, রাবণের দ্বারা রাজ্য হারাও। বাবা বলেন - তোমরা নিজের জীবন সম্পর্কে জানো না আর কেউই এমনটা বলতে পারে না, বাবাই বলে থাকেন। ওরা তো ৮৪ লক্ষ বলে দেয়। তবে তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছরের হয়ে যায়। কিছুই বুদ্ধিতে আসেনা যে এই বিষয়গুলো বুঝবে কল্পের আয়ু ভুল লেখা হয়েছে। এই শাস্ত্র ইত্যাদি সবকিছুই ভক্তি মার্গের। বাচ্চারা তোমাদের কত সহজভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। আরও এগিয়ে যেতে যেতে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। যখন কেউ মারা যায় ঐ সময় কিছু বৈরাগ্য আসে, একে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। শ্মশান থেকে বাইরে বেরিয়ে মার্কেটে গেল তো ব্যস্ সব উধাও। মার্কেটে গিয়ে মাংস, মদ কিনে আনবে। বাচ্চারা তোমাদের এই সময় সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য এসেছে। বাবা বুঝিয়ে বলেন বৈরাগ্য দুই রকম হয়। নিবৃত্তি মার্গবাসীদের সীমিত বৈরাগ্য। ওরা প্রবৃত্তি মার্গের জন্য জ্ঞান প্রদান করবে না। দুই-ই পবিত্র হও- এই কথা ওরা বলবে না। ওরা গীতা শোনাতে পারবে না। তোমরা তো জ্ঞানের সাগরের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করে থাকো। ওরা বোঝে কিন্তু ওদের ভয় থাকে। পরে গিয়ে মানবে আসলে গীতা কৃষ্ণ শোনায়নি। যদি এখন বলে তাহলে ওদের ফলোয়াররা চলে যাবে। চট করে বলে দেবে এর উপর বি.কে. দের জাদু লেগেছে।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যদি দেবতা হতে চাও তো দৈবীগুণ ধারণ কর। প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্রতা। এখানে মানুষের পান, আহার দেখ কত আসুরি। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ আত্মা আছে। একজনও পুণ্য আত্মা নেই। তোমরা এখন তৈরি হচ্ছে। সত্যযুগে সব পুণ্য আত্মা হয়। ওখানে থাকেই শ্রেষ্ঠাচারী পবিত্ররা। এখানে হলো ব্রষ্টাচারী পতিত। সত্যযুগে ৫ বিকার হয়না। রামরাজ্য আর রাবণ রাজ্যের মধ্যে কত পার্থক্য, একে তো রাবণ রাজ্য বলবে তাইনা। পতিত-পাবন একজনই গডফাদার। তোমরা জানো উনি আমাদের অসীম জগতের পিতা। অসীমের পিতা, রচয়িতার রচনা স্মরণ করেন। বাবা বুঝিয়েছেন-সত্যযুগে একজন পিতা। তারপর হয় দুইজন পিতা। লৌকিক আর পারলৌকিক। তোমাদের হলো তিনজন পিতা। লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক। ভক্তি মার্গে লৌকিক পিতা থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে। এখানে তো ওয়াল্ডারফুল - বাবা আর দাদা। দু'জনেই বসে আছেন। তোমরা বাচ্চারা জানো কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই ভুলে যাও।

প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো গাওয়াও হয়ে থাকে না ! এখনই সেটা পেয়ে থাকেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সাকার। উনি হলেন নিরাকার। নিরাকার আর সাকার দু জন একত্র হন। দু'জনের পজিশনই সর্বোচ্চ, এতো বড় আর কেউ-ই হন না অথচ কত সাধারণ ভাবে বসেন। বাচ্চাদের জন্য ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনও কত সহজ। বাবা শুধু বলেন নিজেকে আত্মা মনে কর। আত্মা অবিনাশী আর এই দেহ বিনাশী। এক শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গিয়ে অন্য শরীর ধারণ করে, তোমাদের কান্নাকাটি করার প্রয়োজন নেই। শরীরকে স্মরণ করেই মানুষ কান্নাকাটি করে। তোমাদের কান্নাকাটি করবার দরকার নেই। সত্যযুগে কান্নাকাটি করে না। ওখানে সবাই মোহজীত। এইসব বিষয় তোমাদের এই সঙ্গম যুগেই বোঝানো হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দেখে তোমাদের খুশি হওয়া উচিত। সেইজন্যই বাবা বলেছেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, ত্রিমূর্তির ব্যাজ বা মেডেল পকেটে রাখো। প্রতি মুহূর্তে পকেট থেকে বের করে দেখো। আহা ! আমি তো এই হতে চলেছি। অতীত খুশি হবে। অন্যদেরও দেখিয়ে খুশি কর যে তুমি এই হতে যাচ্ছ। দেখলেই খুশি হবে, আমি তো শিববাবার সন্তান। আমি কেন কোনো বিষয়ে পরোয়া করতে যাব। কিছু কম হয়েছে তো তাতে কি! আমি তো ২১ জন্মের জন্য লক্ষপতি হতে চলেছি। দেখো, বাবা সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন। তবে লোকসান হলো নাকি লাভ হলো ? বাবা এখন সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের এই ধন দৌলত সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। নিজের জীবনকে সফল করতে চাও তো নিজের তন-মন-ধন সবকিছু ঈশ্বরীয় সেবায় নিয়োজিত কর তারপর দেখ এর বিনিময়ে তোমরা কি পাও। আত্মা গোল্ডেন হয়ে গেলে শরীরও সুন্দর পাওয়া যায়, ধন তো অগাধ থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) আমি শিববাবার সন্তান, আমাকে ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য পদ্মপতি হতে হবে, এই খুশিতে থাকতে হবে এবং সবাইকে খুশি করতে হবে। কোনো বিষয়ে পরোয়া করা উচিত নয়।

২) এক বাবার অদ্বৈত মতে চলে অসীমের বৈরাগী হতে হবে। এক বাবাকেই ফলো করতে হবে।

বরদানঃ:- আধ্যাত্মিক নেশা এবং করুণার গুণের দ্বারা নব বিশ্বের নির্মাণকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়ার জন্য মুখ্য দুইটি ধারণা আবশ্যিক, এক হলো ঈশ্বরীয় নেশা আর দ্বিতীয় হলো করুণা। যদি ঈশ্বরীয় নেশা আর করুণা দুই-ই সমান হয় তবে অধ্যাত্মবাদের স্টেজ (স্থিতি) তৈরি হয়। সুতরাং যখন কোনো কর্তব্য করো বা মুখ দ্বারা কোনো শব্দের বর্ণনা কর তখন চেক করো যে ঈশ্বরীয় নেশা আর করুণা দুই-ই কি সমান ভাবে আছে ? দেবীর চিত্রে এই দুইটি গুণই সমান ভাবে দেখানো হয়েছে। এর আধারেই বিশ্ব নব-নির্মাণের জন্য নিমিত্ত হয়ে উঠতে পার।

স্নোগানঃ:- বাবার ভালোবাসার জন্য সমস্ত ব্যর্থ সঙ্কল্পকে সমর্পণ করে দাও - এটাই হল প্রকৃত ত্যাগ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সত্য বাবার সাথে সত্য থাকো, যদি সত্যি না বলো তাহলে পাপ বৃদ্ধি হতে থাকবে”

*প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা যখন কর্মাতীত অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তখন কী অনুভব করবে ?

*উত্তর:- এমন অনুভব হবে যেন মায়ার সমস্ত ঝড় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কোনো প্রকারের বিঘ্ন দেখে ভয় পাবে না। খুব নির্ভীক অবস্থা থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থা দূরে রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ার ঝড় অনেক বিরক্ত করবে। বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা যত শক্তিশালী হবে, মায়াও তত শক্তিশালী হয়ে আসে, কিন্তু তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, ভয় পাবে না। সত্য বাবার সাথে সত্যতা-স্বচ্ছতার সাথে চলতে থাকো। কখনো কোনো কথা লুকাবে না।

*গীত:- জাগো সজনীরা জাগো....

ওম্ শান্তি । এখানকার বাচ্চারা তো এই গান প্রতিদিন শোনো। সেন্টারেও যারা বি.কে.-রা থাকে তারা শোনে। যারা বাইরে থাকে তারা তো শোনে না। বাস্তবে এই গান তো প্রত্যেক বিশেষ বাচ্চাদের ঘরে রাখা উচিত। সকলকে জাগানো উচিত, কারণ এই গানের অর্থ খুব ভালো। নতুন যুগ আসছে। নতুন যুগ অর্থাৎ সত্যযুগ। এটা হলো কলিযুগ। কলিযুগের বিনাশ হবে। সত্যযুগে ভারতবাসীদেরই রাজত্ব থাকে। তাকে গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ড বলা হয়। গোল্ডেন এজেড ওয়ার্ল্ডে গোল্ডেন এজেড ভারত। আয়রন এজেড ওয়ার্ল্ডে আয়রন এজেড ভারত। এটাও তোমরাই জানো। গোল্ডেন এজেড অন্য কোনো ভূমি অথবা ধর্ম থাকে না। এখন হলো আয়রন এজ, এখানে সমস্ত ধর্ম রয়েছে। ভারতেরও ধর্ম অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু সেই দেবী-দেবতারা নেই। সুতরাং অবশ্যই পুনরায় হবে। বাবা বলছেন আমি এসে স্থাপন করি। সবার প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যখন কেউ শাস্ত্রের কথা বলে তখন তাকে বলা উচিত, এটা তো হলো ভক্তি মার্গের শাস্ত্র। জ্ঞান মার্গের কোনো শাস্ত্র হয় না। জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয়। যখন তিনি এসে জ্ঞান প্রদান করেন তখন সদগতি হয়। এই গীতা ইত্যাদিও হলো ভক্তি মার্গের জন্য। বাচ্চারা, আমি তো এসে তোমাদের জ্ঞান আর যোগ শেখাই। তারপরে তারা শাস্ত্র তৈরি করে, যা ভক্তি মার্গে কাজে আসে। এখন তোমাদের হলো উত্তরণ কলা। বাবা এসে তোমাদেরকে জ্ঞান শোনান। বাবা স্বয়ং বলছেন, আমি তোমাদের সদগতির জন্য যে জ্ঞান দিই, তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এখন বাবা বলেন, তোমরা কোনো শাস্ত্র ইত্যাদি শোনো না। সকলের আধ্যাত্মিক পিতা তো এক। সদগতির উত্তরাধিকারও তাঁর থেকেই প্রাপ্ত হয়। এটা তো হলো দুর্গতি ধাম, সদগতি ধাম সত্যযুগকে বলা হয়। যখন কেউ শাস্ত্র, বেদ অথবা গীতার কথা বলে, তাকে বলা আমরা সব জানি। কিন্তু এ'সব হলো ভক্তি মার্গের। আমরা এর নামই কেন নেব ! এখন জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মা এসে আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা বলেন - নিজেকে আত্মা মনে করে আমি বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গে তো আরও বিকর্ম হয়েছে। আমাদের বাবা বলেছেন মন্মনাভব । তিনিই জ্ঞানের সাগর, তিনিই হলেন পতিত-পাবন। পতিত-পাবন কৃষ্ণকে বলা হয় না। আমরা এখন শুধু এক বাবার কথা শুনি। আমরা তাঁকে বলি, শিব পরমাত্মায় নমঃ, অন্য সবার ক্ষেত্রে বলি দেবতায় নমঃ... এই সময়ে তো সবাই হলো তমোপ্রধান। সতোপ্রধান হওয়ার রাস্তা এক বাবা-ই এসে বলেন। এখন সেই এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মকে স্মরণ করবে না, ওটা তো হলো ঘর। ঘরকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। কিন্তু সেই ঘরে অবস্থানকারী পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে এবং আত্মা সতোপ্রধান হয়ে নিজের ঘরে ফিরে যাবে, তারপর আবার আসবে পার্ট প্লে করতে। চক্রের তাৎপর্য বোঝানো উচিত। প্রথমে তো তাদের বোঝা উচিত যে, ইনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন। যখন কেউ বলে তোমরা তো ব্রহ্মার থেকে শোনো, বলা না, আমরা কোনো মানুষের থেকে শুনি না। ঐনার দ্বারা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের বোঝান। আমরা ঐনাকে (ব্রহ্মা) পরমাত্মা মনে করি না। সকলের পিতা হলেন শিব, ওঁনার থেকেই উত্তরাধিকারও প্রাপ্ত হয়। ইনি হলেন মাধ্যম। ব্রহ্মার থেকে কিছু প্রাপ্তি হয় না। ওঁনার কী মহিমা রয়েছে ? এক শিবেরই সমস্ত মহিমা রয়েছে। যদি তিনি এনার মধ্যে না প্রবেশ করতেন তাহলে তোমরা কীভাবে আসতে ? শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, তাই তোমাদের বি.কে বলা হয়। সেখানে ব্রাহ্মণ বংশ হতে হবে তাই না ! কোনো মানুষ বা শাস্ত্র ইত্যাদি মুক্তি-জীবনমুক্তির রাস্তা বলতে পারে না। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, সদগতি দাতা, তিনিই রাস্তা বলেন। বেশি কথা বলা উচিত নয়। অবিলম্বে বলা উচিত যে, আমরা জন্ম-জন্মান্তর ভক্তি করেছি। এখন বাবা আমাদের বলেন, এই অন্তিম জন্ম ঘর-পরিবারে থেকে কমল পুষ্প সমান পবিত্র থাকো এবং আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের এই অন্তিম জন্মের অথবা অতীত

জন্মের যে পাপ রয়েছে তা ভস্মীভূত হয়ে যাবে এবং তোমরা নিজের ঘরে ফিরে যাবে। পবিত্র না হলে তো কেউ যেতে পারে না। প্রথম এবং প্রধান বিষয় এটাই বোঝাও, নিরাকার শিববাবা বলছেন হে আত্মারা, আমি ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করে নলেজ প্রদান করি। আমি ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করি। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা দিই। জ্ঞান যন্তকে দেখাশোনা করার জন্যও ব্রাহ্মণ দরকার তাই না ! তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। তোমরা জানো এই মৃত্যুলোক এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে। কলিযুগকে মৃত্যুলোক এবং সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। ভক্তির রাত এখন শেষ হচ্ছে। ব্রহ্মার দিন শুরু হচ্ছে। ব্রহ্মাই হলেন বিষ্ণু, এটাও কেউ বুঝতে পারে না। তারা বুঝতে পারবে যখন সাত দিন এসে সম্পূর্ণভাবে এই জ্ঞান শুনবে। প্রদর্শনীতে এই জ্ঞান কারও বুদ্ধিতে বসে না। তারা কেবল বলে এই পথটি ভালো এবং এটি বোঝার মতো। মুখ্য বিষয় বোঝানো উচিত যে, গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো। বাকি এ'সব জন্ম জন্মান্তর পড়ে নীচে নেমে এসেছে। তারপর সিঁড়ির চিত্রের পরে ঝাড়ের চিত্র ব্যাখ্যা করা উচিত। তোমরা হলে নিবৃত্তি মার্গের নিবাসী। আমরা হলাম প্রবৃত্তি মার্গের নিবাসী। আমাদের হলো বেহদের সন্ন্যাস। যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন সমগ্র দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এবং ভক্তির প্রতিও বৈরাগ্য এসে যায়। ভক্তি থাকে রাবণ রাজ্যে। এখন শিববাবা শিবালয় স্থাপন করছেন। শিব জয়ন্তীও ভারতেই পালন করা হয়, সুতরাং এটা পাকা হয়ে যাওয়া উচিত যে, শিববাবা এসে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন এবং নরকের বিনাশ করেছিলেন। যারা নতুন দুনিয়াতে আসবে তারা-ই এই রাজযোগ শিখছে। স্বর্গে পবিত্রতা, শান্তি, সুখ সবকিছুই থাকবে। এখানে যারা সন্ন্যাসীরা রয়েছে, তারা অর্ধেক পবিত্রতায় রয়েছে, ওরা বিকারী পরিবারে জন্ম নিয়ে আবার সন্ন্যাস করে। এটা বোঝানো দরকার। শিববাবা পতিত-পাবন, ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের বোঝান। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা রাজযোগ শিখিয়ে এরকম বানাচ্ছেন। রাজযোগের দ্বারাই রাজস্ব স্থাপন হচ্ছে। এই গীতার এপিসোড এখন রিপটি হচ্ছে। তোমরাও যদি রাজযোগ শিখতে চাও তাহলে এসে শেখো। এই জ্ঞান হলো প্রবৃত্তি মার্গের। ভগবানুবাচ - ঘর-পরিবারে থেকেও পবিত্র হয়ে আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে, আর কোনো উপায় নেই - পবিত্র হওয়ার। তোমাদের একটু কথা বলা উচিত এবং বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। বাবা বুঝিয়েছেন, রাত্রিবেলা বসে বিচার করো আজ সারাদিনে যা কিছু ঘটেছে, যা সার্ভিস হয়েছে তা ড্রামা প্ল্যান অনুসারে হয়েছে ? পুরুষার্থ তো চলতে থাকবে তাই না ! প্রদর্শনীতে বাচ্চারা কত পরিশ্রম করে। এটাও জানো - মায়ার ঝড় খুব প্রবল, কিছু কিছু বাচ্চারা বলে বাবা এসব শেষ করে দাও যাতে আমাদের কোনো পাপ চিন্তা না আসে। বাবা বলেন - এতে ভয় পাও কেন ? আমি তো মায়েকে বলি আরো প্রবল ঝড় আনো। বক্সিং ম্যাচে কি একে অপরকে বলবে যে, আমাকে এত জোরে আঘাত করবে না যে আমি পড়ে যাই ? তোমরাও তো যুদ্ধক্ষেত্রে আছো তাই না ! যদি বাবাকে ভুলে যাও তাহলে মায়া থাপ্পড় মারবে। মায়ার ঝড় তো অন্তিম পর্যন্ত আসতে থাকবে। যখন কর্মজীবিত অবস্থা হবে তখন এসব সমাপ্ত হবে। অনেক ঝড় আসবে, ভয় পাওয়ার কোনো বিষয় নেই। বাবার সাথে সং হয়ে চলতে হবে। সত্য চার্ট পাঠানো উচিত। কিছু বাচ্চারা সকালে উঠে স্মরণে বসে না, ঘুমিয়ে থাকে। তারা এটা বুঝতে পারে না, যদি আমরা শ্রীমতে না চলি তাহলে আমরা কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজেদের ক্ষতি করছি। তারা অনেক বড় চোট খাচ্ছে। এমনও বাচ্চা আছে যারা কখনো সত্যি বলে না, তাহলে তাদের কী গতি হবে ? পড়ে যাবে। মায়া তাদের প্রচন্ড জোরে থাপ্পড় মারে এবং তারা তা জানেও না। তারা সারাদিন পরনিন্দা-পরচর্চা করতে থাকে। সত্যি না বললে পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। তাই সত্যি বলা উচিত, আজ এই ভুল করেছি, মিথ্যে বলেছি। যদি সত্যি না বলো তাহলে মিথ্যা বৃদ্ধি হতে থাকবে এবং আর কখনোই সত্যবাদী হতে পারবে না। বলা উচিত, আমি এই ডিস-সার্ভিস করেছি, আমাকে ক্ষমা করো। সত্যি না বললে বাবার হৃদয়ে চড়তে পারবে না। সত্যতা আকর্ষণ করে তোমাদের। বাচ্চারা নিজেরাও জানে - কে ভালো সার্ভিস করে। ভালো ভালো বাচ্চারা খুব কম রয়েছে। ভালো ভালো বাচ্চাদের গ্রামে পাঠাতে চাই যাতে সবাই খুশি হয়, বাবা আমাদের কাছে বোম্বের হেড, কলকাতার হেড'কে পাঠিয়েছেন। কারোর সাথে দেখা হলে তাকে সহজ বিষয় বোঝানো উচিত যে, পরমপিতা পরমাত্মা সঙ্গমযুগে এসে মহামন্ত্র দিচ্ছেন যে, মামেকম স্মরণ করো। বাবা তো কেবল তোমাদেরই রাজযোগ শেখান। তোমাদের কাজ হলো অন্যদেরও রাস্তা দেখানো। বাচ্চারা বলে, কলকাতা চলুন। কিন্তু বাবা তো বাচ্চাদের সঙ্গে ছাড়া আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। মানুষ বলে, উনি তো কারোর সঙ্গে দেখা করেন না, আমরা কীভাবে বুঝব যে তিনি কে ? কারন তাদের সবকিছুই ভক্তিমার্গের কথা। কেউই বলতে পারবে না যে আত্মাদের পিতা কে ? শিববাবা ভারতেই আসেন। এইসব কথাগুলো বোঝানোর জন্য অনেক ঘন্টা লেগে যায়। বাবা তো কারোর সাথেই দেখা করেন না। বাচ্চাদেরকেই পরিশ্রম করতে হয়। এখানেও বাচ্চাদের শুধরে দেওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করতে হয়। কেউই বাবাকে সঠিক সংবাদ দেয় না। বাবা আমি সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলেছিলাম কিন্তু অমুক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। আমি এই ভুল করেছি। সারাদিন কি কি করেছে সেগুলো বাবাকে লিখে দিতে হবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেছেন যে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে চিঠি লিখবে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে বাবা এমন মতামত দেবেন যাতে কারোর কল্যাণ হয়ে যায়। বাবার কাছে লিখে পাঠিয়ে দিলে বাবা সেটাকে সংশোধন করে দেবেন। বাবা অনেক রকমের যুক্তি বলে দেবেন। দেহী অভিমानी হয়ে লিখলে, সেটা পড়ে খুশিতে গদগদ হয়ে যাবে। খুব ভালো শিক্ষা

দেওয়া হয়। তোমাদের লক্ষ্য হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া। ইনি তোমাদের বাবা, শিক্ষক, সদগুরু, ভাই ইত্যাদি সবকিছুই। ইনি প্রত্যেক বিষয়ে মতামত দেন যার কারণে তোমাদের ওপর থেকে সব দায়িত্বের বোঝা নেমে যায়। কারণ তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলছ। যারা ব্যবসা করে, তাদের ক্ষেত্রে বোঝানো হয় যে কোথাও বাধ্য হয়ে কারোর হাতে রান্না করা খাবার খেতে হয়। নাহলে হয়তো ব্যবসা করা যাবে না। চা না খেলে মিনিষ্টার রেগে যাবে। যুক্তি খাটিয়ে বলতে হবে যে আমি এই সময়ে চা খাই না, এখন চা খেলে আমার অসুবিধা হবে। কোথাও আবার বিয়ে শাদি থাকে। না গেলে অসন্তুষ্ট হবে। তখন বাবা বলে দেন যে এইরকম ভাবে চলো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সাথে সর্বদা সত্য থাকতে হবে। হৃদয় সিংহাসনে আসীন হওয়ার জন্য সম্পূর্ণরূপে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে।

২) যুদ্ধক্ষেত্রে মায়ার বাধা-বিঘ্নকে ভয় পাবে না। নিজের সত্য চাট রাখতে হবে। পরনিন্দা-পরচর্চা করা উচিত নয়।

বরদানঃ-

স্ব-স্থিতির দ্বারা সকল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম অব্যক্ত স্থিতির অভ্যাসী ভব যখন অব্যক্ত স্থিতির অনুশীলনের অভ্যাস হয়ে যাবে তখন স্ব-স্থিতির দ্বারা প্রত্যেক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবে এবং এই অভ্যাস আদালতে যাওয়ার থেকে বাঁচাবে। এইজন্য এই অভ্যাসকে যখন স্বাভাবিক এবং স্বভাব বানাবে তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হবে। কারণ যখন স্ব-স্থিতির দ্বারা সকল পরিস্থিতিকে অতিক্রম করার শক্তি ধারণ করবে তখন পর্দা খুলবে। এর জন্য পুরানো স্বভাব, পুরানো সংস্কার এবং পুরানো বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ বৈরাগ্য থাকতে হবে।

স্লোগানঃ-

নিজেকে নিমিত্ত করনহার মনে করো, তাহলে কোনও কর্ম করার সময়ে ক্লান্তি আসতে পারে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - সদা সুখী থাকো, যত স্মরণ করবে তত সুখ প্রাপ্ত হবে। বাচ্চারা এটাই বাবা তোমাদেরকে আশীর্বাদ করেন”

- *প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা এমন কোন্‌ শুভ কার্য করে থাকো যা সমগ্র কল্পে হয় না ?
- *উত্তরঃ - পবিত্র হওয়া এবং বানানো - সব থেকে শুভ কার্য। পবিত্র হয়ে গেলে তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত হওয়ার যুক্তি বাবা বলেছেন যে, মিষ্টি বাচ্চারা তোমরা লভের সাথে আমাকে স্মরণ করো। দেহী-অভিমানী হও। এই রকম যুক্তি সবাইকে বলো।
- *গীতঃ- কে এই খেলা রচেছে...

ওম্ শান্তি। শিব বাবা বসে তাঁর বাচ্চাদেরকে, শালগ্রামদেরকে বোঝান। শিব বাবাকে তো সবাই জানেই। এটাও জানে যে শিব বাবার নিজের কোনো শরীর নেই। শিবের প্রতিমা তো একটাই। তাতে কোনো তফাৎ হয় না। তাকে দেখানোই হয় নিজের মতো। যেমন মানুষ, মানুষ হওয়ার বিষয়ে কোনো তফাৎ হতে পারে না (মানুষই হয়)। চোখ, নাক, কান সকলেরই দুটো। আত্মার বিষয়টিও লুকানো নয়। যেমন মানুষের পূজা হয়, দেবতাদের পূজা হয়, তেমনই আত্মা আর পরমাত্মারও পূজা হয়। শিবের মন্দিরে গেলে দেখবে অনেক ছোট ছোট শালগ্রাম রাখা আছে, যেগুলির পূজা হয়। মানুষের দুই প্রকারের পূজা হয় - এক তো হল বিকারীদের, দ্বিতীয় হল নির্বিকারীদের। প্রথমটিকে বলা হয় ভূত পূজা, কেননা এখানে তো কারো শরীরই পবিত্র নয়। পাঁচ ত্বকের তৈরী মাটির তৈরী পুতুল। মূর্তি গড়ার সময়ও মাটি আর জল মেশানো হয়, তারপর তাকে শুকানোর জন্য রোদ চাই। রোদও তো অগ্নিরই অংশ। আগে রোদের সাহায্যে আগুন জ্বালানো হত। তো বাচ্চারা এটাও জানে যে নিরাকারেরও পূজা হয়ে থাকে, সাকার দেবতাদেরও পূজা হয় এবং মানুষেরও পূজা হয়। দেবতারা হল পবিত্র, এখানে হল অপবিত্র। বাকি পূজা তো ভূতেরই (৫ ত্বকের) হচ্ছে। আত্মা কী জিনিস তা মানুষ জানে না। বলা হয়ে থাকে - রিয়েলাইজ ইওর সেন্সি। আত্মাকে রিয়েলাইজ করো। আত্মা হল বিন্দুর মতো। অনেকে সাক্ষাৎকারও করেছে। ভক্ত বর্ণনও করেছে যে, অতি ক্ষুদ্র একটা লাইট গুরুর থেকে নির্গত হয়ে আমার মধ্যে প্রবেশ করে গেল। আত্মা, এতে লাভ তো কিছু হল না। নারদ আর মীরা একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। হ্যাঁ সাক্ষাৎকার যদিও হয় কিন্তু সিঁড়ি তো নামতেই হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা আত্ম-অভিমানী হয়েছো। জানো যে আগে আমরা দেহ-অভিমানী ছিলাম। এখন এ'সব হল নতুন নতুন বিষয়। আত্মা পড়ছে। এটা তো একদম পাচ্চা করে দেওয়া উচিত যে বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। এটা তো প্রথমে দূত নিশ্চয় হওয়া উচিত। আত্ম-অভিমানী হতে হবে। অর্ধ কল্প আত্ম-অভিমানী থাকে, অর্ধ কল্প দেহ-অভিমানী হয়ে যায়। সত্যযুগে আত্মাদের এই শুদ্ধ অভিমান থাকে না যে, আমরা পরমাত্মাকে জানি। শুদ্ধ অভিমান আর অশুদ্ধ অভিমান হয়ে থাকে না? কর্তব্যও শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ হয়ে থাকে। কথায় আছে শুভ কার্যে দেহী করা উচিত নয়। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে কত সুন্দর বানিয়ে দিই। তোমরা পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। এর চেয়ে শুভ কার্য আর কিছুই হতে পারে না। তোমরা পবিত্র ছিলে। এখন বারেবারে বাবা বলেন দেহী-অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা বুঝে বাবার প্রতি সম্পূর্ণ লভ রাখো। আত্মার সম্বন্ধই হল একমাত্র বাবার সাথে। তিনি বসে পড়ান। এটা হল প্র্যাকটিক্যাল অনুভবের কথা। অসীম পিতার কাছ থেকে আমরা অসীম স্বর্গের উত্তরাধিকার নিষি। বাবাও বলেন হে মিষ্টি বাচ্চারা। আত্মাদেরকে বলেন। আত্মা এই কান দুটি দিয়ে শোনে। তোমরা বুঝতে পারো যে, কে আমাদেরকে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা বলছেন। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা। বাবার, বাচ্চাদের প্রতি লভ থাকে না? কতোই না আনন্দের সাথে বাচ্চাদের লালন পালন করে। ইনিও হলেন অসীম জগতের পিতা। আত্মা বলে আমি শরীরের অর্গান দ্বারা শোনাই। অজ্ঞান কালে বাবা বাচ্চাদেরকে কতো ভালোবাসে। জানে যে এ আমার উত্তরাধিকারী। এদেরকে আমি সুযোগ্য করে তুলি যাতে তারা নিজেরা খুব সুখী হয়। ভালো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। বলা হয় না - বাচ্চা বেঁচে থাকো, সুখী হও? আশীর্বাদ বেরিয়ে আসে যে বাচ্চা যাতে সর্বদা সুখে থাকে। কিন্তু তারা তো সদা সুখী হতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে বাবা আমাদেরকে আশীর্বাদ দিচ্ছেন - সদা সুখে থাকো, আমাকে স্মরণ করো। বাবা কতখানি স্নেহ, ভালোবাসা, নম্রতার সাথে বাচ্চাদেরকে বসে বোঝান। বাবা তো বাচ্চাদের সার্ভেন্ট, তাই না? কতো বাচ্চাদের চাকরি বাবাকে করতে হয়। মা যদি মারা যায় তখন বাবাকে বাচ্চাদের জন্য সবকিছুই করতে হয়। এই বাবা বাচ্চাদেরকে কতো ভালোবাসার সাথে বোঝান। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। হে আত্মা বাবার কাছ থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। দেহের ভাবকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো - এটা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ। বাচ্চারা মাঝে মাঝেই ভুলে যায়। বলে

বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। স্মরণ (ইয়াদ) শব্দটি খুবই সহজ। যোগ বা নেষ্ঠা শব্দ গুলি হল শাস্ত্রের। বাবা কত সহজ কথাটি বলেন, কেবল স্মরণ করো। বাবাকে দেখলে খুবই খুশী হওয়ার কথা, কারণ আমাদের বাবার মতো বাবা দুনিয়াতে আর কেউই পায়নি। তোমরা জানো যে - আমরা আত্মারা পতিত হয়েছিলাম, এখন বাবা পবিত্র বানান। সেইজন্যই আহ্বান করে হে পতিত পাবন এসো, এসে পবিত্র বানাও। বাবাকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো কষ্ট দেন না। এর নামই হল সহজ স্মরণ, সহজ জ্ঞান। এও বাচ্চারা বুঝে গেছে। বাবা হলেন সৎ (সত্য), চৈতন্য। এই আত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের অথরিটি। এখানে মানুষের মহিমা করা হয়। অমুক ব্যক্তি শাস্ত্রের অথরিটি। এখানে বাবা বলেন আমিই সকল বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদিকে জানি, অথরিটি আমি। ভক্তি মার্গের চিত্রেও দেখায় - বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে। ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা আমি সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে থাকি। বাবা সকল কথা খুব ভালো ভাবে বসে বোঝান। এখন ব্রহ্মা তো হল সূক্ষ্ম লোকে। ভগবান তো থাকেন মূল লোকে। এখন সূক্ষ্ম লোকে জ্ঞান কীভাবে শোনাবেন ? নিশ্চয়ই এখানে এসেই শোনাবেন। এ'সব হল বোঝার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। ব্রহ্মার দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের সার ভগবান কোথায় শোনাবেন ? শোনানোর ব্যাপার গুলো তো এখানেই (সাকার লোকে) হয়।

এখন তোমরা প্র্যাক্টিক্যালি জানো যে - কীভাবে ভগবান এসে ব্রহ্মার দ্বারা শোনান। বাচ্চাদের তো অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। মানুষ ৫ - ১০ লাখ রোজগার করে কতো খুশী হয়ে যায়। এখানে বাবা বসে তোমাদের খাজানাকে ভরতে থাকেন। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সোনার মতো হয়ে যাবে। এই ভারত সোনার চড়ুই পাখী হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে বাবা মূল বতন থেকে এসে ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে শাস্ত্রের সার বোঝাচ্ছেন। সব রহস্য তিনি বোঝান। সেই সব যোগ, তপ, দান - পুণ্যের দ্বারা তো কেউই মুক্তি পায়না। মানুষ মনে করে এই সব পথ হল মুক্তির পথ। এমন যদি হত তবে পতিত পাবন বাবার আসার কী প্রয়োজন ছিল ? সে'সব যদি ফিরে যাওয়ারই রাস্তা হত তবে কেউ না কেউ তো ফিরে যেতই তাই না ? দুনিয়াতে তো মানুষের অনেক মত। এখন বাচ্চাদেরকে বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে কেউই ফিরে যেতে পারে না। বাবা বলেন - আমি এনার দ্বারা সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার তোমাদেরকে শোনাই। ইনিও অনেক গুরু করেছেন, শাস্ত্র পড়েছেন। বাবা বলছেন এই সবকিছুকে ভুলে যাও। পতিত-পাবন তো পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হবে। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বৃক্ষপতি চৈতন্য তিনি। আত্মারা সবাই হল চৈতন্য। তোমরা জানো যে, আমরা মূল লোকে গিয়ে তারপর আসব পাট প্লে করতে। অর্ধ কল্প সুখের পাট প্লে করব। সমস্ত পদই নির্ভর করছে ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের উপরে। যত পড়বে তত উচ্চ পদ পাবে। এই পড়াশোনা হল অনেক উচ্চ। এইম অক্টেই হল নর থেকে নারায়ণ, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। যখন আদি সনাতন দেবী দেবতা থাকে তখন কোনো হিংসা থাকে না। ওখানে বিকারের কোনো কথাই নেই। না কোনো লড়াই ঝগড়া হয়।

এখন তোমরা বুঝতে পার যে, যখন অনেক ধর্ম থাকে, তখন ভাষাও অনেক হয়। সকলের এক ভাষা হতে পারে না। এখন তোমাদের অদ্বৈত ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। অদ্বৈত আর দেবতা একই শব্দ (কথা) হয়ে যায়। এখন তোমরা দেবতা ধর্মের হচ্ছে। গীতও তো আছে না - বাবা আমরা আপনার থেকে ২১ জন্মের জন্য সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে থাকি। সেখানে এই রকম বলা হবে না যে, এটা আমাদের প্লেস, এখান দিয়ে তোমরা যেতে পারবে না। এখানে তো একে অপরকে ভয় দেখাতে থাকে। বসে বসে লড়াই ঝগড়া করার ভূত চেপে যায়। বাচ্চারা তোমরা জানো আমরা গ্রীমতের আধারে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছি। আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই। আমরা থাকব ভারতেই। দিল্লির আশেপাশেই নদীর তীরে থাকবো। সেখানে চির বসন্ত বিরাজ করবে। সেখানে সবাই সুখে থাকে। প্রকৃতিও তো সেখানে সতোপ্রধান। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা কীভাবে দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি পুনরায়। সুতরাং বাবার স্মরণে বাচ্চাদের খুবই খুশীতে থাকা উচিত। কেবল নিরন্তর স্মরণ করো আর কোনো কষ্ট তোমাদের দেওয়া হয় না, এতেই হল পরিশ্রম। মাঝে মাঝেই বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। দেহ-অভিমাণে আসার ফলে উল্টো কাজ করে ফেলে। প্রথম বিকার তো হলই দেহ-অভিমানের। এ হল তোমাদের অনেক বড় শত্রু। দেহী-অভিমानी না হওয়ার কারণে তখন কাম ইত্যাদি দংশন করে ফেলে। বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে, লক্ষ্য অনেক উচ্চ। পবিত্রও থাকতে হবে। তোমরা হলে সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। কোটি কোটি মানুষের কানে (জ্ঞানের) ভুঁ ভুঁ করতে থাকো। এখানে কচ্ছপের উদাহরণও তোমাদের জন্যই খাটে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - তোমরা তোমাদের ব্যবসা কাজকর্ম সবই করো, অফিসের কাজ করো, যখন দেখছো কোনো গ্রাহক নেই সেই সময় বাবার স্মরণে বসে যাও। সাথে একটা চিত্র রেখে দাও। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে, বাবার স্মরণে একটু বসে যাই। যুক্তি তো বাবা অনেক প্রকারেরই বলে দেন। ভক্তি মার্গে চিত্রকে স্মরণ করে। এখানে তো তাও হল বিচিত্রের স্মরণ। এটা নতুন কথা তাই না ? নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। নতুন বিষয় হওয়ার কারণে পরিশ্রম মনে হয়। এর জন্য প্র্যাক্টিস করতে হয়। জ্ঞান তো পেয়ে গেছো। এ তো বোঝানো হয়েছে যে, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়। বিষ্ণু অর্থাৎ

লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের পরে তারাই ব্রহ্মা-সরস্বতী হয়। এই কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। এমন নয় যে বিষ্ণুর নাভি থেকে কোনও ব্রহ্মা নির্গত হয়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে স্বদর্শন চক্রধারী বানাই। তার অর্থও তোমরা জানো। তোমাদের শব্দ গুলোই এমন গুপ্ত যে কেউই কপি করতে পারবে না।

এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা বাবার সম্মুখে বসে শুনছি। বাইরে (মধুবনের) যারা রয়েছে সেই বাচ্চারাও বুঝতে পারে যে - মধুবনে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা মুরলী চালাচ্ছেন। আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। কেননা যখন থেকে বিকারী হয়েছো, পাপ করেই এসেছো, তো জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা মাথার ওপরে রয়েছে। তমোপ্রধান হতেই থাকে। তমোপ্রধান হতে অর্ধ কল্প লেগেছে। সতঃ, রজঃ, তমঃ হতে হতে আত্মা মলিন হয়ে গেছে না খাদ পড়ার ফলে? সেই খাদকে অবশ্যই বের করে দিতে হবে। নাহলে বাবার স্মরণ ছাড়া আত্মা উড়তে পারবে না। মায়া রাবণ সকলের ডানা কেটে দেয়। এও বোঝার বিষয়। মোক্ষ ইত্যাদি তো কেউই লাভ করতে পারে না। আহ্বান করে এসে আমাদেরকে অর্থাৎ পতিতদেরকে পবিত্র বানাও। ব্যস্ এর মধ্যে আর কোনো কথাই নেই। বাবা শিক্ষা প্রদান করেন যে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হবে? বাচ্চাদেরকে লিখতেও থাকেন। বাচ্চারা তোমরা বাবাকে ভুলে যাওয়ার ফলেই তমোপ্রধান হয়ে গেছো। এখন বাবাকে স্মরণ করো তো সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের জ্ঞান রয়েছে। ৮৪ র চক্র তোমরা সম্পূর্ণ করেছে। আত্মার মধ্যে কতো বিশাল পার্ট নিহিত রয়েছে, বিস্ময়ের ব্যাপার। এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে কতো কতো পার্ট ভরা রয়েছে। আত্মা বলে আমরা ৮৪ জন্ম নিই। এও এখনই তোমরা বুঝতে পারছো। মানুষ তো কিছুই জানে না। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - তোমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম ভোগ করো। এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করো। পুনর্জন্ম নিতে নিতে তোমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতেই থেকেছো। এখন আবার সতোপ্রধান হয়ে রাজস্ব করতে হবে, তাহলে কতখানি খুশী হওয়ার কথা! বাবা আমাদেরকে বেহদের উত্তরাধিকার প্রতি কল্প কল্পে দেন। বাচ্চারা তোমরা এখন চিনতে জানতে পেরেছো। তোমরা জানো যে আমরা মালার দানা হই, যারা এরপর নম্বর অনুযায়ী রাজস্ব করবে। সেখানকার রাজধানীর যা কিছু রীতি নীতি হবে, সেসব পুনরায় রিপিট হবে। কী হবে, না হবে সে সব নিয়ে ব্যর্থ চিন্তন নিষ্প্রয়োজন। তারা যেমন রাজস্ব করেছিলেন তেমনই করবেন। সে সব সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে। সে সব নিয়ে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই যে কী হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শুভ কার্যে দেরী করতে নেই। পবিত্র হয়ে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। নিজেকে সুযোগ্য বানিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। একমাত্র বাবার সাথে সম্পূর্ণ লভ রাখতে হবে।

২) কাজকর্ম করতে করতেও একমাত্র বিচিত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কোনো রকম ব্যর্থ ভাবনা চিন্তা করবে না। সতোপ্রধান হতে হবে। অপার খুশীতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- শ্রেষ্ঠ মতের আধারে মায়াবী সঙ্গদোষ থেকে উর্ধ্ব থাকা শক্তি স্বরূপ ভব
বাচ্চাদের একটা কম্পলেন থাকে যে, আত্মীয় স্বজন তাদের কথা শুনে চায় না, সঙ্গ ভালো নয়, সেই কারণে শক্তিশালী হতে পারছি না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ মতের আধারে জ্ঞান স্বরূপ, শক্তি স্বরূপের বরদানী হয়ে নিজের স্থিতিকে অচল বানাও। সাক্ষী হয়ে প্রত্যেকের পার্টকে দেখো। নিজের সতোগুণী পার্টে স্থিত থাকো। সদা বাবার সঙ্গতে থাকো, তাহলে তমোগুণী আত্মার সঙ্গের রঙের প্রভাব পড়তে পারবে না।

স্নোগানঃ:- কর্মযোগী সেই যে, কর্মের কল্প বৃক্ষের ডালে বসে কর্ম করেও উপরাম স্থিতিতে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;